হারলান কোবেন-এর

কাট

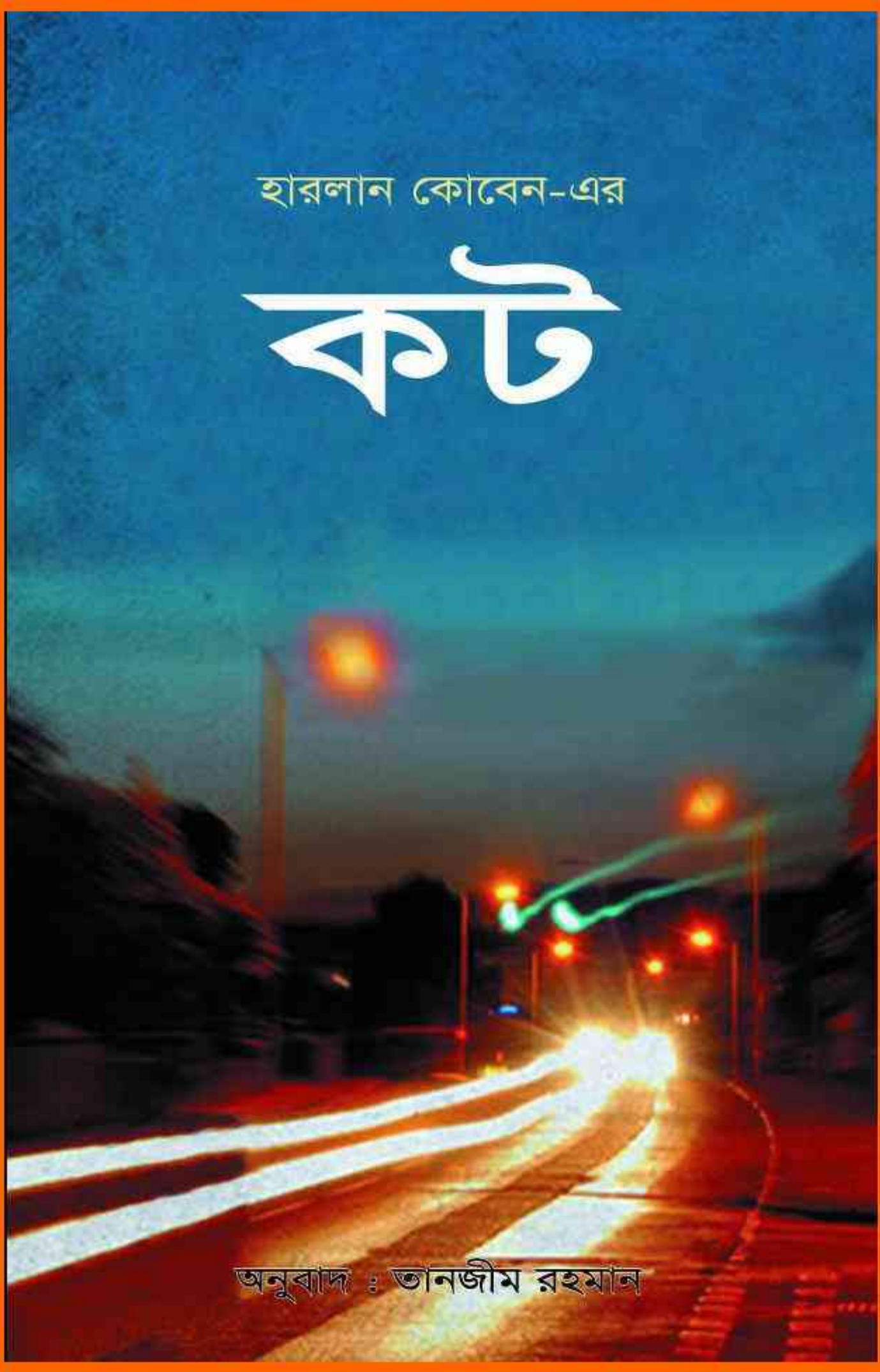

অনুবাদ : তানজীম রহমান

নিজের বাড়ি থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো কিশোরী হেইলি ম্যাকওয়েইড। যৌন অপরাধের বিষাক্ত চক্রান্তে ফেঁসে গেলো ড্যান মার্সার। প্রতিশোধের জন্যে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা করলো এড গ্রেসন। আর এ সবকিছুর সাথে জড়িয়ে পড়লো সাংবাদিক ওয়েন্ডি টাইনস। ওর তদন্তে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো হিংসা, বিদ্বেষ আর খুনের এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র।

'বেস্টসেলার লেখক হারলান কোবেন-এর 'কট' বিশ্বাসঘাতকতা, ইন্টারনেট-এর মায়াজাল আর চক্রান্তের এক শ্বাসরুদ্ধকর থৃলার'

'হারলান কোবেন আধুনিক হুক আর টুইস্টের এক নতুন মাস্টার'

–ড্যান ব্রাউন

'কোবেন বর্তমান সময়ে সবচাইতে সলিড থৃলার লিখে থাকেন'

–ওয়াশিংটন পোস্ট

'কট' সুন্দরভাবে লেখা একটি অসাধারণ থৃলার...সম্ভবত বর্তমান কালের সবচাইতে সেরা থৃলার লেখকদের একজন হলেন হারলান কোবেন'

–হিট ম্যাগাজিন

'আপনি যদি এখনও মি: কোবেনের পাল্লায় না পড়ে থাকেন তাহলে 'কট' আপনাকে ভালোমতোই কট করতে পারবে'

–ডেইলি মিরর

'তার ট্রেডমার্ক হলো দারুণ সব টুইস্ট আর তার লেখনী সব সময়ই চিন্তার উদ্রেক করে '

–ডেইলি মেইল

'বিগত কয়েক বছর ধরে হারলান কোবেন থৃলার সাহিত্যাঙ্গনে প্রথমশ্রেণীর সব কাজ করে যাচ্ছেন...পাঠক তার থৃলার পড়ে পুরোপুরি তৃপ্ত হয়'

–ডেইলি মেইল

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872948-8
9 789848 729489

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

www.BanglaBook.org

কট

হারলান কোবেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অনুবাদ : তানজীম রহমান

www.BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

কট

মূল : হারলান কোবেন

অনুবাদ : তানজীম রহমান

CAUGHT

copyright©2012 by Harlan Coben

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১২

প্রচ্ছদ : দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সম্পাদিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

To
Grant, Neil, Chuck, Nadwee, Priyo Alwee, Mom and Dad. You all have inspired me in very different ways

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মুখবন্ধ

আমি জানতাম ওই লাল দরজাটা খুললে আমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

জানি, কথাটা শুনতে খুব নাটুকে লাগছে কিন্তু আমি খুব একটা নাটুকে মানুষ নই। তাছাড়া দরজাটা দেখতে এমন ভয়ংকর কিছু নয়। সত্যি বলতে দরজাটা এতো সাধারণ যে আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে দু'পাশে পাঁচ-দশটা করে এমন দরজাকে বাড়ি পাহারা দিতে দেখবেন। রঙ চটে যাওয়া কাঠের দরজা, চারটা প্যানেল দেয়া। বুকের কাছাকাছি নক করার একটি ধাতব হাতল (যেটা কেউ কখনও ব্যবহার করে না) আর পিতলের একটা নব।

কিন্তু দূরের একটা স্ট্রিটল্যাম্পের ঝাপসা আলোতে দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেন যেনো আমার মনের ভেতর একটা চাপা শংকা দানা বেঁধে উঠছিলো। প্রত্যেকবার আমার টেনে টেনে পা ফেলতে হচ্ছে, যেনো আমি আসলে এই ফাটল-ধরা ফুটপাথটা দিয়ে না হেঁটে কাঁচা সিমেন্ট ঠেলে হাঁটছি। সামনে বিপদ থাকলে শরীরে যা যা অনুভূতি হয় আমার তা সবই হচ্ছে। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল ঢেউ হচ্ছে। হাতে কাঁটা দেয়া? তাও হচ্ছে। ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া? হচ্ছে তো। মাথার পেছনদিকে সুড়সুড়ি? এই যে হচ্ছে!

বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে এখন। একটা লাইটও জ্বলছে না। চায়না আমাকে আগেই সাবধান করেছিলো এ ব্যাপারে। আরেকটা জিনিস দেখেও আমার অস্বস্তি হলো। বাড়িটা যেনো একটু বেশি সাধারণ দেখতে। আলাদা করে চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। তাছাড়া বাড়িটা গলির একদম শেষ মাথায়, যেনো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে গলিটাকে পাহারা দিচ্ছে।

ব্যাপারটা আমার একদম ভালো লাগছে না।

কিন্তু কী করবো, আমার কাজটাই এরকম। চায়না যখন ফোন করেছিলো তখনও আমি ইনার-সিটি ফোর্থ-গ্রেড নিউয়ার্ক বাস্কেটবল টিমের সাথে। আমি ওদের কোচ। আমি যেমন ছোটবেলায় নিজের বাবা-মা'র সাথে বড় না হয়ে পালক পরিবারের সাথে বড় হয়েছি, আমার টিমের সবগুলো ছেলেও তাই (আমরা এটা নিয়ে মাঝে মাঝে একটা বাজে জোক করি, যে আমরা হচ্ছি 'বামানা,' মানে আমাদের বাবা-মা নাই)। আমার টিম হারছিলো, খেলার মাত্র দুই মিনিট বাকি থাকতে ওরা ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে ছিলো। জীবনে যেমন ওরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেসারে থাকে, বাস্কেটবল কোর্টেও তেমন প্রেসারে ছিলো।

চায়না যখন ফোন করেছে তখন আমি খেলা শেষ হবার পর টিমের মন ভালো করার চেষ্টা করছিলাম। আমার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা থাকলেও "ভালোই খেলেছো তোমরা," "এর পরের বার জিতবোই," "সামনের বৃহস্পতিবার কিন্তু আরেকটা খেলা আছে," জাতীয় বস্তাপচা ডায়ালগ ছাড়া আর কিছু মাথায় আসছিলো না।

এমন সময় মোবাইলটা কেঁপে উঠলো।

"ড্যান?"

"কে?"

"আমি, চায়না। প্লিজ আসো, তোমাকে দরকার।"

ওর গলা কাঁপছিলো, তাই আমি জলদি টিমকে বিদায় দিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে বসলাম, আর এখন আমি এখানে। খেলার সময় কোর্টের পাশে দৌড়াদৌড়ি করে ঘেমে গিয়েছিলাম, এখন তার সাথে টেনশনের ঘামটা যোগ হলো। আমি আস্তে আস্তে নিজের গতি কমিয়ে আনলাম।

আমার হয়েছেটা কি?

আমার গোসল করে আসা উচিত ছিলো। গোসল না করলে আমার অস্বস্তি লাগে। কিন্তু চায়না কিছুতেই মানছিলো না। ও বার বার অনুরোধ করেছে আমাকে, যাতে ওর বাসায় অন্য কেউ এসে পৌছাবার আগেই আমি চলে আসি। এজন্যেই আমি এখন ঘামে গায়ের সাথে লেপটে থাকা একটা টি-শার্ট পরে লাল দরজাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

চায়নার আগেও বিপদে পড়ার নজির আছে। এমন বিপদে পড়া কিশোর-কিশোরীদের সাহায্য করাই আমার কাজ। এজন্যেই হয়তো আমার এখন এমন অস্বস্তি লাগছে। ফোনে ওর গলা শুনেই আমার কেমন যেনো লেগেছে, কোথাও যেনো কিছু একটা মিলছে না। আমি একটা লম্বা দম নিয়ে পেছনে তাকালাম। দূরে মানুষের চলাফেরা আর কাজকর্মের কয়েকটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, হয়তো একটা বাড়ির ভেতরে একটা টেলিভিশনের পর্দা জ্বলজ্বল করছে, একটা গ্যারেজের ভেতর গাড়ি ঢুকছে। কিন্তু এই গলিটা একদম ফাঁকা।

আমার মোবাইল ফোনটা কেঁপে উঠলো। আমি আরেকটু হলে লাফ দিয়ে উঠেছিলাম। নিশ্চয়ই চায়না। তাড়াতাড়ি ফোনটা বের করে দেখি জেনা, আমার এক্স-ওয়াইফ। আমি 'অ্যানসার' বোতামটা টিপে বললাম : "হ্যালো।"

"আমার একটা উপকার করতে পারবে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এখন যে একটু ব্যস্ত আছি।"

"এখন না। আমার আগামিকাল রাতে বাচ্চাদের দেখে রাখার মতো কাউকে লাগবে। তুমি চাইলে শেলিকেও আনতে পারো।"

"আহ্...আমার আর শেলির মধ্যে একটু ঝামেলা চলছে।"

"আমি আসলে ভালো মেয়েদের ধরে রাখতে পারি না।"

"এটা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে।"

আমার সাথে ডিভোর্স হবার পর জেনার বিয়ের প্রায় আট বছর হয়ে গেছে। ওর নতুন স্বামী হচ্ছে নোয়েল হুইলার নামে বিখ্যাত এক সার্জন। নোয়েল মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের জন্যে আমার যে কেয়ার সেন্টারটা আছে সেখানে এসে বিনা পয়সায় রোগী দেখে যায়। আমি আর নোয়েল বন্ধুই বলা যায়। নোয়েলের আগের বিয়ে থেকে একটা মেয়ে আছে, আর জেনা এবং ওর ছয় বছরের আরেকটা মেয়ে আছে। ক্যারি। আমি ক্যারির গডফাদার, দু'টো মেয়েই আমাকে ড্যান আংকেল বলে ডাকে। ওদের দেখে রাখতে হলে, মানে বেবিসিটার লাগলে সাধারণত আমারই ডাক পড়ে।

এসব শুনতে হয়তো খুব আধুনিক, খোলা মনের উদাহরণ বলে মনে হচ্ছে, একদিক দিয়ে কথাটা হয়তো ঠিকই। আমার জন্যে অবশ্য হিসাবটা আরও সহজ। আমার জীবনে আর কেউ নেই–বাবা মা, ভাই বোন–আমার পরিবার বলতে আমার এক্স-ওয়াইফ। যেসব ছেলেমেয়েকে আমি সাহায্য করতে চেষ্টা করি, যাদের কঠোর জীবন আরেকটু সহজ করার জন্যে গাধার মতো পরিশ্রম করি, ওরাই আমার সবকিছু।

কিন্তু আমার এতো চেষ্টা হয়তো শেষপর্যন্ত ওদের কোনো কাজেই আসে না।

"কোথায় হারিয়ে গেলে?" জেনার গলা।

"ঠিক আছে, কালকে চলে আসবো," জবাব দিলাম।

"থ্যাংক ইউ। অনেক বড় উপকার করলে।"

জেনা ফোনে একটা চুমু দিয়ে লাইনটা কেটে দিলো। আমি ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের সামনে আমাদের বিয়ের দিনটার দৃশ্য ভেসে উঠলো। আমার মতো মানুষের বিয়ে করা উচিত হয় নি। আমার কারও সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হওয়াই উচিত নয়, কিন্তু নিজেকে থামাতে পারি না। এক কবি বলেছিলেন না, চিরকাল ভালোবাসার সাথে অপরিচিত থাকার চেয়ে ভালোবেসে নিজের মন ভাঙাই শ্রেয়। কিন্তু আমার জন্যে বোধহয় কথাটা খাটে না। মানুষের ভাগ্যে একই ভুল বারবার করে যাওয়াই লেখা থাকে। তাই আজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার এই অবস্থা, এক গরিব এতিম যে একটু একটু করে একটা বিখ্যাত, বড়লোকি স্কুলের সবচেয়ে ভালো ছাত্র হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছে, কিন্তু কখনও নিজেকে চিনতে পারে নি। কথাটা বস্তাপচা শোনাবে, কিন্তু আসলে আমার জীবনে আমি এমন একজনকে চাই যে আমাকে বুঝতে পারবে। কিন্তু আফসোস, আমার নিয়তি বোধহয় সেটা নয়।

আমি একজন একা মানুষ, যার একাকীত্ব ভালো লাগে না।

"আমরা হচ্ছি বিবর্তনের আবর্জনা, বুঝলে ড্যান?"

আমার এক প্রিয় পালক-বাবার পছন্দের কথা বলার বিষয় ছিলো এটা। উনি ছিলেন একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।

"ব্যাপারটা ভেবে দেখো, ড্যান। ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত, যৌবনদীপ্ত, প্রতিভাবান মানুষরা কি করেছে? যুদ্ধ। এই চলটা থেমেছে মাত্র গত শতাব্দীতে। এর আগ পর্যন্ত আমাদের সমাজের সবচেয়ে ভালো ছেলেদের পাঠিয়ে দেয়া হতো যুদ্ধক্ষেত্রে, মরবার জন্যে। আর বাচ্চা জন্ম দেবার জন্য কারা বাড়িতে থাকতো? পঙ্গু, কানা, খোঁড়া আর ভীতুরা...সোজা কথায়, জাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যারা তারাই। এদের প্রজননের ফলই হচ্ছি আমরা, ড্যান...ওদের ডিএনএ চলে এসেছে আমাদের সবার শরীরে। হাজার হাজার বছর ধরে মানবজাতি নিজের সবচেয়ে ভালো ভালো সদস্যদের বলি দিয়েছে, আর বাঁচিয়ে রেখেছে অথর্বদের। এজন্যেই আমরা সবাই আসলে আবর্জনা, শত শত বছরের দুর্বল প্রজননের ফল।"

আমি নক করবার হাতলটাকে পাত্তা না দিয়ে আঙুল দিয়ে দরজায় টোকা দিতেই দরজাটা আস্তে করে এক ইঞ্চি ভেতরে সরে গেলো। দরজাটা যে বন্ধ নয় সেটা আমি বুঝতে পারি নি।

এ ব্যাপারটাও আমার পছন্দ হলো না। এখানে পছন্দ করার মতো কিছুই খুঁজে পাই নি এখনও।

ছোটবেলায় আমি প্রচুর হরর সিনেমা দেখেছি। জিনিসটা অদ্ভুত এ কারণে যে : আমি হরর সিনেমা সহ্য করতে পারি না। কোনো কিছু হঠাৎ করে আমার সামনে পড়লে আমি আৎকে উঠি, আর বেশি রক্তারক্তি দেখলে আমার বমি আসে। কিন্তু তাও দেখতাম, আর নায়িকাদের বোকামিগুলো দেখে ভ্রু কুঁচকাতাম। এই মুহূর্তে আমার মাথায় সেসব দৃশ্যগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে। যখন নায়িকা ভয়ে ভয়ে একটা দরজায় নক করে আর দরজাটা নিজে থেকেই খুলে যায়। যখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা করে : "ভাগ, গাধি কোথাকার!" কিন্তু নায়িকা কখনই এই কমন সেন্সটা খাটায় না, আর কিছুক্ষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর দেখা যায় সিনেমার ভিলেন এক কোপে ওর মাথা নামিয়ে দিয়েছে।

আমার এক্ষুণি ভাগা দরকার এখান থেকে।

আমি আসলেই ভাগবো। কিন্তু সাথে সাথেই আমার কানে চায়নার অসহায় কণ্ঠটা আবার বেজে উঠলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ রেখে ভেতরে দেখলাম।

অন্ধকার।

লুকোচুরি অনেক হয়েছে।

"চায়না?"

আমার গলার প্রতিধ্বনিই ফিরে এলো। আমি অবশ্য কোনো উত্তর আশাও করি নি। এমনই তো হবার কথা, তাই না? কোনো উত্তর নেই। আমি দরজাটা আরেকটু সরিয়ে বাড়ির ভেতর সাবধানে একটা পা ফেললাম।

"ড্যান? আমি এখানে, ভেতরে। চলে আসো।"

গলাটা চাপা, যেনো দূর থেকে ভেসে এসেছে। আমার এই ব্যাপারটাও বেশি পছন্দ হলো না, কিন্তু এখন আর পিছু হটার কোনো উপায় নেই। সারাজীবনই আমি বিপদ দেখলে পিছিয়ে এসেছি। এবার একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখি।

আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা চাপিয়ে দিলাম আমার পেছনে।

আমার কাজে অন্য যারা আছে তারা অনেকেই এরকম পরিস্থিতিতে একটা পিস্তল বা অন্য কোনো অস্ত্র সাথে রাখে। আমিও জিনিসটা দু'একবার ভেবে দেখেছি। কিন্তু আমার কাছে অস্ত্র রাখার বুদ্ধিটা একদমই ভালো লাগে না। কিন্তু এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। বাসায় কেউ নেই। চায়না আমাকে আগে জানিয়েছিলো সে কথা। আর যদি কেউ থেকেও থাকে...সেটা দেখা যাবে।

"চায়না?"

"ডেন-এ চলে যাও। আমি একটু পরেই আসছি।"

ওর গলাটা কেমন যেনো অদ্ভুত শোনালো। আমি করিডোরের শেষে একটা আলো দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। একটা শব্দ ভেসে এলো। আমি থেমে কান খাড়া করলাম। পানি পড়ার শব্দ। একটা শাওয়ার চলছে মনে হলো।

"চায়না?"

"জামা বদলাচ্ছি। এক মিনিট, এখনই আসছি।"

আমি ঝাপসা আলোতে ঢাকা ডেনটায় ঢুকে পড়লাম। একটা লাইটের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুইচ চোখে পড়লো কিন্তু একটু ভেবে ঠিক করলাম, না। জ্বালাবো না। কিছুক্ষণের মধ্যে আঁধারটা আমার চোখে সয়ে এলো। ঘরটার দেয়ালে দু'টো পেইন্টিং ঝুলছে, দুঃখি চেহারার ক্লাউন, হাতে একটা ফুল ধরা। সস্তা মোটেলরুমগুলোতে এ ধরনের ছবি দেখা যায়। ঘরের একপাশে একটা ছোট বার দেখা যাচ্ছে। সেখানে টেবিলের ওপর একটা বেনামী ভদকার বোতল খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ফিসফিসানি কানে এলো।

"চায়না?" ডাকলাম আমি।

কোনো উত্তর এলো না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কোনো শব্দ হয় কিনা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুই হলো না।

পেছন দিকে হাঁটা শুরু করলাম, যেখান থেকে শাওয়ারের শব্দটা পেয়েছিলাম।

"আসছি," গলাটা বলে উঠলো। আমি একটু শিউড়ে উঠলাম, গলাটা আরও এগিয়ে এসেছে। এখন আরও পরিস্কার শুনতে পাচ্ছি। এখন একটা জিনিস আরও অদ্ভুত লাগছে।

এটা একদমই চায়নার গলা মনে হচ্ছে না।

আমার মাথায় একসাথে তিনটা জিনিস উঁকি দিলো। এক, আতংক। এটা চায়না নয়। এখনই এ বাসা থেকে ভাগো! দুই, কৌতুহল। এটা যদি চায়না না হয় তাহলে এটা কার গলা? এখানে কি হচ্ছে? তিন, আরও আতংক। ফোনে চায়নাই আমার সাথে কথা বলেছে, কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে ওর কি হয়েছে?

আমি চাইলেই তো আর দৌড় মারতে পারবো না।

যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম সেদিকে এক কদম এগিয়ে গেলাম, আর সবকিছু একসাথে হওয়া শুরু করলো। চোখের সামনে একটা স্পটলাইট জ্বলে উঠে প্রায় অন্ধ করে দিলো আমাকে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম।

"ড্যান মার্সার?"

চোখের পলক ফেললাম। মহিলার গলা। পেশাদার। ভারি। কেন যেনো পরিচিত মনে হচ্ছে।

"কে?"

হঠাৎ করেই রুমটা যেনো অন্য মানুষে ভরে গেলো। ক্যামেরা হাতে একজন। আরেকজনের হাতে লম্বা কালো একটা লাঠির মতো জিনিস,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাইক্রোফোন বোধহয়। যার গলা শুনছিলাম তাকেও দেখতে পেলাম, অপূর্ব সুন্দরী বাদামী চুল আর বিজনেস সুট পরা একজন মহিলা।

"ওয়েন্ডি টাইনস, এনটিসি নিউজ। আপনি এখানে কি চান?"

আমি কথা বলবার চেষ্টা করলাম কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। এবার আমি মহিলাকে চিনতে পারলাম। সে একটা টিভি শো-এর হোস্ট...

"আপনি কেন ইন্টারনেটে ১৩ বছর বয়সি একজন মেয়ের সাথে সেক্স চ্যাট করেছেন, ড্যান? আমাদের কাছে আপনার কথার সবগুলো ফাইল আছে।"

...যে প্রোগ্রামে যৌন অপরাধীদেরকে ফাঁদে ফেলে ওদের চেহারা সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা হয়।

এখানে কি হচ্ছে বুঝতে পেরে আমার রক্ত জমে গেলো। আরও অনেক মানুষ ঢুকলো ঘরটায়। কয়েকজন প্রডিউসার। আরেকজন ক্যামেরাম্যান। দু'জন পুলিশ অফিসার। ক্যামেরাগুলো আমার আরও কাছে চলে এলো। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি তোতলাতে শুরু করলাম। অস্বীকার করার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সব শেষ।

দুইদিন পর প্রোগ্রামটা টিভিতে দেখানো হলো। সারা পৃথিবী দেখলো সেটা।

আর ড্যান মার্সারের জীবন, আমি ঠিক যেমন জানতাম, ওই লাল দরজাটা খুললে ধ্বংস হয়ে যাবে, ঠিক ঠিকই ধ্বংস হয়ে গেলো।

মার্সিয়া ম্যাকওয়েইড যখন প্রথম দেখলো ওর মেয়ের বিছানা খালি, তখনও ওর ভেতরে ভয়টা কাজ করে নি। সেটা এসেছে আরও পরে।

ওর ঘুম ভেঙেছে সকাল ছয়টায়, শনিবারের ছুটির সকাল হিসাবে বেশ জলদি জলদিই। ওর বেশ চনমনে লাগছিলো। টেড গত বিশ বছর ধরে ওর স্বামী, বিছানায় ওর পাশেই শুয়ে ছিলো। ও উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, ওর হাত মার্সিয়ার কোমড় জড়িয়ে রেখেছে। টেড শুধু একটা শার্ট পরে ঘুমানো পছন্দ করে। কোনো প্যান্ট ছাড়া। ওকে জিজ্ঞেস করলে ও একটা মুচকি হাসি দিয়ে বলে, "আমার ওখানে স্বাধীনতা লাগে, বুঝলে, স্বাধীনতা।" আর মার্সিয়া নিজের গলা ন্যাকা ন্যাকা করে জবাব দেয় : "তুমি না, অনেক বেশি কথা বলো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেডের হাতটা আস্তে করে সরিয়ে মার্সিয়া নিচে নেমে এলো। এক কাপ কফি খাওয়া দরকার। ও কিচেনে এসে ইনস্ট্যান্ট কফি মেশিনটায় একটা কাপ চড়িয়ে দিলো।

কফিটা হয়ে যাবার পর মার্সিয়া কাপটা হাতে নিয়ে কিচেনের চওড়া জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওরা কয়েকদিন আগে বাসায় কিছু কাজ করিয়েছে। একটা এক্সট্রা বেডরুম আর বাথরুম লাগিয়েছে। তখনই মার্সিয়া রান্নাঘরের জানালাটাকেও চওড়া করে নিয়েছিলো। এখন প্রত্যেকদিন সকালে কিচেনটা সূর্যের আলোয় ভরে যায়।

স্বর্গের ছোট্ট একটা টুকরো।

মার্সিয়া একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। কফিতে আয়েশ করে চুমুক দিতে দিতে পেপারটা খুলে পড়তে শুরু করলো সে। কয়েক মিনিট পরেই ওর ব্যস্ততা শুরু হবে। ওর থার্ড গ্রেড পড়া ছেলে রায়ান বাস্কেটবল প্র্যাকটিসে যাবে। টেড ওদের টিমের কোচ। বেচারারা গত বছর একটা খেলাও জিততে পারে নি।

"তোমাদের টিম কখনও জেতে না কেন?" মার্সিয়া একদিন টেডকে জিজ্ঞেস করেছিলো।

"কারণ আমি প্লেয়ারদের টিমে নেবার আগে শুধু দু'টো জিনিস যাচাই করি।"

"কি কি?"

"এক, ওদের বাবা কতোটা ভালো। দুই, ওদের মা কতোটা সুন্দরী।"

মার্সিয়া হাসতে হাসতে ওর গালে আলতো একটা চড় মেরেছিলো। ওর হয়তো আসলেই একটু হিংসা হতো, কিন্তু টেড যে মা'দের কথা বলছিলো মার্সিয়া ওদের আগে দেখেছে। কোনো সন্দেহ নেই, ও ঠাট্টা করছিলো।

মার্সিয়ার ১৮ বছর বয়সী মেয়ে প্যাট্রিসিয়ার আজকে নাটকের রিহার্সাল আছে। ওর ক্লাস *লা মিজারেবল*-এর একটা মিউজিক্যাল সংস্করণ করেছে, যেটাতে ও বেশ কয়েকটা ছোট ছোট পার্টে অভিনয় করছে। আর ওর সবচেয়ে বড় মেয়ে হেইলি, হাইস্কুলের মেয়েদের লা-ক্রস টিমের ক্যাপ্টেন। ওরও বোধহয় আজকে প্র্যাকটিস আছে।

অন্য অনেক মায়ের মতোই মার্সিয়া খেলাধুলা বেশি পছন্দও করে না, আবার মানাও করতে পারে না। ও জানে, ছেলেমেয়েদের এতো খেলা ভবিষ্যতে তেমন কোনো কাজে লাগবে না, আর এজন্যে ওর এখন এতো যে দৌড়াদৌড়ি সবই আসলে সময় নষ্ট। কিন্তু তাই বলে তো আর ওদের আনন্দে ও বাধা দিতে পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকালে শুধু এক ঘন্টার শান্তি চায় ও। তাহলেই ওর সব অভিযোগ চলে যাবে।

হাতে ধরা কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে উঠে পড়লো সে। বাড়ি এখনও চুপচাপ আছে। আস্তে আস্তে আবার দোতলায় উঠে এলো বাচ্চাদের অবস্থা দেখবার জন্যে।

প্রথমে রায়ানের রুমে উঁকি দিলো। কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে। মার্সিয়ার বুকে ভালোবাসা মোচড় দিয়ে উঠলো। ছেলেটা একদম বাবার মতো হয়েছে দেখতে।

এরপর প্যাট্রিসিয়ার রুম। প্যাট্রিসিয়াও এখনও ঘুমাচ্ছে।

"সোনা?"

ও একটু নড়েচড়ে উঠলো। মার্সিয়া খেয়াল করলো, প্যাট্রিসিয়ার রুমটা প্রচন্ড রকমের অগোছালো, রায়ানের রুমের মতোই।

"সোনা? এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু তোমাকে রিহার্সালে থাকতে হবে।"

"উঠছি..." প্যাট্রিসিয়া গুঙিয়ে উঠলো।

মার্সিয়া এবার পাশের ঘরের দরজাটা খুলে মাথা গলালো। হেইলির রুম। ওর বিছানাটা খালি।

বিছানা পরিপাটি করে গোছানো কিন্তু সেটা তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। হেইলি ওর ভাইবোনের মতো নয়। ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, গোছানো থাকতে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। কখনও কখনও ওর ঘরটা দেখতে ফার্নিচারের শোরুমের মতো লাগে। ওয়ারড্রোবের সবগুলো ড্রয়ার নিখুঁতভাবে লাগানো, মেঝেতে একটাও কাপড় পড়ে নেই। দেয়ালে চারটা শেলফে সারি সারি করে হেইলির জেতা সবগুলো ট্রফি সাজানো। প্রত্যেকটা ট্রফি একটা আরেকটা থেকে সমান দুরত্বে রাখা। হেইলির সবকিছুতে ব্যালেন্স রাখা নিয়ে প্রচন্ড উৎসাহ। ও হচ্ছে ভালো মেয়ে, উচ্চাকাংখি, সবসময় নিজের হোমওয়ার্ক ঠিক সময়ে করে। ও চায় না কেউ ওকে খারাপ বলুক, আর ওর মধ্যে প্রচন্ড প্রতিযোগী মনোভাব আছে। সবই ভালো। কিন্তু ওর মধ্যে কেমন যেনো একটা শক্ত, 'সবসময় নিয়ম মানতেই হবে' এমন একটা মানসিকতা আছে, যেটা নিয়ে মার্সিয়ার মাঝে মাঝে চিন্তা হয়।

মার্সিয়া মনে করার চেষ্টা করলো হেইলি গতকাল ক'টায় বাড়িতে ফিরেছে। ওকে কখনও সময় বেঁধে দেয়া হয় না, কারণ সত্যি বলতে সেটার কখনও দরকার হয় নি। ও নিজেই সময়মতো ফিরে আসে। মার্সিয়া গতকাল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে। আর ওকে ছাড়া টেড কখনওই বেশিক্ষণ জেগে থাকে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো, প্যাট্রিসিয়াকে ডাকতে যাবে, এমন সময় কি একটা মনে হওয়াতে মার্সিয়া থমকে দাঁড়ালো। ওর ছেলেমেয়েদের বাথরুমে ময়লা পোশাক রাখবার একটা ঝুড়ি থাকে। প্যাট্রিসিয়া আর রায়ান সেটাকে পাত্তাই দেয় না, ওদের কাছে রুমের মেঝেটা ময়লা পোশাক ফেলার আরও অনেক উপযুক্ত জায়গা মনে হয়। কিন্তু হেইলি ওর স্বভাব অনুযায়ী প্রত্যেকদিন রাতে ময়লা পোশাক ভাঁজ করে ঝুড়িতে রাখে। মার্সিয়া দৃঢ় পায়ে হেইলির বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলো।

ভেতরে তাকিয়ে মার্সিয়ার মনে হলো ওর গলার ভেতরে একটা পাথরের টুকরো আটকে আছে।

ঝুড়ির ভেতর কোনো কাপড় নেই।

ও দ্রুত সিংক, টুথব্রাশ আর শাওয়ারের দিকে তাকালো। খটখটে শুকনো।

মার্সিয়া টেডকে ডাকবার সময় ওর গলার পাথরের টুকরো আরেকটু চেপে বসলো। যখন ওরা লা-ক্রস প্র্যাকটিসে যেয়ে শুনতে পেলো হেইলি সেখানেও নেই, পাথরটা যেনো আরেকটু বড় হলো। আরও বড় হয়ে উঠলো যখন হেইলির সব বন্ধুকে ফোন করেও ওর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। আরও বাড়লো যখন পুলিশ টেড আর মার্সিয়ার দুশ্চিন্তাকে পাত্তা দিলো না, বললো ওরা শুধু শুধুই চিন্তা করছে। হেইলি হয়তো রাগ করে নিজেই পালিয়ে গেছে, কয়েকদিন পর এসে পড়বে। আরও বাড়লো যখন কিছুদিন পর এফবিআই'কে ডাকা হলো। আরও বাড়লো যখন এক সপ্তাহ পরও হেইলির কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না।

যেনো বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেছে ও।

এক মাস কেটে গেলো এভাবে। কোনো খবর নেই। তারপর দুই মাস। তাও না। অবশেষে তিন মাস যাবার পর একদিন খবর এলো। যে পাথরটা মার্সিয়ার গলায় বড় হচ্ছিলো, যেটা ওকে রাতে ঘুমাতে দিতো না, সেটা হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

তিন মাস পর

"আপনি কি শপথ করছেন যে আপনি সত্য বলবেন, শুধু সত্য বলবেন, সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবেন না?"

ওয়েন্ডি টাইনস জবাব দিলো হ্যা, তারপর কাঠগড়ায় রাখা চেয়ারটায় যেয়ে বসলো সে। ওর মনে হচ্ছিলো একটা মঞ্চে অভিনয় করছে। সাধারণত এরকম মনে হলে ওর খারাপ লাগে না, কারণ ওর কাজই হচ্ছে একটা টিভি প্রোগ্রাম হোস্ট করা। কিন্তু আজকে কেন যেনো ওর অস্বস্তি লাগছে। সামনে তাকাতেই ড্যান মার্সারের ভিকটিমদের পরিবারগুলোকে বসে থাকতে দেখলো। চারটা সারি জুড়ে। ওরা প্রত্যেকদিনই আসে। শুরুর দিকে ওরা বাচ্চাদের ছবি নিয়ে আসতো। তুলে ধরে রাখতো ছবিগুলো। জাজ পরে হুকুম দিয়েছে এসব বন্ধ করতে। এখন ওরা শুধু চুপ করে বসে থাকে, দেখে। সেটা আরও অস্বস্তিকর।

ওর চেয়ারটা মোটেও আরামদায়ক নয়। ওয়েন্ডি কয়েকবার নিজের বসার অবস্থান বদল করলো, এক পা আরেক পায়ের উপর রাখলো কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

বিখ্যাত ডিফেন্স ল'ইয়ার ফ্লেয়ার হিকরি উঠে দাঁড়ালো। ওয়েন্ডি ভাবছিলো ড্যান মার্সারের কাছে হিকরিকে ভাড়া করার মতো এত টাকা এলো কিভাবে। ফ্লেয়ার নিজের পছন্দের ধূসর সুটটা পরে আছে, গোলাপী স্ট্রাইপওয়ালা। সাথে গোলাপী শার্ট, গোলাপী টাই। লোকটা রঙচঙে জামাকাপড় পছন্দ করে। ও এমনভাবে রুমজুড়ে পায়চারি করছিলো যেটা শেক্সপিয়ার দেখলেও বেশি নাটুকে মনে করতো।

"মিস টাইনস," ফ্লেয়ার একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে শুরু করলো। ও সমকামী, মামলা লড়ার সময় নিজের ভাবভঙ্গি দিয়ে এ জিনিসটা ইচ্ছে করে সবাইকে মনে করিয়ে দেয় সে। "আমার নাম ফ্লেয়ার হিকরি। গুড মর্নিং।"

"গুড মর্নিং," ও জবাব দিলো।

"আপনি *কট ইন দি অ্যাক্ট* নামে একটা লস্ট টাইপের টিভি প্রোগ্রামের হোস্ট, তাই না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"অবজেকশন," আদালতের পক্ষের উকিল লি পোর্টনয় জোড়ালো গলায় আপত্তি জানালো। "এটা একটা টিভি প্রোগ্রাম, সস্তা কি ভালো সেটা অপ্রাসঙ্গিক।"

"আমি কি প্রমাণ দেখাবো, মিঃ পোর্টনয়?" ফ্লেয়ারের মুখের হাসি একটুও মলিন হয় নি।

"সেটার দরকার হবে না," জাজ লোরির গলায় এখনই ক্লান্তির ছাপ। উনি ওয়েন্ডির দিকে ফিরে বললেন : "দয়া করে প্রশ্নটার উত্তর দিন।"

"আমি এখন আর ওই প্রোগ্রামে কাজ করি না।"

ফ্লেয়ার প্রচন্ড অবাক হবার ভান করলো। "না? কেন, আগে তো করতেন?"

"হ্যা।"

"তাহলে ছেড়ে দিলেন কেন?"

"প্রোগ্রামটা বাতিল হয়ে গেছে।"

"তাই? কেন? অতটা হিট ছিলো না?"

"না, সেজন্য নয়।"

"তাহলে কেন?"

পর্টনয় আবার বাধা দিলো। "ইওর অনার, আমরা সবাই জানি কারণটা কি।"

লোরি হাওয়ার্ড মাথা নাড়িয়ে একমত হলেন। "অন্য প্রশ্ন করুন, মিঃ হিকরি।"

"আপনি আমার ক্লায়েন্ট ড্যান মার্সারকে চেনেন?"

"হ্যা।"

"তার বাড়িতে কি আপনি চুরি করে ঢুকেছিলেন?"

ওয়েন্ডি জোর করে ওর চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে রাখলো, ওর মধ্যে যাতে কোনোরকম অপরাধবোধ প্রকাশ না পায়। "না, কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়।"

"ঠিক নয়? আচ্ছা, তাহলে দেখি পুরোপুরি ঠিক কথাটা আমরা বের করতে পারি কিনা, ঠিক আছে?" ফ্লেয়ার আবার পায়চারি শুরু করলো, যেনো ফ্যাশন মডেলিং করছে। কত্তো বড়ো সাহস লোকটার, ভিকটিমদের পরিবারের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসলো। ওরা বেশিরভাগই ফ্লেয়ারের সাথে চোখ মেলালো না, শুধু একজন বাদে। এড গ্রেসন, এক ভিকটিমের বাবা। ও কটমট করে ফ্লেয়ারের দিকে তাকিয়ে রইলো। ফ্লেয়ারকে তেমন চিন্তিত দেখালো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার ক্লায়েন্টের সাথে আপনার প্রথম কথা হলো কিভাবে?"

"ও আমাকে ইন্টারনেটের একটা চ্যাটরুম থেকে খুঁজে বের করেছিলো।"

ফ্লেয়ারের ভ্রু দু'টো যেনো আকাশ ছোঁবার চেষ্টা করলো। "সত্যি?" যেনো এমন আজব কথা জীবনে শোনে নি।

"কি ধরনের চ্যাটরুম, বলবেন কি?"

"বিভিন্ন এলাকার বাচ্চারা লগ-ইন করে আড্ডা মারে এমন একটা চ্যাটরুম।"

"আর আপনি ঐ চ্যাটরুমে ছিলেন?"

"হ্যা।"

"কিন্তু আপনি তো বাচ্চা নন, মিস টাইনস। আমার যদিও মেয়েদের প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই, তাও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি বেশ আকর্ষণীয়া একজন মহিলা।"

"অবজেকশন!"

জাজ হাওয়ার্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "মিঃ ফ্লেয়ার?"

ফ্লেয়ার হেসে হাত জোর করে ক্ষমা চাওয়ার একটা ভঙ্গি করলো। এটা ওর জায়গায় অন্য যে কেউ করলে তাকে জাজ খুন ক'রে ফেলতো। কিন্তু ফ্লেয়ারের নাটকীয়তার সাথে জাজ আগে থেকেই পরিচিত।

"মিস টাইনস, এই চ্যাটরুমটাতে কথা বলার সময় আপনি একটা বাচ্চা মেয়ের ভান করছিলেন, তাই না?"

"হ্যা।"

"তারপর আপনি এমনভাবে কথা বলেন যাতে পুরুষরা আপনার সাথে যৌনসঙ্গমে আগ্রহী হয়, তাই না?"

"না।"

"তাহলে?"

"আমি সবসময় অপেক্ষা করতাম ওরা কখন প্রথম এ কথাটা বলবে।"

ফ্লেয়ার করুণ মুখ করে চুক চুক শব্দ করলো। "এ কথাটা যে আমি কতোবার বেশ্যাদের মুখে শুনেছি..."

আদালতে একটা চাপা হাসির ঢেউ উঠলো।

জাজ বললেন : "আমাদের কাছে ওই চ্যাটগুলো প্রিন্ট করা আছে, মিস্টার হিকরি। সেগুলো আমরা নিজেরা শুনেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবো।"

"একদম ঠিক, ইওর অনার। ধন্যবাদ আপনাকে।"

ওয়েন্ডির একবার মনে হলো ড্যান মার্সার আজকে আসে নি কেন, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপরই ওর মনে পড়লো, এটা একটা প্রামাণিক বিচার প্রক্রিয়া, এখানে আসামীর উপস্থিত থাকাটা বাধ্যতামূলক নয়। ফ্লেয়ার হিকরি চেষ্টা করছিলো ড্যান মার্সারের কম্পিউটার আর সারা বাড়ি জুড়ে পুলিশ যেসব অসুস্থ, কুরুচিপূর্ণ ছবি খুঁজে পেয়েছে সেগুলো যাতে জাজ ফেলে দিতে অর্ডার করে। যদিও এটা আসলেই করতে পারে, যদিও সবাই বলছিলো এটা প্রায় অসম্ভব, তাহলে ড্যান মার্সারের কেস গায়েব হয়ে যাবে আর একটা ভয়ংকর পশু আবার মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

"আচ্ছা বলুন তো," ফ্লেয়ার পাক খেয়ে ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। "আপনি বুঝলেন কিভাবে, যার সাথে আপনি চ্যাট করছেন সে ড্যান মার্সারই, আর কেউ নয়?"

"প্রথম প্রথম বুঝতে পারি নি।"

"আচ্ছা? তাহলে তখন কি বুঝছিলেন?"

"আমি কোনো নাম জানতাম না। শুধু এটা জানতাম, এই লোকটা নাবালিকা মেয়েদের সাথে যৌনসঙ্গমের চেষ্টা করছে।"

"সেটা আপনি কিভাবে বুঝলেন?"

"জি?"

ফ্লেয়ার ইচ্ছা করে থেমে থেমে আবার বললো : "...নাবালিকা মেয়েদের সাথে যৌনসঙ্গম করতে চাচ্ছে, আপনি যেমন বললেন। আপনি কিভাবে বুঝলেন আপনার সাথে যার কথা হচ্ছিলো সে কি চায়?"

"জাজ তো বললেনই, মিঃ হিকরি। প্রিন্ট কপিগুলো পড়ুন।"

"ওহ্, সে তো আমি পড়েছিই। পড়ে আমার কি মনে হয়েছে জানেন?"

এ কথায় লি পর্টনয় আবার লাফিয়ে উঠলো। "অবজেকশন। মিঃ হিকরির কি মনে হয়েছে সেটা জেনে আমাদের কি লাভ? উনি তো এখানে সাক্ষ্য দিচ্ছেন না।"

"সাসটেইনড।"

ফ্লেয়ার নিজের টেবিলের কাছে ফিরে এসে কয়েকটা নোটে কি যেনো চেক করলো। ওয়েন্ডি আবার তাকালো গ্যালারির দিকে। ওদের দেখলে মনের জোর ফিরে আসে। এই মানুষগুলোকে প্রচন্ড দুঃখ আর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। ওয়েন্ডি ওদেরকে ন্যায়বিচার দিতে চেষ্টা করছে। কেউ বুঝতে পারে, এগুলো শুধু বড় বড় কথা, বা এটাই ওয়েন্ডির চাকরি, ও মহান কিছু করছে না। কিন্তু ওর কাছে এ জিনিসটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এড গ্রেসনের চোখে ও কিছু একটা দেখতে পেলো যেটা ওর তেমন পছন্দ হলো না। *রাগ?* নাকি চ্যালেঞ্জ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফ্লেয়ার নিজের কাগজপত্র নামিয়ে রাখলো। "ঠিক আছে, তাহলে আমি আপনাকে প্রশ্নটা অন্যভাবে করছি, মিস টাইনস। যদি সুস্থ মস্তিষ্কের, যুক্তিসঙ্গত একজন মানুষ আপনাদের চ্যাটগুলো পড়ে, তাহলে তার কি মনে হবে? যে একজন আকর্ষণীয়া ত্রিশোর্ধ সাংবাদিক এই কথাগুলো লিখেছে–নাকি ১৩ বছরের কোনো কিশোরী?"

"অবজেকশন!"

ওয়েন্ডি একবার নিজের মুখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেললো।

জাজ হাওয়ার্ড বললেন : "দয়া করে প্রশ্নের জবাব দিন।"

"আমি একজন ১৩ বছর বয়সী মেয়ের অভিনয় করছিলাম।"

"আহ্," ফ্লেয়ার বললো, ওর মুখে হাসি।

"মিঃ হিকরি..." জাজ আবার সাবধান করলো ওকে।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ইওর অনার। মিস টাইনস, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, আমি যদি শুধু ওই চ্যাটগুলো পড়ি তাহলে তো আমার এটা মনে করাটাই স্বাভাবিক, আপনি আসলেই একজন ১৩ বছরের কিশোরী, তাই না? আমার তো এটা জানার কথা নয়, আপনি অভিনয় করছিলেন।"

লি পোর্টনয় বাতাসে হাত ছুঁড়লো। "এখানে আসলে প্রশ্নটা কি?"

"প্রশ্নটা হচ্ছে, চ্যাটে ওই কথাগুলো কি আসলেই কোনো ১৩ বছরের মেয়ে লিখেছে?"

"এটার উত্তর আগেই দেয়া হয়েছে।"

ফ্লেয়ার জবাব দিলো : "শুধু হ্যা বা না বললেই হবে। ওই চ্যাট মেসেজগুলো কি কোনো ১৩ বছরের মেয়ে লিখেছে না লেখে নি?"

জাজ ওয়েন্ডির দিকে মাথা নাড়িয়ে ওকে উত্তর দিতে বললেন।

"না।" ওয়েন্ডি বললো।

"তাহলে তো আমরা এটাও বলতে পারি, আপনার সাথে যার চ্যাটিং হচ্ছিলো সেও ভান করছিলো সে এমন একজন মানুষ যে নাবালিকাদের সাথে যৌনসঙ্গম করতে চায়। এমনও তো হতে পারতো, আপনার সাথে যার কথা হচ্ছিলো সে আসলে কোনো পুরুষই নয়, বরং একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা, যে ইন্টারনেটে ফাজলামি করতে পছন্দ করে। পারতো না?"

"অবজেকশন!"

ওয়েন্ডি ফ্লেয়ারের চোখে চোখ রেখে বললো : "কোনো রসিক মধ্যবয়স্কা মহিলা সেদিন রাতে বাচ্চাটার বাসায় সেক্স করার জন্য আসে নি।"

কিন্তু ফ্লেয়ার সেটাকে পাত্তাই দিলো না। "কোন্ বাসা, মিস টাইনস? যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসায় আপনি ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছিলেন? সেখানে কি আসলে কোনো বাচ্চা মেয়ে থাকে?"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না।

"দয়া করে প্রশ্নের উত্তর দিন," জাজ বললো।

"না।"

"কিন্তু আপনি তো সেখানে ছিলেন, তাই না? হয়তো যার সাথে আপনার চ্যাটে কথা হতো–আর আমাদের মনে রাখা উচিত, সেটা আসলে কে সে ব্যাপারে আমরা এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নই–সে হয়তো আপনার 'খবরের'–" ফ্লেয়ার 'খবর' শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেনো তেতো কিছু খেয়ে ফেলেছে সে– "প্রোগ্রামটা দেখবার পর ঠিক করেছিলো আমিও যদি এই খেলাটা চালিয়ে যাই তাহলে হয়তো আমার সাথে একজন আকর্ষণীয়া টেলিভিশন ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা হবে। এমন হতে পারে না?"

পর্টনয় দাঁড়িয়ে পড়লো। "অবজেকশন, ইওর অনার। এসবের সত্যতা সম্মানিত জুরিরা যাচাই করবে।"

"সেটা ঠিক আছে," ফ্লেয়ার একমত হলো। "আমরা বলতে পারি এখানে ইচ্ছে করে আমার ক্লায়েন্টকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।" ও আবার ওয়েন্ডির দিকে ঘুরলো। "আমরা সেই ১৭ই জানুয়ারির রাতে ফিরে আসি, কেমন? ফাঁদ পাতা বাসায় যখন আপনি আমার ক্লায়েন্টের মুখোমুখি হলেন তারপর কি হলো?"

ওয়েন্ডি অপেক্ষা করলো কখন পর্টনয় 'ফাঁদ পাতা' কথাটার বিরুদ্ধে অবজেকশন জানাবে সেটার জন্য, কিন্তু সে চুপ করে বসেই রইলো। "আপনার ক্লায়েন্ট পালিয়ে গিয়েছিলো।"

"আপনি যখন আপনার ক্যামেরা, লাইট, মাইক্রোফোন এসব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তারপর?"

ওয়েন্ডি আবার কিছুক্ষণ অবজেকশনের জন্য অপেক্ষা করার পর জবাব দিলো, "হ্যা।"

"আচ্ছা মিস টাইনস, এর আগে আপনার প্রোগ্রামে আপনি যেসব মানুষকে ফাঁদে ফেলেছেন, তারাও কি এভাবে পালিয়ে গিয়েছিলো?"

"না। তারা বেশিরভাগই কথা বলেছে, অজুহাত দেবার চেষ্টা করেছে।"

"আর এদের মধ্যে বেশিরভাগ কি আসলেই অপরাধী ছিলো?"

"হ্যা।"

"কিন্তু আমার ক্লায়েন্টের সাথে ওদের আচার-আচরণ মেলে নি, তাই না? ইন্টারেস্টিং।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"অবজেকশন," পর্টনয় আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। "এসব মিঃ হিকরির কাছে ইন্টারেস্টিং হতে পারে কিন্তু আমাদের তো এগুলো শুনে কোনো লাভ হচ্ছে না।"

"আচ্ছা বেশ, আমি আগের কথাটা প্রত্যাহার করলাম," ফ্লেয়ার আবার পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। "শান্ত হন, কাউন্সেলর। এখানে কোনো জুরি উপস্থিত নেই। আপনার কি মনে হয় না, আমাকে থামাতে হলে জাজের নিজেরই সেটা অর্ডার করার ক্ষমতা আছে?" ও শার্টের একটা কাফলিংক ঠিক করলো। "তো, মিস টাইনস। আপনারা ক্যামেরা, লাইট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার পর আমার ক্লায়েন্ট পালিয়ে যায়, এটাই তো বলছেন আপনি, ঠিক?"

"ঠিক।"

"তারপর আপনি কি করলেন?"

"আমি আমার প্রডিউসারদের বললাম ওর পিছে পিছে যেতে।"

ফ্লেয়ার আবার আশ্চর্য হবার ভান করলো। "আপনার প্রডিউসাররা কি পুলিশ অফিসার, মিস টাইনস?"

"না। ওরা সাধারণ মানুষ।"

"আপনার কি ধারণা পুলিশকে না ডেকে সাধারণ মানুষের সন্দেহভাজন অপরাধীদের ধাওয়া করা উচিত?"

"আমাদের সাথে একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন।"

"প্লিজ," ফ্লেয়ার উড়িয়ে দিলো ওর কথাটা। "আপনার প্রোগ্রাম সস্তা, কুরুচিপূর্ণ বিনোদন ছাড়া আর কিছুই নয়–"

ওয়েন্ডি ওকে বাধা দিলো। "আপনার আর আমার কিন্তু আগেও দেখা হয়েছে, মিঃ হিকরি।"

এটায় ফ্লেয়ার একটু হোঁচট খেলো। "তাই নাকি? কবে?"

"যখন আমি *অ্যা কারেন্ট অ্যাফেয়ার* প্রোগ্রামটার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার ছিলাম। আপনাকে আমরা রবার্ট ব্রুকসের খুনের মামলায় একজন উপদেষ্টা হিসাবে ডেকেছিলাম।"

ফ্লেয়ার গ্যালারির দিকে ফিরে নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো। "তাহলে ভাই ও বোনেরা, এটা প্রমাণ হয়ে গেলো, আমি মিডিয়াতে আসার জন্য যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।"

আবার একটা হাসির ঢেউ।

"তারপরেও, মিস টাইনস, আপনি কি কোর্টকে বলতে চাচ্ছেন, পেশাদার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন আইনজীবি, একজন পুলিশ অফিসার আপনার এই নোংরা প্রোগ্রামকে সাহায্য করতে রাজি ছিলেন?"

"অবজেকশন।"

"ওভাররুলড।"

"কিন্তু, ইওর অনার–"

"ওভাররুলড, মিঃ পর্টনয়। বসে পড়ুন।"

ওয়েন্ডি বললো, "আমাদের প্রোগ্রামের সাথে পুলিশ এবং বিচার বিভাগের যোগাযোগ আছে। আমরা আইনের পক্ষে থাকবার সবরকম চেষ্টা করি।"

"আচ্ছা। আপনি তাহলে বিচার বিভাগের হয়ে কাজ করছিলেন?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"ঠিক করে বলুন, মিস টাইনস। আপনাদের এই ফাঁদটার ব্যাপারে কি বিচার বিভাগ জানতো?"

"না।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি ১৭ই জানুয়ারিতে আমার ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করবার আগে পুলিশ বা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসকে জানিয়েছিলেন?"

"হ্যা, আমরা অ্যাটর্নির অফিসকে জানিয়েছিলাম।"

"চমৎকার। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনি বলছিলেন, আপনার প্রডিউসাররা আমার ক্লায়েন্টকে ধাওয়া করছিলো, তাই না?"

"না, উনি কথাটা এভাবে বলেন নি," পর্টনয় বললো। "উনি বলেছিলেন 'পিছু পিছু যেতে।' "

ফ্লেয়ার প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে পর্টনয়ের দিকে তাকালো। "আচ্ছা, বেশ, যাই হোক–ধাওয়া, পিছু পিছু যাওয়া, এসবের পার্থক্য নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। যখন আমার ক্লায়েন্ট পালিয়ে গেলেন, মিস টাইনস, তারপর আপনি কি করলেন?"

"ওর বাড়ির সামনে যেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।"

"কেন?"

"আমি ভেবেছিলাম এক সময় না এক সময় তো ড্যান মার্সারকে সেখানে ফিরে আসতেই হবে।"

"তো আপনি সেখানে, উনার বাড়িতে উনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?"

"হ্যা।"

"আপনি কি উনার বাসার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন?"

ওয়েন্ডির অস্বস্তিটা ফিরে এলো আবার। এতক্ষণে ফ্লেয়ার আসল কথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছে। ও আবার ভিকটিমদের দিকে তাকালো, এড গ্রেসনের চোখে চোখ মেলালো। গ্রেসনের নয় বছর বয়সী ছেলে মার্সারের প্রথম শিকারদের একজন। ওয়েন্ডি জবাব দেবার সময় নিজের ওপর গ্রেসনের তীব্র দৃষ্টি অনুভব করলো। "আমি একটা আলো জ্বলতে দেখেছিলাম।"

"ড্যান মার্সারের বাড়িতে?"

"হ্যা।"

"কি অদ্ভুত," ফ্লেয়ার বললো, ওর গলায় স্পষ্ট বিদ্রুপ। "আমি আমার জীবনে কখনও শুনি নি, কেউ বাইরে বের হবার আগে বাড়ির লাইট জ্বালিয়ে গিয়েছে।"

"অবজেকশন!"

জাজ হাওয়ার্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "মিঃ হিকরি।"

ফ্লেয়ার ওয়েন্ডির ওপর থেকে চোখ সরায় নি। "তারপর আপনি কি করলেন, মিস টাইনস?"

"আমি দরজায় নক করলাম।"

"আমার ক্লায়েন্ট কি কোনো জবাব দিয়েছিলেন?"

"না।"

"কেউ কি জবাব দিয়েছিলো?"

"না।"

"এরপর আপনি কি করলেন?"

ওয়েন্ডি উত্তরটা দেবার সময় নিজেকে শান্ত, ঠান্ডা রাখবার চেষ্টা করলো। "আমার মনে হয়েছিলো, আমি জানালা দিয়ে ভেতরে কাউকে দেখেছি।"

"আপনার মনে হয়েছে, আপনি কাউকে দেখেছেন," ফ্লেয়ার পুণরাবৃত্তি করলো। "এর চেয়ে অস্পষ্ট করে বলা যায় না কথাটা?"

"অবজেকশন!"

"উইথড্র করলাম। তারপর কি করলেন?"

"দরজাটা খুলবার চেষ্টা করলাম। তালা লাগানো ছিলো না।"

"আসলেই? কেন করলেন এই কাজটা?"

"আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো।"

"কি নিয়ে?"

"আগে এরকম দেখা গেছে, ধরা পড়বার পর যৌনঅপরাধীরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।"

"সত্যি? আপনি ভেবেছিলেন আমার ক্লায়েন্ট আত্মহত্যা করতে পারেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা।"

ফ্লেয়ার বুকের কাছে হাত নিয়ে এলো। "আপনার করুণা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেলো।"

"ইওর অনার!" পর্টনয় চেঁচিয়ে উঠলো।

ফ্লেয়ার আবার হাত নেড়ে ওকে উড়িয়ে দিলো। "তো আপনি আমার ক্লায়েন্টের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলেন?"

"যদি আত্মহত্যার ব্যাপারটা ঠিক হতো তাহলে অবশ্যই আমি ওর জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করতাম।"

"আপনার প্রোগ্রামে যাদের ফাঁদে ফেলা হয়, আপনি তাদেরকে টিভিতে 'অসুস্থ,' 'পশু,' 'দানব,' 'বিকৃত' এমন অনেক নামে ডেকেছেন, তাই না?"

"হ্যা।"

"কিন্তু আপনি আজকে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আমার ক্লায়েন্টকে বাঁচাবার জন্যে আপনি অনুমতি ছাড়া তার বাসায় ঢুকতে রাজি আছেন–সোজা কথায়, আইন ভাঙতে রাজি আছেন।"

"হ্যা, বলতে পারেন।"

ফ্লেয়ারের গলা থেকে আবার একরাশ বিদ্রুপ ঝরে পড়লো। "আপনি সত্যি মহৎ।"

"অবজেকশন!"

"আমি মহৎ হবার চেষ্টা করছিলাম না," ওয়েন্ডি বললো। "আমি চাই এ ধরনের মানুষকে আইনের হাতে তুলে দিতে। আত্মহত্যা করলে ওদের প্রাপ্য শাস্তি ওরা পাবে না।"

"আচ্ছা। তো আমার ক্লায়েন্টের বাসায় ঢুকবার পর আপনি কি দেখলেন?"

"কিছুই না।"

"আমার ক্লায়েন্ট আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছিলেন না?"

"সে ওখানে ছিলোই না।"

"ভেতরে কি আদৌ কেউ ছিলো?"

"না।"

"আর বাইরে থেকে যাকে দেখেছিলেন?"

"জানি না তার কি হলো।"

ফ্লেয়ার মাথা ঝাঁকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো। "আপনি বলেছেন আমার ক্লায়েন্ট দৌড় দেবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি তার পিছু নেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার কি মনে হয়, এর মধ্যে তার বাসায় এসে আত্মহত্যা করবার মতো সময় ছিলো?"

"ও আমাদের আগে ছোটা শুরু করেছিলো, তাছাড়া নিজের বাসায় পৌছাবার সবচেয়ে দ্রুত রাস্তা নিশ্চয়ই তার জানা ছিলো। হ্যা, আমার ধারণা আত্মহত্যা করার মতো যথেষ্ট সময় ছিলো তার হাতে।"

"বেশ। কিন্তু আপনার ধারণা তো ভুল ছিলো, তাই না?"

"কিসের ব্যাপারে?"

"আমার ক্লায়েন্ট তো সরাসরি বাসায় যান নি, তাই না?"

"না, যায় নি।"

"কিন্তু আপনি তো ঠিকই মিঃ মার্সারের বাসায় ঢুকেছিলেন, পুলিশ আসার আগেই। ঠিক না?"

"খুব সামান্য সময় আগে।"

"খুব সামান্য সময়টা কতোক্ষণ?"

"আমার মনে নেই।"

"আচ্ছা। আপনি তো সবগুলো রুম চেক করেছিলেন, তাই না? মিঃ মার্সার কোনো রুমের সিলিং থেকে ঝুলছে নাকি সেটা দেখবার জন্যে?"

"আমি শুধু ওই রুমটাতেই গিয়েছি যেটাতে আলো জ্বলছিলো। কিচেনে।"

"তার মানে আপনার একবার হলেও লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আচ্ছা মিস টাইনস, আপনি যখন দেখলেন আমার ক্লায়েন্ট বাড়িতে নেই তারপর আপনি কি করলেন?"

"আমি বাসার বাইরে যেয়ে অপেক্ষা করছিলাম।"

"কিসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?"

"পুলিশের জন্য।"

"ওরা এসেছিলো?"

"হ্যা।"

"আর ওদের কাছে আমার ক্লায়েন্টের বাসা সার্চ করার ওয়ারেন্ট ছিলো, তাই না?"

"হ্যা।"

"আমরা এখন জানি আপনি মহৎ উদ্দেশ্যেই আমার ক্লায়েন্টের বাসায় বেআইনিভাবে ঢুকেছিলেন, কিন্তু আপনার ভেতরে ছোট্ট কোনো অংশ কি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিলো, আমার ক্লায়েন্টের বাসায় কিছু পাওয়া না গেলে আপনার ফাঁদটা ভেস্তে যেতে পারে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না।"

"১৭ই জানুয়ারির সেই প্রোগ্রামের পর তো আপনি আমার ক্লায়েন্টের অতীতের ওপর তদন্ত চালিয়েছেন। সেদিন রাতে যা পাওয়া গেছে সেগুলো ছাড়া কি তার জীবনে কোনোরকম অপরাধের প্রমাণ আছে?"

"এখনও পর্যন্ত না।"

"আচ্ছা। আমি আপনার উত্তরটা 'না' বলেই ধরে নিচ্ছি," ফ্লেয়ার বললো। "সোজা কথায়, সেদিন পুলিশ যা পেয়েছে সেসব বাদে আমার ক্লায়েন্ট যে বেআইনি কিছু করছে তার তো কোনো প্রমাণ নেই, তাই না?"

"সেদিন ওই বাড়িটায় ও ঠিকই এসেছিলো।"

"ফাঁদ পাতা বাড়ি যেটার ভেতরে আসলে কোনো বাচ্চা মেয়ে ছিলোই না। আসলে, মিস টাইনস, এই কেসটা আর আপনার সুনাম দাঁড়িয়ে আছে সেদিন সন্ধ্যায় আমার ক্লায়েন্টের বাসায় কি পাওয়া গেছে সেটার ওপর। তার মানে সেদিন ড্যান মার্সারের বাড়িতে আপনার জাল প্রমাণ লুকিয়ে রাখার যথেষ্ট কারণ ছিলো।"

লি পর্টনয় এ কথাটার জন্যে তৈরি ছিলো। "ইওর অনার, এসব কি হচ্ছে? এই তর্কটা জুরিদের জন্যে, আজকের কোর্টের জন্যে নয়।"

"মিস টাইনস স্বীকার করেছেন উনি ওয়ারেন্ট ছাড়াই ওই বাড়িতে ঢুকেছিলেন," ফ্লেয়ার বললো।

"বেশ," পর্টনয় বললো। "তাহলে ওনার নামে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশের মামলা করুন, যদি আপনার কাছে প্রমাণ থেকে থাকে। আর মিঃ হিকরি যদি রসিক মহিলা বা জাল প্রমাণের হাস্যকর গল্প শোনাতে চান, সেটা শোনানোর তার অধিকার আছে, যেমন আমার আছে এসব গল্প কতটা হাস্যকর তা প্রমাণ করার। এসব করার জন্যেই আদালত আছে, বিচার বিভাগ আছে। কিন্তু মিস টাইনস একজন সাধারণ নাগরিক, পুলিশ অফিসার নন। কোর্টে একজন পুলিশ অফিসারকে যেভাবে গ্রহণ করা হবে, উনাকে সেভাবে হবে না। আপনি সেদিন রাতের প্রমাণগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন না, ইওর অনার। সেগুলো একটা আইনানুগ ওয়ারেন্টের মাধ্যমে বাসা সার্চ করবার সময়ই পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকটা কুরুচিপূর্ণ ছবি পাওয়া গেছে গ্যারেজে, আর একটা বুকশেলফের পেছনে–মিস টাইনস যে সামান্য সময়ের জন্যে ভেতরে ছিলেন তার মধ্যে এসব জায়গায় ছবি লুকানো সম্ভব নয়।"

ফ্লেয়ার মাথা নাড়লো। "ওয়েন্ডি টাইনসের ওই বাড়িতে ঢুকবার কারণগুলো এখনও অনেক অস্পষ্ট। লাইট জ্বলছিলো ভেতরে? কেউ নড়াচড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছিলো? তাছাড়া উনার সেখানে জাল প্রমাণ লুকানোর শক্ত একটা কারণও ছিলো, উনি জানতেন ড্যান মার্সারের বাড়ি একটু পরেই সার্চ করা হবে। এই ছবিগুলোকে কিছুতেই প্রমাণ হিসাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত হবে না।"

"ওয়েন্ডি টাইনস একজন সাধারণ নাগরিক।"

"তার মানে এই না যে উনি নির্দোষ। উনি সহজেই ওই ল্যাপটপটা আর ছবিগুলো বাড়িটার ভেতরে লুকিয়ে রাখার সুযোগ পেয়েছেন।"

"এই তর্কটা আপনি জুরির সামনে করতে পারেন।"

"ইওর অনার, যে জিনিসগুলো সেদিন পাওয়া গেছে সেগুলো প্রচন্ড রকমের পক্ষপাতদুষ্ট। মিস টাইনস নিজেই স্বাক্ষ্য দিয়েছেন উনি এখানে শুধু একজন সাধারণ নাগরিক নন। আমি উনাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি অ্যাটর্নির অফিসের ব্যাপারে। উনি নিজেই বলেছেন উনি অ্যাটর্নির অফিসের একজন এজেন্টস্বরুপ।"

এ কথায় লি পর্টনয়ের চেহারা লাল হয়ে গেলো। "এটা একটা অবান্তর অভিযোগ, ইওর অনার। যেসব সাংবাদিক অপরাধ নিয়ে রিপোর্ট লিখছে তারা সবাই কি আইনের অফিসার?"

"ওয়েন্ডি টাইনস নিজেই বলেছেন, অ্যাটর্নির অফিসের সাথে উনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো।"

"তার মানে এই নয়, উনি নিজে একজন অফিসার।"

"একই কথা। মিস্টার পর্টনয়ও সেটা জানেন। ওয়েন্ডি টাইনসকে ছাড়া যে আমার ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে কোনো কেস নেই সেটাও উনি জানেন। এই পুরো কেসটা–যেসব অপরাধের জন্য আমার ক্লায়েন্টকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে–এসেছে মিস টাইনসের পাতা ফাঁদ থেকে। উনি না থাকলে কোনো ওয়ারেন্টও ইস্যু করা হতো না।"

পর্টনয় নিজের টেবিল থেকে এগিয়ে এলো। "ইওর অনার, মিস টাইনস হয়তো প্রথম আমাদের কাছে কেসটা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এভাবে দেখলে তো যারা আদালতের কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে তারা সবাই বিচার বিভাগের এজেন্ট–"

"যথেষ্ট হয়েছে," জাজ হাওয়ার্ড বললেন। উনি হাতুড়ি ঠুকে উঠে দাঁড়ালেন। "কালকের মধ্যে আমি আমার রায় জানিয়ে দেবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

"আহ্," করিডোরে দাঁড়িয়ে পর্টনয়কে বললো ওয়েন্ডি। "এমন ভয়ংকর খারাপ হবে ব্যাপারটা ভাবতেই পারি নি।"

"চিন্তা কোরো না, জাজ প্রমাণগুলো ফেলে দেবে না।"

ওয়েন্ডির সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো।

"একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে।"

"কিভাবে?"

"এই কেসটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। চাইলেই এ কেসের প্রমাণ বাতিল করা যাবে না," বিপক্ষের উকিলের দিকে একটা অস্পষ্ট ইশারা করতে করতে পর্টনয় বললো। "মাঝখান দিয়ে ফ্লেয়ার নিজের স্ট্র্যাটেজিটা ফাঁস করে দিলো।"

ওদের একটু সামনে ড্যান মার্সারের এক্স-ওয়াইফ জেনা হুইলার অন্য আরেকটা টিভি চ্যানেলের রিপোর্টারের সাথে কথা বলছিলো। অনেকগুলো প্রমাণ প্রকাশিত হবার পরও জেনা সবসময় ড্যানের পক্ষে ছিলো। ও বারবার বলেছে, এই মামলাটা ভুয়া, ড্যান এমন হতেই পারে না। ওয়েন্ডির কাছে ওর জেদটা একদিক দিয়ে ভালো লাগলেও অন্যদিক দিয়ে বোকামি মনে হয়েছে। শহরের মানুষ জেনাকে প্রায় একঘরে করে দিয়েছে।

আরও সামনে বেশ কয়েকজন রিপোর্টার ফ্লেয়ার হিকরিকে ঘিরে ধরেছে। ওরা ফ্লেয়ারের বিশাল ভক্ত। ও যখন ওয়েন্ডির সাথে আগে কাজ করেছে তখন ওয়েন্ডিও ছিলো। লোকটা নাটকীয়তাকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখন বিপক্ষে যাবার পর ও বুঝতে পারছে, ফ্লেয়ার হিকরির নাটকীয়তা ওর শত্রুদের জন্যে কতো ভয়ংকর হতে পারে।

ওয়েন্ডি ভ্রু কুঁচকালো। "ফ্লেয়ার হিকরিকে আমার কোনো দিক দিয়েই এতো কাঁচা খেলোয়াড় মনে হয় না।"

ফ্লেয়ারকে ঘিরে রাখা সাংবাদিকের পাল ওর কোনো একটা কথায় হেসে উঠলো হা-হা করে। কয়েকজনের পিঠ চাপড়ে হাটা ধরলো ফ্লেয়ার।

"এহ্ হে!" ওয়েন্ডি বললো।

"কি?"

ওয়েন্ডি নিজের থুতনি উঁচু করে একটা ইশারা করলো। পর্টনয় সেদিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকাতে দেখতে পেলো এড গ্রেসন ফ্লেয়ারের কাছে এগিয়ে এসেছে। গ্রেসন বেশ বড়সড় মানুষ। চুল ছোট করে ছাটা। ও ফ্লেয়ারের চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে ক্রমশ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু ফ্লেয়ারেরও সাহস আছে বলতে হবে। ও এক ইঞ্চিও নড়লো না।

পর্টনয় ওদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলো। "মিঃ গ্রেসন?"

ওরা একজন আরেকজনের থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পর্টনয়ের গলা শুনে ওর দিকে ফিরে তাকালো গ্রেসন।

"সবকিছু ঠিক আছে তো?" জিজ্ঞেস করলো পর্টনয়।

"হ্যা," গ্রেসন বললো।

"মিঃ হিকরি?"

"চমৎকার, কাউন্সেলর। আমরা গল্প করছিলাম।"

গ্রেসনের চোখ ওয়েন্ডির দিকে ফিরলে ওয়েন্ডির বুকের ভেতর আবার মোচড় দিয়ে উঠলো।

হিকরি বললো : "ঠিক আছে মিঃ গ্রেসন, পরে কথা হবে..."

গ্রেসন কিছু বললো না। হিকরি ঘুরে চলে গেলো। পর্টনয় আর ওয়েন্ডির দিকে এগিয়ে এলো গ্রেসন।

"আপনার জন্যে কি আমরা কিছু করতে পারি?" পর্টনয় জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"আমি কি জানতে পারি আপনি মিঃ হিকরির সাথে কি নিয়ে কথা বলছিলেন?"

"না, পারেন না," ওয়েন্ডির দিকে ঘুরলো গ্রেসন। "তোমার কি মনে হয়, জাজ তোমার গল্প বিশ্বাস করেছে?"

"ওটা কোনো গল্প ছিলো না," ওয়েন্ডি বললো।

"কিন্তু সত্যি কথাও তো ছিলো না, তাই না?"

এড গ্রেসন ঘুরে চলে গেলো।

ওয়েন্ডি বললো : "কি বলতে চায় ও?"

"কে জানে," পর্টনয় বললো। "ওকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। ফ্লেয়ারকে নিয়েও না। ও ভালো উকিল, কিন্তু এই কেসটা ও জিততে পারবে না। বাসায় যাও, একটা ড্রিংক খাও, দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে।"

ওয়েন্ডি বাসায় গেলো না। তার বদলে গেলো নিউ জার্সির সিরাকুসে, যেখানে ওর টিভি চ্যানেলের স্টুডিও আছে। জায়গাটা মরা, স্যাঁতসেঁতে। আশেপাশে সবসময়ই নতুন বিল্ডিং বানানোর কাজ চলছে। ও নিজের ই-মেইল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেক করে দেখলো ওর বস এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার ভিক গ্যারেট ওকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিটা বোধহয় ভিকের জীবনে লেখা সবচেয়ে লম্বা ই-মেইল। ওটাতে লেখা আছে : "এখনই আমার সাথে দেখা করো।"

দুপুর ৩ :৩০-এর মতো বাজে। ওর ছেলে চার্লির এতক্ষণে স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আসার কথা। ছেলের মোবাইলে ফোন করলো, কারণ ও কক্ষনো বাসার ফোন ধরে না। চার নম্বর রিংটা হবার পর চার্লি ফোন ধরে বললো : "কি?"

"তুমি কি বাসায়?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

"কি করো?"

"কিছু না।"

"তোমার হোমওয়ার্ক নেই?"

"আছে, বেশি না।"

"শেষ করেছো?"

"এখনও করি নি।"

"এখন করতে সমস্যা কি?"

"বেশি হোমওয়ার্ক নেই। করতে খুব বেশি হলে ১০ মিনিট লাগবে।"

"যদি বেশি না হয় তাহলে এখনই করে ফেলো।"

"পরে করবো।"

"কেন, এখন কি করছো?"

"কিছু না।"

"কিছু যখন করছো না তাহলে হোমওয়ার্ক করতে অসুবিধা কি?"

এই আলোচনাটা চার্লির সাথে ওয়েন্ডির প্রায় প্রত্যেকদিন হয়। শেষমেষ চার্লি বললো যে ও 'একটু পরেই' হোমওয়ার্কটা শেষ করবে। যেটার অর্থ হচ্ছে, 'আমি যদি বলি একটু পরে তাহলে হয়তো তুমি ঘ্যানঘ্যান করা বন্ধ করবে।'

"আমি সাতটার মধ্যে বাসায় চলে আসবো," ওয়েন্ডি বললো। "তুমি কি রাতে চাইনিজ খেতে চাও?"

"ব্যাম্বু হাউস," জবাব এলো। এটা একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টের নাম।

"ঠিক আছে। জার্সিকে এক ঘন্টার মধ্যে খাবার দিয়ে দিও।" জার্সি ওদের কুকুরের নাম।

"ঠিক আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভুলে যেও না কিন্তু ।"

"আচ্ছা ।"

"আর তোমার হোমওয়ার্ক?"

"বাই ।"

ক্লিক ।

ও একটা লম্বা দম নিলো । চার্লির বয়স এখন ১৭, আর ওকে সামলানো দিন দিন আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে । ও কিছুদিন পর হাইস্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হবে । ও আর ওয়েন্ডি মিলে একটা কলেজ পছন্দও করেছে কিন্তু সেটা পেনসিলভেনিয়াতে, ওদের বাসা থেকে অনেক দূরে । চার্লিকে সেখানের হোস্টেলে থাকতে হবে । অন্য অনেক তরুণের মতোই চার্লি নিজের জীবনে এতো বড় একটা পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে নার্ভাস আর ভীত । কিন্তু ওর চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে ওর মা । চার্লি, ওর সোনার টুকরো, প্রাণপ্রিয় জেদি বাচ্চাটা ছাড়া ওর জীবনে আর কিছু নেই । ওরা দু'জন একলা থাকে প্রায় বারো বছর ধরে । সময়টা দেখতে দেখতেই যেনো কেটে গেছে । বাচ্চা থাকলে সময় কিভাবে উড়ে যায় বোঝাই যায় না । ওয়েন্ডির এটা মানতে কষ্ট হচ্ছিলো, চার্লি আর ওর সাথে থাকবে না । ওর দিকে তাকালে ভালোবাসার দমকে এখনও ওয়েন্ডির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ।

হে ঈশ্বর, ও যাতে আর বড় না হয় । ও যাতে আর একদিনও বড় না হয়, যাতে আমি ওকে চিরদিন আমার সাথে রাখতে পারি ।

কারণ চার্লি চলে গেলে ও পুরোপুরি একা হয়ে যাবে ।

ওর কম্পিউটার স্ক্রিনে আরেকটা ই-মেইল উঁকি দিলো । ভিক গ্যারেট, আবার ।

"আমার আগের মেইলটা কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? আমি এখনই তোমাকে দেখতে চাই ।"

ওয়েন্ডি দ্রুত টাইপ করলো : "আসছি ।" তারপর মেইলটা পাঠিয়ে দিলো ।

যেহেতু ভিক ওয়েন্ডির রুম থেকে একটু সামনেই বসে তাই এই মেইল চালাচালির কোনো অর্থ ও খুঁজে পেলো না । কিছু করার নেই । এমনই ডিজিটাল আজকের দুনিয়া । বাসায়ও মাঝে মাঝে এক রুম থেকে আরেক রুমে চার্লির মোবাইলে মেসেজ পাঠায় সে : "খেতে আসো," "ঘুমাতে যাও," "জার্সিকে হাটাতে নিয়ে যাও ।"

ওয়েন্ডি প্রেগন্যান্ট হয় ১৯ বছর বয়সে, ওর ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়ারে। ও একটা পার্টিতে গিয়ে একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলো, তারপর জন মরোর সাথে নিজের রুমে যায়। এটাও ছিলো একটা আশ্চর্য ব্যাপার, কারণ জন প্রায় সব দিক দিয়েই ছিলো ওয়েন্ডির উলটো। ওয়েন্ডি ক্যাম্পাসে বিদ্রোহী মেয়ে হিসেবে পরিচিত ছিলো। আড়ালে মানুষ ওকে আঁতেল বলে ডাকতো। ও কবিতা লিখতো, ইউনিভার্সিটির রিপোর্টিং ক্লাবের সদস্য ছিলো। আর জন ছিলো রাফ অ্যান্ড টাফ, কলেজের বাস্কেটবল টিমের জনপ্রিয় প্লেয়ার। কিন্তু মন আসলে এতোকিছুর হিসেব মানতে চায় না। আস্তে আস্তে ওয়েন্ডি সুদর্শন জনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা এমন সিরিয়াস কিছু ছিলো না। ওরা কয়েকদিন একজন আরেকজনের সাথে দেখা করে, গল্প করে। জিনিসটাকে ঠিক ডেটিংও বলা চলে না। একমাস এভাবে চলার পর হঠাৎ একদিন ওয়েন্ডি বুঝতে পারলো ও প্রেগন্যান্ট।

ওয়েন্ডি একজন আধুনিক মেয়ে। ও জানতো যে সিদ্ধান্তটা নেবে সেটার ওপর ওর পুরো ভবিষ্যত নির্ভর করছে। ও তখন মাত্র ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারে, ওর সাংবাদিক ক্যারিয়ার মাত্র শুরু হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলোর কারণে ওয়েন্ডির সিদ্ধান্তটা বরং সহজ হয়ে গিয়েছিলো। ও একদিন জনকে ফোন করে বললো : "তোমার সাথে একটা জরুরি ব্যাপার নিয়ে কথা আছে।"

ও ওয়েন্ডির ছোট্ট হোস্টেল রুমটায় আসার পর ওয়েন্ডি ওকে বসতে বললো। ওই ছোট্ট রুমটায় ওর বিশাল দেহটা দেখতে হাস্যকর লাগছিলো। ওয়েন্ডির গলা শুনে ও বুঝতে পেরেছিলো, ঘটনাটা সিরিয়াস কিছু, তাই ও চেষ্টা করছিলো নিজের চেহারা গম্ভীর রাখতে। এতো মায়া লাগছিলো ওকে! যেনো বাচ্চা একটা ছেলে বড় হবার চেষ্টা করছে।

"আমি প্রেগন্যান্ট," ওয়েন্ডি এই বক্তৃতাটা তিনদিন ধরে প্র্যাকটিস করছিলো। "এখন আমি কি করবো সে ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, আশা করি তুমি সেটার সাথে একমত হবে।"

ওয়েন্ডি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলো নিজের গলা ভাবলেশহীন রাখতে। ও কথাগুলো একঘেয়েভাবে বলে গেলো, একবারও জনের চোখের সাথে চোখ মেলালো না। শেষ হবার পর ও যখন মুখ তুললো তখন দেখতে পেলো জনের নীল চোখ দু'টো ছলছল করছে।

"কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি, ওয়েন্ডি।"

ওয়েন্ডি ভেবেছিলো ও হা-হা করে হেসে উঠবে, কিন্তু তার বদলে চোখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগলো। জন ওখানেই, ওই ছোট্ট রুমটার ভেতর হাঁটু গেড়ে বসে বললো, ও ওয়েন্ডিকে বিয়ে করতে চায়। কারোরই তেমন পছন্দ হলো না এই ব্যাপারটা। সবাই বলাবলি করেছিলো ওদের বিয়ে টিকবে না। কিন্তু ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে ওয়েন্ডি আর জন নয় বছর প্রচন্ড সুখে কাটালো। জন মরো সুদর্শন, রসিক, ভালো মনের একটা ছেলে, যে ওয়েন্ডিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। ওরা ইউনিভার্সিটিতে থাকতে থাকতেই চার্লির জন্ম হয়। তার দু'বছরের মধ্যে ওরা ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিলো। ওয়েন্ডি কাজ শুরু করলো একটা স্থানীয় টিভি স্টেশনে আর জন ডক্টরেটের জন্য পড়ালেখা করছিলো। ওদের কোনো অভিযোগ ছিলো না।

তারপর, যেনো এক তুড়িতে জন মারা গেলো। ওদের ছোট বাসাটায় চার্লি আর ওয়েন্ডি ছাড়া আর কেউ রইলো না। ওয়েন্ডির বুকের অনেকখানি জায়গা ফাঁকা হয়ে গেলো নিমেষে।

"কোর্টে নাকি তোমাকে ধুয়ে ফেলেছে?" ওর বস্ প্রশ্ন করলো।

"এই অফিসে কাজ করার মজাই আলাদা," ওয়েন্ডি বললো। "সবাই আমাকে এতো মানসিক সমর্থন দেয় যে বলার বাইরে।"

"এতো মানসিক সামর্থন লাগলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও, আমার কাছে না," ভিক বললো।

ওয়েন্ডি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ভিক, তুমি অপমানও গুছিয়ে করতে পারো না।"

"হ্যা, তা জানি। আমি তোমার মেমোগুলো পেয়েছি–তোমার অ্যাসাইনমেন্টগুলো পছন্দ হচ্ছে না বলে যে কয়েকশ' মেমো পাঠিয়েছো সেগুলো।"

"কিসের অ্যাসাইনমেন্ট? গত দুই সপ্তাহ ধরে তুমি আমাকে যা দিচ্ছো সেগুলো কোনো সাংবাদিকের অ্যাসাইনমেন্টের পর্যায়ে পড়ে না। ফ্যাশন শো, নতুন কফির দোকান উদ্বোধন...আমাকে কোনো আসল খবর কভার করতে দাও, ভিক।"

"কি?" ভিক নিজের কানের পাশে হাত নিয়ে এমন ভাব করলো যেনো ওয়েন্ডির কথা ও শুনতে পাচ্ছে না। ও ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু ওর বিশাল একটা ভুড়ি আছে। চেহারাটা ইঁদুরের মতো। দেখতে খুব খারাপ।

"কি হয়েছে?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

"এখন কি তুমি বলবে, তুমি একজন মেয়ে ব'লে তোমার সাথে অন্যায় করা হচ্ছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সেটা বললে কি আমার ভালো অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে?"

"না," ভিক বললো। "কিন্তু কি করলে পাবে, জানো?"

"যদি আমি আরেকটু খোলামেলা পোশাক পরি তাহলে?" ওয়েন্ডির গলায় বিদ্রুপ।

"হুমম, সেটা করলেও হয়, কিন্তু আমি তা বলছি না। তোমার আবার সম্মানিত সাংবাদিকের জায়গায় ফিরে আসতে হলে আপাতত একটা জিনিস হলেই চলবে, ড্যান মার্সারকে অপরাধী হিসাবে প্রমাণ করা। যাতে মানুষ মনে না করে, তুমি ভুল লোককে ধরেছো।"

"ভুল লোক?"

ভিক কাঁধ ঝাঁকালো।

"আমি না থাকলে পুলিশ ড্যান মার্সারের কথা জানতোই না," ওয়েন্ডি বললো।

"এজন্যই তো সমস্যা।"

"ফালতু কথা বোলো না ভিক। কেউ কি বের করতে পেরেছে ড্যান মার্সার কোথায়?"

"নাহ্। গত দুই সপ্তাহ ধরে ওকে কেউ দেখে নি।"

ওয়েন্ডির এ ব্যাপারটাতেও কেমন যেনো খটকা লাগে। ও জানে অনেকেই ড্যানকে উড়ো ফোন আর চিঠি দিয়ে খুন করার হুমকি দিয়েছে। এ কারণেই ও লুকিয়ে আছে। কিন্তু আজকে যে ও কোর্টে আসে নি এটাও ওর জন্যে স্বাভাবিক নয়। ওর চরিত্রের সাথে মেলে না। ও ভিককে এ কথাটা বলতে যাচ্ছিলো যখন ভিকের ফোনটা চিৎকার করে উঠলো।

ভিক একটা আঙুল তুলে ওকে চুপ করিয়ে ফোনের স্পিকারটা অন করলো। "কি?"

ওদের অফিসের রিসেপশনিস্টের চাপা গলা শোনা গেলো। "মার্সিয়া ম্যাকওয়েইড আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।"

ওরা দু'জনই চুপ হয়ে গেলো। মার্সিয়া ওয়েন্ডির শহরেই থাকতো, ওর বাসা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। ওর কিশোরী মেয়ে হেইলি–মেয়েটা আগে চার্লির ক্লাসমেট ছিলো–একদিন বাসা থেকে হারিয়ে যায়। এখনও ওকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

"ওর মেয়ের কেসে নতুন কিছু জানতে পেরেছো?" ওয়েন্ডি জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভিক মাথা নাড়লো। "কিচ্ছু না।"

হেইলি ম্যাকওয়েইড উধাও হয়ে যাবার পরের দুই-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এটা ছিলো গরম একটা খবর। দেশের প্রায় প্রত্যেকটা পেপার জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন তুলেছে : পুলিশ এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে খুঁজে বের করার জন্যে কি করছে? ওর কি হয়েছে আসলে? কিডন্যাপিং? নাকি ও নিজেই বাসা থেকে পালিয়েছে? কিন্তু নতুন কিছু জানা না গেলে এতো চমকপ্রদ ঘটনাও বেশি দিন মানুষের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তাও পেপার আর নিউজ চ্যানেলগুলো কিছুদিন চেষ্টা করলো। হেইলির যতো উড়ো গুজব শোনা গিয়েছে সবগুলোই একবার না একবার নিউজ ফিচার হয়েছে। কিন্তু মানুষের মনোযোগ কয়েকদিন পর অন্যসব রসালো খবরের দিকে চলে গেলো। আর মানুষ না দেখতে চাইলে কোনো খবর মিডিয়াতে থাকেও না।

"আমি কি ওর সাথে কথা বলবো?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

"নাহ্। আমিই দেখছি।"

ভিক হাত দিয়ে ওকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করলো। বের হবার সময় মার্সিয়ার সামনে পড়ে গেলো ও। ওয়েন্ডির সাথে মার্সিয়ার পরিচয় নেই, কিন্তু রাস্তাঘাটে কয়েকবার দেখেছে। হেইলি হারিয়ে যাবার পর এতো ঝামেলা, এতো কষ্টের পরেও মার্সিয়ার চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে নি। কিন্তু ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। ওর হাটা, চলাফেরা সব কেমন যেনো ধীর হয়ে গেছে আগের চেয়ে। এমনকি ওর অভিব্যক্তিগুলোও অনেক আস্তে আস্তে চেহারায় আসে। মার্সিয়া ওয়েন্ডিকে দেখে একটা হাসি দেবার চেষ্টা করলো। ওয়েন্ডির মনে হলো হাসিটা ওর ঠোঁট থেকে শুরু হয়ে সারা চেহারায় ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় নিচ্ছে। ওয়েন্ডিও একটা ভদ্র হাসি দিয়ে মাথা নামিয়ে ফেললো। মার্সিয়া ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেলো ভিকের অফিসে।

ওয়েন্ডি নিজের ডেস্কে ফিরে গিয়ে আবার চার্লিকে ফোন দিলো। ফোনের রিং শুনতে শুনতে ওর মাথায় মার্সিয়ার চেহারাটা ভেসে উঠলো। কি সুখী ছিলো ওদের পরিবারটা। একটা মাত্র ধাক্কা, একটা মাত্র ঘটনা ওদের সব সুখ কেড়ে নিলো।

"কি?" চার্লির গলা।

ওর গলার অধৈর্য সুরটা শুনে যেনো ওয়েন্ডির বুক জুড়িয়ে গেলো। চার্লি এখনও আছে ওর সাথে। "তোমার হোমওয়ার্ক করেছো?"

"একটু পরে করবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা," ওয়েন্ডি বললো। "তুমি কি ব্যাম্বু হাউসের খাবারই চাও আজকে?"

"আমাদের কি একবার কথা হয়েছে না এটা নিয়ে?"

ওয়েন্ডি ফোন রেখে দিলো। টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে জানালার বাইরে তাকালো সে।

হঠাৎ ওর ফোনটা বেজে উঠলো।

"হ্যালো?"

"ওয়েন্ডি টাইনস?"

"বলছি।"

"আমি ড্যান মার্সার বলছি। আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

এক মুহূর্তের জন্য ওয়েন্ডির গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

"তোমার সাথে দেখা করতে চাই।"

"আমার সাথে? কিন্তু আমি তো কোনো বাচ্চা মেয়ে নই, ড্যান। আমার সাথে দেখা করে তোমার লাভ নেই।"

ওপাশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ওয়েন্ডির কানে এলো।

"তুমি অনেক নিষ্ঠুর, ওয়েন্ডি।"

"কি চাও তুমি?"

"তোমার কিছু জিনিস জানা দরকার," ড্যান বললো।

"যেমন?"

"যেমন তুমি যা মনে করছো সেটা ভুল।"

"আমি মনে করছি তুমি বিকৃত, রুচিহীন একটা পশু।"

কিন্তু কথাটা বলবার সময় ওয়েন্ডির নিজের কানেই কেমন যেনো বেমানান শোনালো। ওর মধ্যেও কি এখন সন্দেহ ঢুকে গেছে? না। প্রমাণ ভুল বলে না। ওর নিজের ধারণা আগেও ভুল হয়েছে। প্রমাণ সবসময় সত্যি বলে না।

"ওয়েন্ডি?"

ও কিছু বললো না।

"আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।"

"হুমম। সত্যি? আমার মনে হয় না ইতিহাসে কোনো অপরাধী এমন দাবী করেছে। দাঁড়াও, প্রথমে আমার এডিটরকে জানাতে হবে, তারপর জাজকে। তোমাকে ফাঁসানো হয়েছে, না?"

কোনো উত্তর নেই। এক মুহূর্তের জন্য ওয়েন্ডির ভয় হলো, ড্যান ফোন রেখে দিয়েছে। *বোকা মেয়ে,* ওয়েন্ডি মনে মনে গালি দিলো নিজেকে। *শান্ত থাকো। ওকে ফোন রাখার অজুহাত দিও না। দ্যাখো ওকে ফাঁদে ফেলা যায় কিনা।*

"ড্যান?"

"আমার তোমাকে ফোন করা উচিত হয় নি বোধহয়।"

"আমি শুনছি। তোমাকে ফাঁসানোর ব্যাপারে কি বলছিলে যেনো?"

"রেখে দেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডির চেঁচিয়ে মানা করতে ইচ্ছা হলো। তারপর ওর মনে হলো ড্যান ইচ্ছা করে এমন করছে। খেলছে ওর সাথে। এই খেলাটা ওয়েন্ডি আগেও খেলেছে, যখন গত বছর প্রথম ও ড্যানের ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলো। কিশোর-কিশোরীদের সাহায্য করবার জন্যে ও যে সেন্টারটা খুলেছিলো সেটার ব্যাপারে। ওয়েন্ডি এখন ড্যানের এই ফাঁদে পা দিতে চাচ্ছে না, কিন্তু তাই বলে ড্যানকে ফোন রাখতেও দেয়া যাবে না।

"তুমিই কিন্তু আমাকে ফোন দিয়েছো," ওয়েন্ডি বললো।

"জানি।"

"তো বলো কি বলবে, আমি শুনছি।"

"আমার সাথে দেখা করো। একলা।"

"আমার এই আইডিয়াটা বেশি পছন্দ হচ্ছে না।"

"তাহলে বাদ দাও।"

"ঠিক আছে, ড্যান। তোমার জেদই থাকলো। কোর্টে দেখা হবে।"

নিঃশব্দ।

"ড্যান?"

ড্যানের উত্তরটা এলো ফিসফিস করে। ওর গলায় এমন কিছু একটা ছিলো যে ওয়েন্ডি শিউড়ে উঠলো।

"তুমি কিছুই জানো না, তাই না ওয়েন্ডি?"

"কিসের ব্যাপারে?"

ফোনের ওপাশে একটা অদ্ভুত শব্দ হলো। শব্দটা ফোঁপানোরও হতে পারে, চাপা হাসিরও হতে পারে। শক্ত করে রিসিভারটা চেপে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

"তুমি যদি আমার সাথে দেখা করতে চাও," ড্যান বললো, "কোথায় করতে হবে সেটা আমি তোমাকে ই-মেইল করে জানিয়ে দেবো। আগামীকাল দুপুর দুইটায়। একলা আসবে। যদি না আসো, তাহলে এটাই আমাদের শেষ কথা।"

এ কথা বলেই ও ফোনটা রেখে দিলো।

ভিকের রুমের দরজা খোলাই ছিলো। ওয়েন্ডি উঁকি দিয়ে দেখলো ও ফোনে কথা বলছে। ও ওয়েন্ডিকে দেখতে পেয়ে একটা আঙুল তুলে অপেক্ষা করতে বললো। দ্রুত কথা শেষ করে ফোনটা রেখে ও তাকালো ওয়েন্ডির দিকে।

"এই মাত্র ড্যান মার্সারের সাথে আমার কথা হলো," ওয়েন্ডি বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ও ফোন করেছে তোমাকে?"

"হ্যা।"

"কখন?"

"এইমাত্র?"

ভিক নিজের সিটে হেলান দিলো। "তো কি বললো তোমাকে?"

"বললো, ও আমার সাথে দেখা করতে চায়," ভিকের অভিব্যক্তি দেখে ওয়েন্ডির সন্দেহ হলো। "কেন? কি হয়েছে?"

ভিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারটার দিকে ইশারা করলো। "বসো।"

"সেরেছে," ওয়েন্ডি বসতে বসতে বললো।

"জাজ মাত্র নিজের রায় জানিয়েছে। সব প্রমাণ বাতিল। আমাদের প্রোগ্রাম আর প্রেসের 'পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি'র কারণে ড্যান মার্সারের নামে মামলাটাও বাতিল করা হয়েছে।"

ওয়েন্ডির মনে হলো বুকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। "কি বলবো এসব?"

ভিক চুপ করে রইলো। ওয়েন্ডি নিজের চোখ বন্ধ করে ফেললো। ওর মনে হলো পুরো ঘরটা ওকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এখন ও বুঝতে পারলো ড্যান কেন এতো নিশ্চিত ছিলো, ও দেখা করতে চাইবেই।

"এখন কি হবে?"

ভিক কিছু না বলে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

"আমার চাকরি শেষ?"

"হ্যা।"

"এই একটা ভুলের জন্য?"

"মোটামুটি তাই। এমনিতেও আমাদের বস্‌রা কর্মচারী ছাঁটাই করছে, দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো না। এখন বাদ দেবার জন্য তোমার চেয়ে ভালো আর কে হতে পারে?"

"আমি কয়েকজনের নাম বলতে পারি?"

"আমিও পারি, কিন্তু ওরা কেউ চ্যানেলের দুর্নাম করছে না। সরি, সোনা, আমার কিছু করার নেই। আজকের মধ্যেই তোমাকে চলে যেতে হবে। তুমি যত তাড়াতাড়ি এই চ্যানেল ছাড়ো ততো ভালো।"

ওয়েন্ডির নিজেকে অবশ লাগছিলো। "তুমি আমার পক্ষ নিয়ে কিছু বলো নি?"

"বলে লাভ কি? শুধু শুধু সময় নষ্ট হতো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি কোনো জবাব দিলো না।

"তুমি কি মার্সারের সাথে দেখা করবে?" ভিক জানতে চাইলো।

"হ্যা," ওয়েন্ডি বললো।

"সাবধানে যেও।"

ওয়েন্ডির ঠোঁটে ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠলো।

ও বাড়িতে ফিরে দেখলো পুরো বাসাটা নিশ্চুপ হয়ে আছে। অবশ্য বাড়িটা এখন এমনই থাকে বেশিরভাগ সময়। ওর বয়স যখন কম ছিলো তখন ওর রুমে সবসময় জোরে রেডিও বাজতো। এখন বাচ্চারা হেডফোন, ইয়ারফোন হ্যানোত্যানো অনেক কিছু ব্যবহার করে। ও নিশ্চিত চার্লি এখন কম্পিউটারে বসে কানে সেরকম কিছু একটা গুঁজে রেখেছে। বাড়িতে আগুন ধরে গেলেও ও কিছু বুঝতে পারবে না।

এটা জানার পরও ওয়েন্ডি গলা ফাটিয়ে "চার্লি!" বলে ডাকলো। কোনো উত্তর এলো না। গত তিন বছর ধরেই কোনো উত্তর আসে না।

ওয়েন্ডি একটা গ্লাসে নিজের জন্য একটা ড্রিংক বানালো। গ্লাসটা হাতে নিয়ে ধপাস করে বসে পড়লো সোফায়। এই সোফাটা জনের খুব পছন্দ ছিলো।

ওয়েন্ডি আগে মাঝে মাঝে চিন্তা করতো, ওর যা বেতন তা দিয়ে চার্লির ইউনিভার্সিটি পড়ার খরচ দেবে কিভাবে। আজ তো এই চিন্তাটাও দূর হয়ে গেলো, ওয়েন্ডি তিক্তভাবে বললো মনে মনে। একটা চুমুক দিয়ে জানালার বাইরে তাকালো সে। এখন ও কোথায় যাবে? ভিক তো বললোই, ওকে রাখলে চ্যানেলের বদনাম হবে। এই ভয়ে ওকে অন্য কোনো চ্যানেলও নিতে চাইবে না। অন্য কোনো চাকরি করা ওর পক্ষে সম্ভবও নয়। এই জীবনে আর কিছুই করে নি কখনও।

ওর সামনের টেবিলে রাখা চিঠিগুলো হাতে নিলো। প্রথম চিঠিটা দেখেই হাত কাঁপতে শুরু করলো তার। আরিয়ানা ন্যাসব্রো। এই নিয়ে তিনবার ওকে চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিটা খোলার আসলে কোনো দরকার নেই। দুই মাস আগে একটা চিঠি পড়েছে। ওর বমি এসে গিয়েছিলো। দুই আঙুলে আলতো করে চিঠিটা ধরে রাখলো, যেনো এটা নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনার টুকরো। উঠে কিচেনের ওয়েস্টবাস্কেটটা খুঁজে বের করে ফেলে দিলো চিঠিটা। ভাগ্য ভালো চার্লি কখনও চিঠিপত্র খুলে দ্যাখে না।

বারো বছর আগে আরিয়ানা ন্যাসব্রো চার্লির বাবাকে খুন করেছে।

ও সিঁড়ি বেয়ে ওপরের তলায় এসে চার্লির দরজায় টোকা দিলো। কোনো জবাব নেই। দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার্লি ঝট করে মাথা তুললো। বিরক্ত হয়েছে। কান থেকে হেডফোন নামাতে নামাতে প্রশ্ন করলো : "কি?"

"তোমার হোমওয়ার্ক করেছো?"

"এই যে এখন করবো।"

ওর চেহারা দেখে চার্লি বুঝতে পারলো কিছু একটা হয়েছে, তাই ছোট্ট একটা হাসি দিলো সে। ওকে হাসতে দেখলে ওয়েন্ডির বুকে প্রত্যেকবার খচ করে একটা ব্যাথা হয়। হাসিটা একদম ওর বাবার মতো।

"তুমি জার্সিকে খাবার দিয়েছো?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

"আহ্..."

ওয়েন্ডি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি।"

"আম্মু?"

"কি?"

"তুমি কি খাবার নিয়ে এসেছো?"

ব্যাম্বু হাউস। ওর মনেই ছিলো না।

চার্লি ওকে নকল করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"হয়েছে," ওয়েন্ডি শাসালো ওকে। ভেবেছিলো খারাপ খবরটা পরে বলবে, ঠিক সময় আসলে তখন। কিন্তু ও না চাইতেও কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। "আমার চাকরি চলে গেছে আজকে।"

চার্লি চুপচাপ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

"শুনেছো আমার কথা?"

"হ্যা," ও মুখ খুললো। "ঝামেলা হয়ে গেলো।"

"হুমম।"

"আমি কি খাবার নিয়ে আসবো?"

"যাও।"

"আহ্, তুমি তো সেটার টাকা দিতে পারবে, তাই না?"

"হ্যা, কিছুদিন অন্তত সমস্যা হবার কথা না।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

মার্সিয়া আর টেড সন্ধ্যা ছয়টার দিকে স্কুলের অডিটরিয়ামে এসে পৌছালো। হেইলি হারিয়ে যাবার পর তিন মাসের বেশি কেটে গেছে, কিন্তু জীবন তো কারও জন্য থেমে থাকে না। ক্যাসেলটন হাইস্কুলে আজ রাতে *লা মিজেরেবল* নাটকটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওকে ছাড়াই। আর ওদের দু'জনের মেজো মেয়ে প্যাট্রিসিয়া নাটকটায় অভিনয় করছে।

ওরা অডিটরিয়ামে ঢুকবার পর সবার ফিসফাস বন্ধ হয়ে গেলো। কেউ জানে না ওদের আশেপাশে কেমন আচরণ করা উচিত, ওদের কি বলা উচিত। মার্সিয়া ব্যাপারটা খেয়াল করলো কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ওর আর ভালো লাগে না।

"আমি পানি খেতে যাচ্ছি," ও বললো।

"ঠিক আছে। আমি তোমার জন্যে সিট রাখছি," বললো টেড।

মার্সিয়া করিডর ধরে হাটতে হাটতে খাবার পানির বেসিনটার সামনে একটু থেমে আবার হাটতে শুরু করলো। করিডরটার সাথে বামে মোড় নেবার পর ও দেখতে পেলো স্কুলের এক কর্মচারী এখানে ঝাড়ু দিচ্ছে। দুই কানে হেডফোন লাগানো। ও মার্সিয়াকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। মার্সিয়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে পড়লো। এখানে বেশি লাইট জ্বালানো নেই। চারদিকে কেমন একটা ঝাপসা অন্ধকার চেপে এসেছে। দেখলে মনেই হয় না সকালে এই করিডরটা এতো জীবন্ত, এতো উচ্ছল থাকে। রাতের বেলায় স্কুলের চেয়ে রহস্যময় পরিবেশ খুব কমই আছে।

মার্সিয়া পেছনে তাকালো। কেউ নেই। ওর পদক্ষেপ দ্রুত হলো। ও জানে ওকে কোথায় যেতে হবে।

ক্যাসেলটন হাইস্কুল বেশ বড় একটা চারতলা বিল্ডিং। আগে স্কুলটা আকারে ছোটোই ছিলো, এলাকার জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে স্কুলের আকারও বেড়েছে। এখন স্কুলটাকে দেখলে মনে হয় অনেকগুলো আলাদা আলাদা বিল্ডিং জোড়া লাগিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

গতকাল রাতে ওর সোনার টুকরো স্বামী টেড অনেক অনেকদিন পর প্রাণ খুলে হেসেছে। শব্দটা কেমন যেনো অশ্লীল লেগেছে শুনতে। টেডও বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি থামিয়ে দেয়। তারপর ফোঁপাতে শুরু করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মার্সিয়ার খুব ইচ্ছে করছিলো টেডকে জড়িয়ে ধরতে, বলতে যে কিচ্ছু হয় নি। কিন্তু ও কিছুই করতে পারে নি।

ওদের অন্য দুই সন্তান প্যাট্রিসিয়া আর রায়ান হেইলির হারিয়ে যাওয়ার সাথে ওদের চেয়ে ভালো মানিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বাচ্চারা সবসময়ই মানিয়ে নেয়াতে বড়দের চেয়ে ভালো। মার্সিয়া চেষ্টা করেছে নিজের সব মনোযোগ সব ভালোবাসা ওদের ওপর ঢেলে দিতে, কিন্তু পারে নি। কয়েকজন বলেছে ওর ভেতরে এখনও অনেক দুঃখ, তাই ও পারছে না। এটা আংশিকভাবে সত্যি, কিন্তু পুরো নয়। ও প্যাট্রিসিয়া আর রায়ানকে এখন মনোযোগ দিচ্ছে না কারণ ওর মন সবসময় থাকে হেইলির সাথে–ওকে কিভাবে খুঁজে বের করা যায় সেটার নিয়ে মগ্ন থাকে। হেইলি একবার ফিরে আসুক, তারপর ও অন্য বাচ্চাদের যত লাগে ভালোবাসা দেবে।

মার্সিয়ার আপন বোন মেরিলি, কত্তো বড় সাহস তার, বলেছে "কান্নাকাটিতে সময় নষ্ট না করে নিজের স্বামী আর অন্য বাচ্চা দু'টোর দিকে একটু মন দাও।"

সময় নষ্ট! মার্সিয়ার ইচ্ছে করছিলো ঘুসি মেরে মেরিলির নাক ভেঙ্গে দিতে। তুই নিজের পরিবারের দিকে মন দে আর আমাকে আমার পরিবার সামলাতে দে। তোর জামাই পরকিয়া করে, আর তোর ছেলে ড্রাগস ধরেছে। আরেকটা ব্যাপারও শুনে রাখ, মেরিলি। রায়ান আর প্যাট্রিসিয়া চায় না আমি ওদের সামনে একটা নকল হাসি ঝুলিয়ে রাখি। ওরাও চায় ওদের বোন ফিরে আসুক, আমি যতটা চাই ততটাই।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি মার্সিয়া চাইলেও সারাদিন হেইলিকে খোঁজার পেছনে ব্যয় করতে পারে না। ওর ওপর একটা ক্লান্তি এসে ভর করেছে। সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। হাত-পা ভারি ভারি লাগে। এমনকি এখনও ওর হাটতে কষ্ট হচ্ছে।

তিন মাসের বেশি কেটে গেছে।

অবশেষে মার্সিয়া হেইলির লকারটার কাছে এসে পড়লো। সব হাইস্কুলের করিডরেই সারি সারি ধাতব আলমারি থাকে ছাত্র-ছাত্রিদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখবার জন্যে। হেইলি হারিয়ে যাবার পর ওর অনেক বন্ধু ওর লকারটার সামনে ফুল রেখে যেতো, মার্কার দিয়ে কবিতা লিখে যেতো। লিখতো "ফিরে এসো, হেইলি!" "আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি!"

মার্সিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলো। এই লকারটা হেইলি কতবার ছুঁয়েছে। ওর জীবনের একটা অংশ রয়ে গেছে এই লকারটার সাথে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর পেছনে একটা শব্দ হলো। মার্সিয়া সাঁই করে ঘুরে দেখলো প্রিন্সিপ্যালের রুমের দরজাটা খুলে গেছে। পিট জিকার, স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল বেরিয়ে এলো ঘরটা থেকে। তার পিছে পিছে আরও দু'জন মানুষ। মার্সিয়া ধারণা করলো ওরা স্কুলের কোন ছাত্র বা ছাত্রির বাবা-মা হবে। পিট বেরিয়ে ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু অভিভাবেকরা ওর হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলো। ওরা ঘুরে হাটা ধরলো সিঁড়ির দিকে। পিট ওদের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়লো শুধু। তারপর রুমে যাবার জন্যে ও ঘুরতে গেছে এমন সময় ওর চোখ পড়লো মার্সিয়ার ওপর।

"মার্সিয়া?"

"কি খবর, পিট?"

প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে পিট জিকার বেশ ভালো। সবসময়ই সে হাসিখুশি থাকে, আর স্কুলের বাচ্চাদের ও সত্যি সত্যি পছন্দ করে। তাছাড়া ও নিজেও ক্যাসেলটন হাই স্কুলেরই ছাত্র। এখানে প্রিন্সিপ্যাল হওয়া ওর সারাজীবনের স্বপ্ন ছিলো।

ও মার্সিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো। "তোমাকে বিরক্ত করলাম নাকি?"

"না, না," মার্সিয়া জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুললো। "সিঁড়ি দিয়ে উঠে দম ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম আর কি।"

"আমি নাটকের রিহার্সালে ছিলাম," পিট বললো। "প্যাট্রিসিয়া দেখলাম দারুণ অভিনয় করছে।"

"শুনে খুশি হলাম।"

ও মাথা ঝাঁকালো। তারপর কেন যেনো ওদের দু'জনের চোখ একসাথে লকারটার দিকে ঘুরে গেলো।

"তা ওরা দু'জন কে ছিলো? ওদের সমস্যা কি?" মার্সিয়া জিজ্ঞেস করলো।

"বলা যাবে না," পিট হাসলো।

"ওহ্।"

"কিন্তু আমি তোমাকে 'অন্য' একজোড়া বাবা-মা'র গল্প বলতে পারি যাদের সমস্যাটা একদম ওদের মতো।"

মার্সিয়া কিছু না বলে অপেক্ষা করলো।

"তুমি হাইস্কুলে থাকতে কখনও মদ খেয়েছো?" পিট জিজ্ঞেস করলো।

"আমি ভালো মেয়ে ছিলাম," ওয়েন্ডি জবাব দিলো, ওর গলায় প্রায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কৌতুকের সুর। "হেইলির মতো। কিন্তু হ্যা, আমরা মাঝে মাঝে চুরি করে বিয়ার খেতাম।"

"কিভাবে পেতে?"

"বিয়ার? আমার এক প্রতিবেশির চাচার মদের দোকান ছিলো। তুমি?"

"আমার বয়স্ক দেখতে এক বন্ধু ছিলো। সে প্রাপ্তবয়স্কের ভান করে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসতো।"

"তো এর সাথে তোমার 'অন্য' পরিবারের কি সম্পর্ক?"

"বাচ্চাদের মদ খাওয়ার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বেশির ভাগ মানুষ মনে করে বাচ্চারা নিজেরাই মিথ্যা বলে বা অন্য কোনোভাবে মদ সংগ্রহ করে। কিন্তু আসলে ঘটনা অন্যরকম।"

"কি সেটা?"

একটু আগে যে দু'জন বাবা-মা সিঁড়িটা দিয়ে নেমেছে পিট সেদিকে তাকালো। "বাবা-মার কাছ থেকে।"

"কি! ওরা ওদের বাবা-মার কেনা মদ চুরি করে?"

"নাহ্, এটা হলেও ঝামেলা ছিলো না। আমি যে পরিবারের কথা বলছিলাম ধরো, ধরো–তারা হচ্ছে মাইনার পরিবার। বেশ সুখী ওরা, আপাতদৃষ্টিতে। বাবা ইন্সুরেন্স এজেন্ট। ময়ের একটা বুটিকশপ আছে। ওদের চারজন ছেলে-মেয়ে, যাদের মধ্যে দু'জন হাইস্কুলে পড়ে। বড় ছেলেটা স্কুলের বেসবল টিমেও খেলে।"

"তো?"

"তো এক শুক্রবার রাতে এই দু'জন বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল বাবা-মা বেসবল টিমের জন্য একটা পার্টি দিলো। সেই পার্টির জন্য ব্যবস্থা করা হলো এক বাক্স বিয়ার ক্যানের। দু'জন বাচ্চা সেই বিয়ারে মাতাল হয়ে আরেকটা বাচ্চার বাসায় ডিম ছুঁড়ে মারে। আরেকজনের বমি করতে করতে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিলো।"

"কি? বাবা-মা ওদের মদ কিনে দিয়েছে?"

পিট মাথা ঝাঁকালো।

"এটা নিয়েই তুমি ওদের সাথে মিটিং করলে?"

"হ্যা।"

"ওরা কি বললো?"

"ওরা যে অজুহাতটা দিলো সেটা আমি আগেও বহু গার্জেনের কাছে শুনেছি। বাচ্চারা তো কোনো না কোনোভাবে মদ খাবেই, বাসায় বসে বাবা-মায়ের চোখের সামনে খাওয়াই ভালো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এক দিক দিয়ে বোধহয় কথাটা ঠিকই আছে..."

"তুমি হলে একই কাজ করতে?"

মার্সিয়া কয়েক সেকেন্ড ভেবে দেখলো। "না। কিন্তু মাঝে মাঝে রেস্টুরেন্টে গেলে আমরা বাচ্চাদের ওয়াইন খেতে দেই। সেটা কি খারাপ?"

"সেটাতে মনে হয় না সমস্যা আছে।"

"তাহলে তোমার মনে হয় এই দু'জন বাবা-মা ঠিকই করেছে?"

"একদমই না," মার্সিয়া বললো। "আর ওদের অজুহাতটা পুরোপুরি সত্যি নাকি সে ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। বাচ্চারা যাতে বাইরে মদ না খায় এজন্যে বাসায়ই ঢালাও মদে ব্যবস্থা করে দেয়া? আমার মনে হয় ওরা ছেলে-মেয়েদের ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছিলো। 'দেখো, আমরা অন্য কড়া বাবা-মায়ের মতো না!'–এরকম একটা ব্যাপার।"

"হুম্‌ম্‌, আমারও তাই মনে হয়।"

"থাক," মার্সিয়া বললো। ওর চোখ আবার লকারের দিকে ঘুরে গেছে। "কোনো গার্জিয়ান ভালো না খারাপ সে ব্যাপারে আমার উপদেশ দেয়া মানায় না।"

নীরবতা।

"পিট?"

"হ্যা?"

"মানুষ আজকাল কি বলছে?"

"মানে?"

"মানে তুমি ভালো করেই জানো। হেইলি কি বাসা থেকে পালিয়েছে না ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে–এ ব্যাপারে মানুষ আজকাল কি বলছে?"

আরও নীরবতা।

"প্লিজ, পিট।"

"আমি যা শুনেছি তা সবই গুজব, মার্সিয়া।"

"সেগুলোই বলো।"

পিট তারপরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো।

তারপর হঠাৎ বললো : "আমরা ওদের যতোই বোঝার চেষ্টা করি, বাচ্চারা সবসময় একটা আলাদা জগতে থাকে। ওদের সবারই নিজের নিজের রহস্য থাকে।"

"হেইলিরও ছিলো?"

পিট হাত দিয়ে লকারের সারির দিকে ইশারা করলো। "এই লকারগুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখছো? এই প্রত্যেকটা লকারের মালিক এমন একজন বাচ্চা যার প্রতিদিন একটা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। সমাজের চাপ, বাবা-মার চাপ, নিজের তৈরি করা চাপ, পড়ালেখা, খেলাধুলা...সবকিছুর চাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় ওদের। আর এসবের সাথে যোগ হয়েছে দ্রুত শরীর পরিবর্তনের ভয় আর কনফিউশন। আমি তো ওদের প্রত্যেকদিন দেখি, আর আমার মনে হয় ওদের সবাইকে যেনো একটা প্রেশার কুকারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। যেভাবে হোক ওরা এখান থেকে পালাতে চায়।"

"তো," মার্সিয়া বললো। "তোমার মনে হয় হেইলি পালিয়ে গিয়েছে?"

পিট হেইলির লকার থেকে চোখ সরিয়ে মার্সিয়ার দিকে তাকালো। ওর চোখ ছলছল করছে।

"না, মার্সিয়া। আমার মনে হয় না ও পালিয়েছে। আমার মনে ওর কিছু একটা হয়েছে। খুব খারাপ কিছু।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

ওয়েন্ডি সকালে উঠে নাস্তা বানানোর কাজে লেগে গেলো। ও আর চার্লি প্রায় প্রত্যেকদিন সকালেই স্যান্ডউইচ খায়, ওয়েন্ডি আজকেও সেটাই বানালো।

থপথপ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো চার্লি। কিচেনের টেবিলটায় ধপাস করে বসে কয়েক কামড়ে ও নামিয়ে দিলো স্যান্ডউইচটা।

"তুমি অফিসে কখন যাচ্ছো?" চার্লি ওকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার চাকরি চলে গেছে কালকে।"

"ও হ্যা। মনে ছিলো না।"

কৈশোরের স্বার্থপরতা। মাঝে মাঝে জিনিসটায় মায়াই লাগে।

"তুমি কি আমাকে স্কুলে নামিয়ে দিতে পারবে?"

"ঠিক আছে।"

রাস্তায় প্রচন্ড জ্যাম ঠেলে ওরা ইঞ্চি ইঞ্চি করে ক্যাসেলটন হাইস্কুলের দিকে এগোলো। আগে যখন ওয়েন্ডি চার্লিকে নামিয়ে দিতে আসতো তখন ওদের মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে গল্প হতো, কথা কাটাকাটি হতো। এখন পুরো সময়টাই দু'জন চুপ করে থাকলো। ওয়েন্ডি অনেক চেষ্টা করলো কথা বলবার কোনো বিষয় খুঁজে বের করার, কিন্তু চার্লি মজা পাবে এমন কিছুই ওর মাথায় এলো না। চার্লি পুরো সময়টা মাথা নিচু রেখে মোবাইল গুঁতাগুঁতি করলো।

স্কুলে এসে পৌঁছাবার পর চার্লি কিছু না বলেই নেমে যাচ্ছিলো। ওয়েন্ডি ওকে মনে করিয়ে দিলো : "চার্লি!"

ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো : "ও। লাভ ইউ, আম্মু।"

"আমিও। সাবধানে থেকো।"

ওয়েন্ডি বাসায় ফিরে বেশ অবাক হলো। ওর বাড়ির সামনে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ও মোবাইল ফোনটা বের করে পুলিশের নাম্বারটা টিপে রাখলো, যাতে একটা সুইচ টিপলেই ডায়াল হয়ে যায়। একজন সাংবাদিকের জীবনে অনেকরকম আচমকা বিপদ হতে পারে।

ও গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যেয়ে দেখার চেষ্টা করলো কে এসেছে। গাড়িটার ভেতর কেউ নেই।

ও হেঁটে নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এসে আবার চমকে উঠলো। ওর গাড়ির পেছনদিকে একটা লোক নিচু হয়ে কি যেনো দেখছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমার গাড়ির চাকাতে আরও বাতাস ভরা লাগবে।" লোকটা বললো।

"আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি, মিঃ গ্রেসন?"

এড গ্রেসন উঠে দাঁড়ালো হাত কচলাতে কচলাতে। রোদে ওর দুই চোখ কুঁচকে আছে। "আমি গতকাল তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। ওরা বললো তোমার চাকরি চলে গেছে।"

ওয়েন্ডি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

"জাজের রায় বের হবার পরেই, তাই না?"

"আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি, মিঃ গ্রেসন?"

"আমি গতকাল তোমার সাথে বাজে ব্যবহার করেছি বলে দুঃখিত।"

"আমি কিছু মনে করি নি।"

"আর তোমার হাতে যদি একটু সময় থাকে," এড গ্রেসন বললো, "তোমার সাথে আমার কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলা দরকার।"

ওরা ভেতরে গিয়ে বসবার পর ওয়েন্ডি এডকে জিজ্ঞেস করলো ও কিছু খাবে কিনা। এড মানা করে দিলো। ওকে অস্থির অস্থির লাগছিলো। ও হঠাৎ করে আবার উঠে পড়লো। তারপর পায়চারি শুরু করলো।

"প্রথমে," ও বললো, "আমি আবারও সরি বলতে চাই।"

"দরকার নেই। আমি আপনার মনে অবস্থা বুঝতে পারছি।"

"পারছো?"

ওয়েন্ডি জবাব দিলো না।

"আমার ছেলের নাম এড জুনিয়র। ও অনেক হাসিখুশি একটা ছেলে ছিলো। খেলাধুলা ভালোবাসতো। ওর সবচেয়ে পছন্দের খেলা ছিলো হকি। আমি আবার হকির ব্যাপারে কিছুই জানি না। ছোটোবেলায় শুধু বাস্কেটবল খেলেছি। কিন্তু আমার বৌয়ের আবার হকি খুব পছন্দ। ও ক্যানাডিয়ান তো, ওর পরিবারের সবাই হকি ভালোবাসে। তাই আমিও হকি খেলা দেখা শুরু করলাম। আমার ছেলের জন্য। কিন্তু এখন কি হয়েছে জানো? আমার ছেলের খেলাধুলার ওপর থেকে সব আগ্রহ চলে গেছে। ওকে আমি জোর করেও কোনো স্টেডিয়ামে নিয়ে যেতে পারি না। ওকে হকি স্টিক কিনে দিয়েছিলান, সেটা ও ছুঁয়েও দেখে না। সারাদিন শুধু নিজের ঘরে বসে থাকে।"

এড থামলো। ওর চোখ দু'টো উদাস হয়ে গেছে।

ওয়েন্ডি বললো, "আমার দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা নেই, মিঃ গ্রেসন।"

নীরবতা।

ও প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করলো। "আপনি ফ্লেয়ার হিকরির সাথে কি নিয়ে কথা বলছিলেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"গত দুই সপ্তাহ ধরে ওর ক্লায়েন্টের কোনো দেখা নেই।"

"তো?"

"তো আমি ফ্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করছিলাম ও কোথায়। কিন্তু হিকরি বলে নি।"

"আপনি কি তাতে অবাক হয়েছেন?"

"না, হই নি।"

আরও নীরবতা।

"এখন বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?"

"তুমি নিজের প্রোগ্রামে টানা এক বছর যৌন অপরাধীদের পিছে ধাওয়া করেছো। কেন?"

"কি কেন?"

"যৌন অপরাধীরাই কেন?"

"প্রোগ্রামটা যাতে হিট হয়, এজন্য। যৌন অপরাধীদের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি।"

"হ্যা, সেটা একটা কারণ তো অবশ্যই। কিন্তু আরও কারণ আছে, তাই না?"

"মিঃ গ্রেসন–"

"এড," ও বললো। "আমাকে এড বলে ডাকতে পারো।"

"থাক," ওয়েন্ডি জবাব দিলো। "মিঃ গ্রেসনই ভালো। এখন বলুন আপনি কি চান?"

"তোমার স্বামীর সাথে কি হয়েছিলো আমি জানি।"

হঠাৎ করেই ওয়েন্ডির বুকের ভেতরটা জ্বলতে শুরু করলো। ও কিছু বললো না।

"ও কিন্তু ছাড়া পেয়ে গেছে। আরিয়ানা ন্যাসরো।"

নামটা শুনে ওয়েন্ডির চোখ কুঁচকে গেলো। "জানি।"

"তোমার কি মনে হয়, ও কি সুস্থ হয়ে গেছে?"

ওয়েন্ডির চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। আবার বমি বমি ভাবটা চাগাড় দিয়ে উঠলো ওর পেটে।

"যাওয়ার তো কথা," গ্রেসন বললো। "এতদিন চিকিৎসার পর অনেকেই ভালো হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তোমার মনে কি শান্তি ফিরে এসেছে?"

"সেটা নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।"

"না, কিন্তু ড্যান মার্সারকে নিয়ে তো আমার মাথা ঘামাতেই হবে। তোমার তো একটা ছেলে আছে, তাই না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সেটা নিয়েও আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।"

"ড্যানের মতো মানুষ," গ্রেসন বলতে লাগলো, "কখনও সুস্থ হয় না।" ও একটু সামনে এগিয়ে গেলো। "এটাও একটা কারণ, তাই না ওয়েন্ডি?"

"কিসের কারণ?"

"কেন তুমি যৌন অপরাধীদের ধাওয়া করতে। যারা মদ খায় বা নেশা করে, তারা হয়তো একসময় নেশা ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু যাদের বিকৃত যৌনতার নেশা, তারা কখনওই ছাড়তে পারে না।"

"মিঃ গ্রেসন, দয়া করে আমার সাইকিয়াট্রিস্ট হবার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমার ব্যাপারে কিছুই জানেন না।"

গ্রেসন মাথা ঝাঁকালো। "তা ঠিক।"

"এখন বলুন আপনি কি চান।"

"আমার কথাটা খুব সহজ। যদি ড্যান মার্সারকে না ঠেকানো হয়, ও আবার কোনো বাচ্চার ক্ষতি করবে। করবেই। এ কথাটা তুমিও জানো।"

"এ কথা আমাকে না বলে জাজকে বললে বোধহয় বেশি কাজে দিবে।"

"জাজ আমার জন্য কিছুই করতে পারবে না।"

"আমি কি করতে পারবো?"

"তুমি একজন সাংবাদিক। ভালো সাংবাদিক।"

"এখন আর আমাকে সাংবাদিক বলা যাবে না। চাকরি চলে গেছে।"

"সেটাও আরেকটা কারণ যে জন্য আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।"

"কি ব্যাপারে?"

"ড্যান মার্সারকে খুঁজে বের করতে আমাকে সাহায্য করো, ওয়েন্ডি।"

"কেন? যাতে আপনি ওকে খুন করতে পারেন?"

"ও কখনওই থামবে না।"

"সেটা আপনি আগেই বলেছেন।"

"কিন্তু?"

"কিন্তু আমি আপনার প্রতিশোধে অংশ নিতে চাই না।"

"তোমার মনে হয় আমি প্রতিশোধের জন্য এমন করছি?"

ওয়েন্ডি কাঁধ ঝাঁকালো।

"আমি ওকে প্রতিশোধের জন্য খুঁজছি না," গ্রেসন প্রায় ফিসফিস করে বললো। "এর উল্টোটাই বলতে পারো।"

"মানে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি এই সিদ্ধান্তটা অনেক ভেবেচিন্তে নিয়েছি। অনেক হিসাব করে। ড্যান মার্সার যাতে আর কখনও কারও জীবন নষ্ট না করতে পারে আমি সেটার ব্যবস্থা করতে চাই।"

"কি, ওকে খুন করে?"

"তোমার কি এর চেয়ে ভালো আর কোনো ব্যবস্থা জানা আছে? এটা আমার ব্যক্তিগত রাগ বা প্রতিশোধের জন্য করছি না। আমরা সবাই মানুষ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেছে যে ওদের কিছুতেই ঠিক করা সম্ভব নয়। ওরা নিজেরাও এই বিকৃতির কারণে কষ্ট পায়, আমাদেরও কষ্ট দেয়। এদের জীবনকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখা উচিত।"

"নিজেকে আদালত মনে করে কি আনন্দ পান?"

এড গ্রেসন কথাটায় রাগ না করে হাসলো। "আদালত কি ড্যান মার্সারের ব্যাপারে ঠিক রায় দিয়েছে?"

"না।"

"তাহলে এখানে আদালতের তুলনায় আমাদের সিদ্ধান্তই ভালো, তাই না?"

ওয়েন্ডি কথাটা চিন্তা করে দেখলো। "গতকাল কোর্টে আপনি কেন বললেন আমি মিথ্যা কথা বলেছি?"

"কারণ তুমি আসলেই বলেছো। মার্সার আত্মহত্যা করলো কি করলো না এ ব্যাপারে তোমার কোনো মাথাব্যাথা ছিলো না। তুমি ওর বাড়িতে ঢুকেছিলে কারণ তুমি ভেবেছিলে ও সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলবে।"

নীরবতা।

এড উঠে কিচেনে গেলো। "আমি একটু পানি খাই?"

"হ্যা, অবশ্যই। গ্লাসগুলো আপনার বাঁয়ে রাখা।"

গ্রেসন ট্যাপ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বললো, "আমার এক বন্ধু আছে। উকিল। বেশ সফলই বলা যায়। কয়েক বছর আগে ও আমাকে বলেছিলো আমেরিকা যে ইরাকে যুদ্ধ করছে এটার ও অনেক বড় সাপোর্টার। আমাকে যুক্তির পরে যুক্তি দেখিয়েছে, বলেছে ইরাকিরা সাদ্দামের হাত থেকে স্বাধীনতা চায়। আমি ওকে বললাম, তোমার তো একটা ছেলে আছে, তাই না? ও বললো হ্যা আছে, কলেজে পড়ে। আমি বললাম সত্যি করে বলো তো, তুমি কি ওকে এই যুদ্ধে পাঠাতে রাজি আছো? ধরো ঈশ্বর নিজে নেমে এসে তোমাকে বললো, তোমার ছেলেকে যদি এই যুদ্ধটায় পাঠাও, তাহলে ও মারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে, কিন্তু অন্য সবাই সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসবে। ইরাকিরা স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। তুমি কি তাতে রাজী আছো?"

এড গ্রেসন গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিলো।

"ও কি জবাব দিলো?" প্রশ্ন করলো ওয়েন্ডি।

"তুমি হলে কি করতে?"

"আমি তো আপনার যুদ্ধবাদী উকিল বন্ধু নই।"

"ভালোই পাশ কাটালে," গ্রেসন হাসলো। "সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা কেউই এখানে হ্যা বলবো না। নিজের বাচ্চাকে কেউই বলি দিতে চায় না, সেটা যতো মহান উদ্দেশ্যেই হোক।"

"কিন্তু হাজার হাজার মানুষ তো ঠিকই নিজের বাচ্চাদের যুদ্ধে পাঠাচ্ছে।"

"হ্যা, যুদ্ধে, কিন্তু মৃত্যুতে নয়। এদু'টোর মধ্যে পার্থক্য আছে। যুদ্ধে গেলেও বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজের সন্তানকে কেউ ঠেলে দিতে পারে না।"

গ্রেসন ওয়েন্ডির দিকে তাকালো।

"আমি কি এখন হাততালি দেবো?" ওয়েন্ডি জানতে চাইলো।

"তোমার কি মনে হয় আমি ভুল কিছু বলেছি?"

"এতো আনুমানিক কোনো কিছু নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে হয় না।"

"হ্যা, জিনিসটা আনুমানিক। কিন্তু ওয়েন্ডি, আমাদের দু'জনের এ প্রশ্নটার একটা অংশ হলেও ভেবে দেখা উচিত। ড্যান আমার বাচ্চাকে আর কিছু করতে পারবে না, তোমার ছেলেও ওর জন্যে বেশি বড় হয়ে গেছে। এজন্যেই কি তুমি ওকে ছেড়ে দিতে রাজি আছো?"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না।

"তুমি চুপ করে থাকলে সমস্যাটা চলে যাবে না, ওয়েন্ডি।"

"আমি আইন নিজের হাতে নেয়া পছন্দ করি না, মিঃ গ্রেসন।"

"তোমাকে নিতে হবেও না।"

গ্রেসন ওর চোখের দিকে তাকালো। "চিন্তা করে দেখো, যদি তখন তোমার কাছে সুযোগ থাকতো, আরিয়ানা ন্যাসব্রোকে কি তুমি ছেড়ে দিতে?"

"থামুন," ও বললো।

"বারবার ও মদ খেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, বার বার–"

"চুপ করুন, এক্ষুনি!"

এড গ্রেসন মাথা ঝাঁকালো, ওর চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। "আমার বোধহয় যাওয়া উচিত।" ও কিচেন থেকে বের হয়ে বাইরের দরজার দিকে এগোলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার প্রস্তাবটা ভেবে দ্যাখো, ঠিক আছে? এর চেয়ে বেশি আর কিছু চাই না তোমার কাছে। আমরা দু'জন কিন্তু একই জিনিস চাই। ন্যায়বিচার। তুমিও সেটা জানো।"

আরিয়ানা ন্যাসব্রো।

গ্রেসন চলে যাবার পরও ওয়েন্ডির মাথায় শুধু একটা চিন্তাই ঘুরতে লাগলো। আরিয়ানা ন্যাসব্রো। ওর চিঠিটা।

"যদি তখন তোমার কাছে সুযোগ থাকতো, আরিয়ানা ন্যাসব্রোকে কি তুমি ছেড়ে দিতে?"

না, ও ছাড়তো না। ছাড়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। ওয়েন্ডি নিজের হাতে ওই হারামজাদীর টুঁটি চিপে মারতো। তারপর ওর লাশের চারপাশে নাচতে নাচতে গান গাইতো।

ওয়েন্ডি উঠে নিজের কম্পিউটারে বসলো ই-মেইল চেক করার জন্য। ড্যান মার্সার নিজের কথা রেখেছে। ওর সাথে কোথায় কখন দেখা করতে হবে সেটা মেইল করে জানিয়ে দিয়েছে। ওয়াকারটাউন নামে একটা জায়গা, নিউ জার্সিতে। ওয়েন্ডি জীবনেও জায়গাটার নাম শুনে নি। ইন্টারনেটে চেক করে দেখলো ও জায়গাটা কোথায়। ওর বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। হয়তো এক ঘন্টার রাস্তা। ও ঘড়ি দেখলো। মার্সার ২টার সময় যেতে বলেছে। ওর হাতে এখনও চার ঘন্টা আছে।

ও গোসল সেরে রেডি হলো। ওর মাথা থেকে কিছুতেই আরিয়ানা ন্যাসব্রোর চিঠিটার কথা যাচ্ছে না। ও এক দৌড়ে নীচতলায় নেমে এলো। ওয়েস্টবাস্কেটটা ঝাড়া দিতেই সাদা রঙের খামটা বেরিয়ে পড়লো। কিচেনের টেবিল থেকে একটা ছুরি নিয়ে খামের মুখটা কাটলো। ভেতরে ঝকঝকে সাদা একটা কাগজ, ও স্কুলে থাকতে যেমন কাগজে লিখতো ঠিক তেমনি।

ওয়েন্ডি কিচেনে দাঁড়িয়েই পুরো চিঠিটা পড়ে ফেললো। প্রত্যেকটা শব্দ। নতুন কিছু নেই। এসব ওয়েন্ডি আগে একশ'বার দেখেছে। আরিয়ানা ন্যাসব্রো লিখেছে কিভাবে ও "নিজের ভুল বুঝতে পারে এখন," ও "আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে," আর "ও আগের ভুলগুলো শুধরাতে চায়।" হারামজাদীর সাহস কতো বড়, ও লিখেছে "আমার জীবন অনেক কষ্টের ছিলো, কিন্তু এখন আমি মানুষকে ক্ষমা করতে শিখেছি, আর আমি চাই তুমি আর চার্লিও এই চমৎকার অনুভূতিটা উপভোগ করো।"

আর সহ্য করা সম্ভব না।

ওয়েন্ডি দ্রুত পায়ে হেঁটে ড্রয়ারটা এক ঝটকায় খুলে গাড়ির চাবি বের করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চমৎকার অনুভূতি উপভোগ করাচ্ছি তোকে হারামজাদী।

আরিয়ানা হাফওয়ে হাউস নামে একটা রিহ্যাব সেন্টারে থাকে। ওয়েন্ডির বাড়ি থেকে জায়গাটার দুরত্ব প্রায় এক ঘন্টার, কিন্তু ওয়েন্ডি আজকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লো। দড়াম করে হাফওয়ে হাউসের দরজা খুলে রিসেপশনিস্ট মহিলাকে ও বললো আরিয়ানা ন্যাসব্রোর সাথে দেখা করতে এসেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে আরিয়ানা ন্যাসব্রোর আবির্ভাব হলো। ওয়েন্ডি গত সাত বছরে ওকে একবারও দেখে নি। শেষ দেখা হয়েছে কোর্টে, জাজ যখন ওকে মদ খেয়ে কার অ্যাক্সিডেন্ট করার সাজার রায় দিচ্ছিলো। ওর চেহারায় তখন ফুটে উঠেছিলো আতংক আর দুঃখ। ওর কাঁধগুলো অদৃশ্য কোনো বোঝার ভারে ঝুঁকে পড়েছিলো।

কিন্তু এই মহিলা, আজকে যে ওয়েন্ডির সামনে এসেছে, তার সাথে আগের আরিয়ানা ন্যাসব্রোর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই মেয়েটা পিঠ খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, ওর পরিষ্কার চুল ছোটো করে কাটা। সরাসরি ওয়েন্ডির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়েন্ডির দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো এই নতুন আরিয়ানা : "আসার জন্য ধন্যবাদ, ওয়েন্ডি।"

ওয়েন্ডি ওর হাতটাকে দেখেও না দেখার ভান করলো। "আমি তোমার জন্য আসি নি।"

আরিয়ানা হাসতে চেষ্টা করলো। "আমার সাথে একটু হাঁটবে?"

"না, আরিয়ানা। আমি তোমার সাথে হাঁটার জন্যেও আসি নি। তোমার চিঠিগুলোতে তুমি লিখেছো তোমার ভুলগুলো তুমি শুধরাতে চাও, তাই না?"

"হ্যা।"

"তাহলে শুনে রাখো কিভাবে শুধরাতে পারবে আমাকে এসব ফালতু চিঠি আর পাঠিও না। তোমার চিঠিতে থাকে শুধু তোমার কথা, 'তুমি' কতো সরি, 'তোমার' কতোটা উন্নতি হচ্ছে, 'তোমার' জীবন বদলে গেছে এই রিহ্যাব সেন্টারে আসার পর...আমি এগুলো জানতে চাই না। এটা তো রিহ্যাব সেন্টারে তোমার প্রথমবার নয়, তাই না?"

"না," আরিয়ানা বললো। ওর চিবুক উঁচু।

"আমার স্বামীকে খুন করার আগেও তুমি দুইবার রিহ্যাবে থেকেছো, তাই না?"

"ঠিক," আরিয়ানার গলাটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শান্ত মনে হলো।

"তোমার তো আগেও এমন উন্নতি হয়েছে, ঠিক?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা, কিন্তু এবার ডক্টররা বলছে–"

ওয়েন্ডি একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলো। "আমি শুনতে চাই না। আমার এসবে কিছু আসে যায় না। আরিয়ানা, তুমি যদি সত্যি সত্যি নিজের আগের ভুলগুলো শুধরাতে চাও, তাহলে সেটা তুমি একভাবেই করতে পারো। বাইরে যেয়ে একটা বাসের নীচে ঝাঁপ দাও। জানি কথাটা শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু তোমার এসব 'উন্নতিতে' কারও কোনো লাভ নেই। যদি তুমি এর আগেরবার রিহ্যাবে থাকতেই মারা যেতে, তাহলে আমার স্বামী আজও বেঁচে থাকতো। চার্লির বাবা বেঁচে থাকতো। তুমি কি আমাকে কথা দিতে পারবে তুমি মদের নেশা ছেড়ে দিয়েছো, পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছো?"

"পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া কখনওই সম্ভব নয়–"

"তাহলে এসব চিঠি পাঠিয়ে আমার সময় নষ্ট কোরো না। যদি আসলেই চাও মানুষ তোমাকে ক্ষমা করে দিক, তাহলে যেটা বললাম সেটাই করো। মারা যাও। যদি তাও না করতে পারো, তাহলে আমাকে আর আমার ছেলেকে কক্ষনো, কক্ষনো সান্ত্বনা দিতে এসো না। আমরা কখনওই তোমাকে ক্ষমা করবো না, কারণ তুমি যা করেছো সেটা ক্ষমা করার মতো কাজ নয়।"

ওয়েন্ডি থামলো, তারপর ঘুরে গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে এলো।

গাড়িতে উঠে চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে ও ভাবলো, আরিয়ানা ন্যাসব্রো শেষ। এবার ড্যান মার্সার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

মার্সিয়া টেডের পাশে সোফায় বসে আছে। ওদের উলটো দিকে বসে আছে এসেক্স কাউন্টির এক গোয়েন্দা, ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট। ও প্রতি সপ্তাহেই আসে, ওদের হারানো মেয়ের ব্যাপারে কোনো খবর পাওয়া গেছে কিনা সেটা জানতে।

মার্সিয়া জানে ও কি বলবে।

ফ্র্যাংক হালকা বাদামী রঙের একটা সুট আর একটা মলিন টাই পরে আছে। লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে, ওর রিটায়ার করার বয়স প্রায় এসে গেছে। ওর চোখের মধ্যে সেই অভিজ্ঞ, ক্লান্ত দৃষ্টিটা এসে পড়েছে, অনেকদিন একই চাকরিতে থাকলে মানুষের যেটা আসে। মার্সিয়ার কানে এমন কয়েকটা কথাও এসেছে যে ফ্র্যাংক এখন আর আগের মতো কাজ করতে পারে না, ওর বয়স ওকে কাবু করে ফেলেছে। একারণেই নাকি ওকে হেইলির কেসটা দেয়া হয়েছে।

কিন্তু মার্সিয়া কখনও নিজের চোখে এমন কিছু দেখে নি যাতে ওর এই গুজবটা সত্যি মনে হবে। আর ট্রেমন্ট অন্তত এখনও আসে ওদের কাছে, ওদের সাথে কথা বলে। যখন হেইলির কেসটা প্রথম প্রচার হয়েছিলো তখন মার্সিয়ার ঘর ভরে গিয়েছিলো পুলিশ, এফবিআই আর ন্যাশনাল সার্ভিসের লোক দিয়ে। এক এক করে সব কমতে কমতে এখন শুধু এই বয়স্ক, ক্লান্ত লোকটা বাকি আছে।

প্রথম প্রথম মার্সিয়া সব অফিসারকে কফি দিতো, বিস্কিট দিতো। এখন এসব ভদ্রতার দিন শেষ হয়ে গেছে। ও জানে ফ্যাংক ট্রেমন্ট এখন বসে বসে ভাবছে কিভাবে ও আরও একবার বলবে যে হেইলির কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

"সরি," ফ্রাংক বললো।

টেড যেনো এটা শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। কথা শুনবার সাথে সাথে ওর কাঁধদু'টো ঝুলে পড়লো। ওর চোখ দু'টো পিট পিট করে কান্না আটকালো। মার্সিয়া এতোদিন একসাথে থাকার পর জানে যে টেড একজন চমৎকার স্বামী, ভালো বাবা, কিন্তু ওর নিজেকে শক্ত রাখার ক্ষমতা একদম নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মার্সিয়া ট্রেমন্টের ওপর থেকে চোখ সরায় নি। "তো এখন আপনারা কি করবেন?"

"আমাদের খোঁজ জারি থাকবে।"

"কিভাবে?" মার্সিয়া আবার প্রশ্ন করলো। "মানে, আর কি করতে পারবেন আপনারা?"

ট্রেমন্ট নিজের মুখ একবার খুলে আবার বন্ধ করে ফেললো। "আমি জানি না, মার্সিয়া।"

এবার টেডের গাল বেয়ে ঝরঝর করে কান্না ঝরে পড়লো। "আমি বুঝি না," ও এ কথাটা আগেও অনেকবার বলেছে। "এতোদিনেও আপনারা কিছুই জানতে পারলেন না?"

ট্রেমন্ট কিছু বললো না।

"এতো আধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, কোনো কিছুতেই কাজ হলো না..."

টেডের কথাগুলো যেনো দূরে কোথাও মিলিয়ে গেলো। ও মাথা ঝাঁকালো। ব্যাপারটা ও এখনও বুঝতে পারছে না, বা বুঝলেও মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু মার্সিয়া পারছে। হেইলির হারিয়ে যাবার আগপর্যন্ত ওরা ছিলো একটা টিপিক্যাল আমেরিকান পরিবার, যারা টিভিতে ডিটেকটিভ সিরিজ দেখে মনে করতো পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবতা অনেক আলাদা। পুলিশের প্রযুক্তি কোনো জাদু নয়। এমনকি কলোরাডোর পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওদের বিউটি কুইন, জোন বেনেটকে যে খুন করেছে তাকেও বের করতে পারে নি। মার্সিয়ার এটাও মনে আছে যখন এলিজাবেথ স্মার্ট নামে চৌদ্দ বছর বয়সী এক মেয়েকে নিজের বেডরুম থেকে কিডন্যাপ করা হলো, মানুষ অধীর আগ্রহে করছিলো এফবিআই'র এক্সপার্টরা ওর ডিএনএ বিশ্লেষন করে কেসটা খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে ফেলবে। মিডিয়া-টিডিয়া সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো প্রযুক্তি কিভাবে অপরাধের যম হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে। তখন একজনেরও মাথায় আসে নি ওদের বাসায় যে ছন্নছাড়া লোকটা কাজ করতো তার খবর নেবার। এলিজাবেথ হারিয়ে যাবার রাতেই ওর বড় বোন লোকটাকে ওদের এলাকায় ঘুরঘুর করতে দেখেছে। এখন মানুষ এতো বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে যে সহজ জিনিসগুলো চিন্তা করে না।

মার্সিয়া এখন জানে, বাস্তবে অপরাধ করে পার পেয়ে যেতে হলে খুব চালাক হওয়া লাগে না।

বাস্তবে আমরা কেউ নিরাপদ নই।

"আপনারা কি আমাকে নতুন কিছু জানাতে পারবেন?" ট্রেমন্ট বললো। "যে কোনো কিছু?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমরা যা যা জানি সবকিছুই বলেছি," টেড বললো।

ট্রেমন্ট মাথা ঝাঁকালো। আজকে ওকে দেখতে বেশিই ক্লান্ত লাগছে। "আমরা এরকম কেস আগেও দেখেছি, যেখানে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটা হঠাৎ একদিন নিজে থেকেই আবার উদয় হয়। হয়তো ওর রাগ ছিলো পরিবারের কারও ওপর, বা ওর গোপন কোনো প্রেমিক ছিলো।"

ও এ জিনিসটা আগেও বোঝাবার চেষ্টা করেছে। টেড, মার্সিয়া, ফ্র্যাংক এবং অন্য সবাই আশা করছে যেনো এ ধারণাটাই সত্যি হয়।

"কানেক্টিকাটে এরকম আরেকটা মেয়ের কেস আছে," ট্রেমন্ট বললো। "বখাটে একটা ছেলের পাল্লায় পড়েছিলো। ওকে প্রেমের নামে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। তিন মাস পরে মেয়েটা নিজে থেকেই ফিরে আসে।"

টেড চোখে আশা নিয়ে মার্সিয়ার দিকে তাকালো। মার্সিয়া মনে মনে অনেক চাচ্ছিলো নিজের চোখেও একটু আশা ফুটিয়ে তুলতে কিন্তু পারলো না। টেড আহত চেহারা নিয়ে উঠে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো।

জিনিসটা অদ্ভুত, মার্সিয়ার মনে হলো। ব্যাপারটা শুধু ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে। এটা ঠিক যে কোনো বাবা-মাই মানতে চায় না ওরা নিজেদের বাচ্চাদের পুরোপুরি চেনে না। মানতে চায় না যে ওদের বাচ্চা আসলে ওদের সাথে সুখী ছিলো না। পুলিশ টেড আর মার্সিয়ার সামনে হেইলির সবগুলো সমস্যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছে। ও ওর পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায় নি, ক্লাসের একটা কম্পিটিশনে জিততে পারে নি, আর হ্যা, ওর পছন্দের একটা ছেলেও হয়তো ওকে পাত্তা দেয় নি। কিন্তু তো কি হয়েছে? সব কিশোর-কিশোরীর জীবনেই এরকম হাজারো ঘটনা থাকে।

মার্সিয়া জানে আসলে কি হয়েছে। সেই প্রথম দিন থেকেই জানে। প্রিন্সিপ্যাল জিকারের কথা মনে পড়ে গেলো ওর। ওর মেয়ের খারাপ কিছু হয়েছে। খুব খারাপ।

"ফ্র্যাংক?" মার্সিয়া বললো।

ফ্র্যাংক দরজার কাছ থেকে ফিরে তাকালো ওর দিকে।

"আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।"

মার্সিয়া উঠে ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বের করলো। তারপর এসে ছবিটা ফ্র্যাংকের হাতে দিলো।

ফ্র্যাংক ছবিটায় চোখ বুলালো। "আমি আগেও এটা দেখেছি। তোমরা সবাই ডিজনিওয়ার্ল্ডে গিয়েছিলে। হেইলি মিকি মাউসের পাশে দাঁড়িয়ে এই ছবিটা তুলেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ও হারিয়ে যাবার তিন সপ্তাহ আগে এই ছবিটা তোলা হয়েছে।"

"হ্যা, জানি।"

"ওর চোখগুলো দেখুন, ফ্র্যাংক।"

ফ্র্যাংক আবার ছবিটার দিকে তাকালো।

"আপনার কি মনে হয় এই মেয়েটা হঠাৎ করে ঠিক করেছে যে ও কাউকে না বলে বাসা থেকে পালিয়ে যাবে? আপনার কি মনে হয় এই মেয়েটা এতো চালাক যে ও কখনও নিজের মোবাইল ফোন বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবে না পুলিশ ওকে ধরে ফেলবে দেখে?"

"না," ফ্র্যাংক বললো। "আমার তা মনে হয় না।"

"প্লিজ ফ্র্যাংক, ওকে খুঁজে বের করুন।"

"আমরা তাই করছি, মার্সিয়া। আমি কথা দিলাম আপনাকে।"

ওয়েন্ডির গাড়ি একটা পরিত্যাক্ত ট্রেইলার পার্কে এসে থামলো। জায়গাটা এতো ফাঁকা যে দেখতে ভূতুড়ে লাগছে। একটা শব্দও শোনা যাচ্ছে না। একটা ট্রেইলার দাঁড়িয়ে আছে শূন্যতার মাঝে।

এখানেই ড্যান মার্সার ওকে আসতে বলেছে।

ওয়েন্ডি নিজের মোবাইলটা চেক করলো। নেটওয়ার্ক নেই। ওর একটু নার্ভাস যে লাগছিলো না তা নয়। তাও ও এগিয়ে গেলো ট্রেইলারটার দিকে। ও দরজাটায় টোকা দিতে যাবে এমন সময় সরাৎ করে দরজাটা খুলে গেলো।

ড্যান মার্সারের চেহারাটা দেখে এক কদম পিছিয়ে এলো ওয়েন্ডি।

"কি হয়েছে তোমার?"

"ভেতরে এসো," ড্যানের ফোলা চোয়ালের কারণে কথাগুলো অস্পষ্ট শোনালো। ওর নাক বসে গিয়েছে। সারা চেহারায় কালচে নীল ছোপ। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, ওর হাত আর চেহারায় গোল গোল আগুনের ছ্যাঁকার দাগ দেখা যাচ্ছে। একটা দাগ মনে হলো ওর গালে ফুটো করে দিয়েছে।

"এগুলো কি সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ?"

ড্যান কাঁধ ঝাঁকালো। "আমি ওদের ট্রেইলারের ভেতরে সিগারেট খেতে মানা করেছিলাম। ওরা সেটাতে রাগ করেছে।"

"কারা?"

"এটা জোক ছিলো, ওয়েন্ডি।"

"হ্যা, সেটা বুঝতে পেরেছি। কারা মেরেছে তোমাকে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড্যান উত্তর দিলো না। "আসো, ভেতরে আসো।"

"আমরা বাইরেই থাকি, কেমন?"

"কেন, ওয়েন্ডি? তুমিই তো বললে আমি তোমাকে কিছু করবো না কারণ তুমি কোনো বাচ্চা মেয়ে নও।"

"তাও," ও বললো।

"আমার আপাতত বাইরে বের হবার কোনো ইচ্ছা নেই।"

"ইচ্ছা না থাকলেও বের হও।"

"তাহলে গুডবাই। সরি তোমার শুধু শুধু এতদুর আসতে হলো।"

ড্যান দরজাটা বন্ধ করে দিলে ওয়েন্ডি এক সেকেন্ড অপেক্ষা করলো। তারপর দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লো ট্রেইলারের ভেতরে।

ড্যান ভেতরেই বসে ছিলো।

"তোমার চুল..." ওয়েন্ডি বললো।

"কি হয়েছে আমার চুলের?"

ড্যানের চুল আগে ঢেউ খেলানো, বাদামী রঙের ছিলো। এখন বিশ্রী, হলুদ একটা রঙ।

"তুমি নিজেই ডাই করেছো?"

"না না, কি বলো। শহরের সবচেয়ে দামি সেলুনে গিয়ে করিয়ে এনেছি।"

ওয়েন্ডি না চাইতেও এবার ওর মুখে একটা ছোট্ট হাসি ফুটে উঠলো। "একদম নায়কের মতো লাগছে।"

"তাই না? আমারও তাই মনে হয়।"

ড্যান ওর থেকে একটু দূরে সরে গেলো। যেনো ও নিজের ভাঙ্গা চেহারাটা ওয়েন্ডিকে দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে। ওয়েন্ডি ট্রেইলারের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আলো আসবার রাস্তা বন্ধ হওয়াতে ট্রেইলারটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

ড্যানকে দেখতে ছোটো লাগছিলো। ওয়েন্ডির মনে পড়লো ওর ড্যানের ওপর এতো রাগ থাকার অন্যতম একটা কারণ হলো এই, ও ড্যানকে প্রথমে বিশ্বাস করেছিলো। ওর একটা রিপোর্টের জন্য ও ড্যানের সেন্টারের ওপর রিসার্চ করেছিলো, তখন ওর আসলেই মনে হয়েছিলো ড্যান একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ, যে অসহায় বাচ্চাদের উপকার করতে চায়। আরও আশ্চর্য, ও সেটার বদলে মানুষের প্রশংসাও চায় না।

তাছাড়া ড্যান দেখতেও খারাপ ছিলো না। ওর চোখগুলো গভীর, চিন্তাপূর্ণ। কথাবার্তাতেও রসিক, বিনয়ী। ওয়েন্ডি হয়তো মনে মনে এটাও আশা করছিলো ড্যান ওকে পছন্দ করবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন কথাটা মনে পড়তে ওর গা ঘিনঘিন করে উঠলো।

ট্রেইলারের অন্য কোণা থেকে ড্যানও ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো। *কিন্তু এখন আর তোমার ওই দৃষ্টি আমার ওপর কাজ করবে না,* ওয়েন্ডি মনে মনে বললো। *তুমি একটা মিথ্যুক, হারামী লোক। বিনয় আর হাসি দিয়ে তুমি নিজের আসল চেহারা ঢেকে রাখো।*

ওর মাথা জানে একথাগুলো সত্যি, কিন্তু ওর মন কেন যেনো মানতে চায় না।

কিন্তু ওয়েন্ডির মন আগেও ভুল করেছে।

"আমার কোনো দোষ নেই, ওয়েন্ডি।"

হ্যা, ওয়েন্ডি মনে মনে বললো। আরিয়ানা ন্যাসব্রোও একই কথা মনে করে।

"হ্যাঁ, সেটা তুমি আমাকে ফোনেও বলেছো। এখন ব্যাখ্যা করো।"

ড্যানকে দেখে মনে হলো কি বলবে বুঝতে পারছে না। "আমার গ্রেফতারের পর থেকে তো তুমি আমার ওপর তদন্ত করছো, তাই না?"

"তো?"

"আমি যে সেন্টারে কাজ করতাম, সেখানকার বাচ্চাদের সাথে তোমার কথা হয়েছে? কতজনের সাথে?"

"তাতে কি আসে যায়?"

"কতজনের সাথে, ওয়েন্ডি?"

ওয়েন্ডি বুঝতে পারছিলো ড্যান কি বলবে। "সাতচল্লিশ জন।"

"কতজন বলেছে আমি ওদের ওপর যৌন নির্যাতন করেছি?"

"একজনও না। অন্তত সামনাসামনি। কিন্তু বেনামীভাবে অনেকেই স্বীকার করেছে।"

"বেনামীভাবে," ড্যান ওর কথার পুণরাবৃত্তি করলো। "সেটা তো যে কেউই করতে পারে।"

"যেসব বাচ্চারা সবার সামনে স্বীকার করার সাহস পাচ্ছে না তারাই করেছে।"

"নাও হতে পারে।"

"এতে প্রমাণ হয় না যে তুমি নিরপরাধ, ড্যান।"

"হাহ্।"

"কি হয়েছে?"

"তুমি এখন জাজ হয়ে গেছো?"

ওয়েন্ডি প্রসঙ্গ বদলে ফেললো। "জানো তোমার ওপর তদন্ত করবার সময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কি পেয়েছি?"

ড্যান মনে হলো নিজের শরীর গুটিয়ে আরও ছোটো করে ফেলেছে। "কি?"

"কিচ্ছু না। তোমার কোনো বন্ধু নেই, পরিবার নেই, কারও সাথে যোগাযোগ নেই। শুধু তোমার এক্স-ওয়াইফ, জেনা হুইলার, আর তোমার সেন্টার ছাড়া পৃথিবীর সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"আমি ছোট থাকতেই আমার বাবা-মা মারা গিয়েছে।"

"হ্যা জানি, তুমি অরিগনের একটা এতিমখানায় বড় হয়েছো।"

"তো?"

"তোমার অতীত অনেক রহস্যময়।"

"আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে, ওয়েন্ডি।"

"হুম্‌ম্‌। কিন্তু সেদিন রাতে ওই বাড়িতে কিন্তু তুমি ঠিক সময়েই এসে উপস্থিত হয়েছিলে।"

"আমি ভেবেছিলাম একটা বাচ্চা বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চাচ্ছে।"

"ও আচ্ছা। তুমি তো দেখি পুরা হিরো।"

"চায়না আমার সাহায্য চেয়েছিলো।"

"ওর নাম আসলে ডেবরাহ। ও আমাদের স্টুডিওতেই কাজ করতো। ওর গলা একদম তোমার এই রহস্যময়ী মেয়ের মতোই, নাকি?"

"দূর থেকে শুনেছি, তাই বুঝতে পারি নি," ড্যান বললো। "ওটাই তোমাদের ফাঁদ ছিলো, তাই না? যে আমার মনে হবে ও গোসল করে বেরিয়ে এসেছে?"

"তুমি কি ভেবেছিলে তুমি চায়না নামের একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে, তোমার সেন্টারের?"

"হ্যা।"

"আচ্ছা। আমি কিন্তু তদন্তের সময় এই চায়নার ব্যাপারেও খোঁজ করেছি। তোমাকে নিয়ে পুলিশের স্কেচ আর্টিস্টের সাথে বসেছিলাম, মনে আছে?"

"হ্যা।"

"আর তোমার বর্ণনা শুনে যে চেহারা স্কেচ করা হয়েছিলো সেটা আমি ওই এলাকার সবাইকে দেখিয়েছি। কেউ চেনে নি ওকে। একজনও না।"

"আমি তোমাকে আগেও বলেছি, ও আমার সাথে গোপনে যোগাযোগ করেছে।"

"আচ্ছা। আর তোমার ল্যাপটপ থেকে যে অশ্লীল মেসেজগুলো পাঠানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে সেটাও অন্য কারও কাজ, নাকি?"

ড্যান কিছু বললো না।

"আর শুধু তাই না, যেসব ছবি আমরা পেয়েছি সেগুলোও তোমার কম্পিউটারে অন্য কেউ রেখে গেছে। আর গ্যারেজের ছবিগুলো? সেগুলো তোমার পাশের বাসার লোকটার, তাই না?"

ড্যান চোখ বুজে ফেললো। ওর চেহারায় পরাজয়ের ছাপ।

"তোমার কি করা উচিত জানো ড্যান? আদালত তো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন একটা ভালো দেখে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও।"

ড্যান মাথা ঝাঁকালো। ওর ঠোঁটের কোণায় ছোট্ট একটা হাসি ফুটে উঠলো।

"কি?"

ও ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। "তুমি তিন বছর ধরে যৌন অপরাধীদের ধাওয়া করছো, ওয়েন্ডি। তাও তুমি জানো না?"

"কি জানি না?"

ড্যানের চাপা গলা ভেসে এলো ট্রেইলারের কোণা থেকে, "যৌন বিকৃতির চিকিৎসা হয় না।"

ওয়েন্ডির গা শিউড়ে উঠলো।

ঠিক তখনই ট্রেইলারের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেলো।

ওয়েন্ডি লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলো। দরজা দিয়ে একটা মুখোশ পরা লোক ঢুকলো ভেতরে।

লোকটার হাতে একটা পিস্তল।

ড্যানও পিছিয়ে গেলো। ও নিজের হাত উঁচু করে ফেললো। "দাঁড়াও, দাঁড়াও..."

মুখোশপরা লোকটা ওর দিকে পিস্তল তাক করলো। ওয়েন্ডি আরও পিছিয়ে গেলো, লোকটার থেকে আরও দূরে, আর তখনই পিস্তলটা গর্জে উঠলো।

কোনো হুমকি নেই, কথা নেই। শুধু বদ্ধ একটা ঘরে পিস্তলের কান ফাটানো শব্দ।

ড্যানের শরীরটা ঘুরে মুখ থুবড়ে পড়লো।

চিৎকার করে উঠলো ওয়েন্ডি। ও পুরনো একটা সোফার নিচে যেয়ে লুকালো, যেনো তাতে ও বাঁচতে পারবে। ড্যানের শরীরটা দেখতে পেলো, নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। রক্তের একটা পুকুর তৈরি হয়েছে ওর মাথাকে ঘিরে। খুনি এগিয়ে এলো ড্যানের দিকে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পদক্ষেপে। ড্যানের শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা ড্যানের মাথার দিকে তাক করলো।

আর তখনই ঘড়িটা ওয়েন্ডির চোখে পড়লো।

এড গ্রেসনের ঘড়ি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সবকিছু যেনো স্লো-মোশন হয়ে গেলো। ওয়েন্ডি খুনির হাইট খেয়াল করলো। এড গ্রেসনের সাথে মিলে যায়। শরীরের কাঠামোটাও।

ও আরও দুইবার ড্যানের মাথায় গুলি করলো। ড্যানের শরীর কেঁপে উঠলো আঘাতের জোরে। ওয়েন্ডির বুক কেঁপে উঠলো। ও জোর করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলো। এখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা না করলে ও বাঁচতে পারবে না।

এখন দু'টো রাস্তা আছে ওর সামনে।

এক, গ্রেসনের সাথে কথা বলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে ড্যানকে মারাতে ও খুশি হয়েছে।

দুই, দৌড়ে ট্রেইলার থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে।

দু'টো রাস্তাতেই সমস্যা আছে। প্রথমটা করতে গেলে গ্রেসন ওকে বিশ্বাস করবে কিনা সন্দেহ আছে। মাত্র দুই ঘন্টা আগেই ও গ্রেসনের মুখের ওপর মিথ্যা কথা বলেছে। ও বলেছিলো ড্যানের সাথে দেখা করতে আসবে না।

তাহলে আর একটাই রাস্তা থাকে...

ও উঠে দৌড় লাগালো খোলা দরজার দিকে।

"থামো!"

ও মাথা নিচু রেখে ছুটে বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে।

"দাঁড়াও!"

প্রশ্নই আসে না, ও মনে মনে বললো।

"বাঁচাও!" চেঁচিয়ে উঠলো ও।

কোনো উত্তর নেই। পার্ক এখনও খালি।

এড গ্রেসন দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো। এখনও ওর হাতে পিস্তল ধরা। ওয়েন্ডি ছুটতে থাকলো। অন্য ট্রেইলারগুলো অনেক দূরে।

গুলির শব্দ হলো।

লুকাবার একটাই জায়গা আছে, গাড়ির পেছনে। ওয়েন্ডি সেদিকে দৌড় দিলো। আবার গুলির শব্দ হলো ওর পেছনে। ও ডাইভ দিয়ে পড়লো গাড়ির পেছনে।

ও কি গাড়ির ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করার ঝুঁকিটা নেবে? আর কি উপায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে ওর? এখানে বসে থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেসন এসে ওকে গুলি না করে দিচ্ছে?

ও প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে গাড়ির রিমোটটা বের করে আনলো। একটা সুইচ চাপতে গাড়ির দরজা আনলক হয়ে গেলো। চার্লি জোর করে এই গাড়িটা কিনিয়েছিলো, এটার রিমোট আছে দেখে। ওয়েন্ডির এখন ওকে চুমু দিতে ইচ্ছা করছে।

আরেকবার সুইচটা চাপতে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলো।

ওয়েন্ডি মাথা নিচু করে ড্রাইভিং সিটের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকবার সময় জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়লো ওর। পিস্তলটা ঠিক গাড়ির দিকে তাক করা। ও ঝট করে সিটের নিচের জায়গাটায় বসে পড়লো।

আবার পিস্তলের গর্জন।

ওয়েন্ডি কাঁচ ভাঙার শব্দের জন্য অপেক্ষা করলো কিন্তু কিছুই হলো না। এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। ওর হাতের সামনে গাড়ির ব্রেক পেডাল আর অ্যাক্সেলারেটর। ও বাঁ হাত দিয়ে পাশের গিয়ারটা ঘুরিয়ে অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দিলে গাড়িটা মৃদু শব্দ তুলে সামনের দিকে আগানো শুরু করলো। ওয়েন্ডি মনে মনে প্রার্থনা করছিলো যাতে কোনোকিছুর সাথে ধাক্কা না লাগে।

দশ সেকেন্ড কাটলো। গাড়িটা কতোদুর এসেছে?

যথেষ্ট, ও সিদ্ধান্ত নিলো।

ওয়েন্ডি উঠে সিটে বসলো। রিয়ারিভিউ মিররে ও দেখতে পেলো মুখোশপরা গ্রেসন এখনও পিস্তল উঁচিয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে।

ওয়েন্ডির পা সর্বশক্তি নিয়ে অ্যাক্সেলারেটরের ওপর চেপে বসলো। এক হাত হুইলের ওপর রেখে আরেক হাত দিয়ে ও খুঁজে বের করলো ওর মোবাইল ফোনটা। এখনও নেটওয়ার্ক নেই। তাও ও পুলিশের নম্বরটা টিপে কল বাটন চাপলো। লাভ হলো না। ফোনটা বিপ্‌বিপ্‌ করে নিজের অক্ষমতা জানালো। ও গাড়িটা মেইন রোডের দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে আবার চেষ্টা করলো। এবারও লাভ হলো না।

ওর ফোনে নেটওয়ার্ক ফিরে এলো প্রায় তিন মাইল চালাবার পর।

"আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?" একজন মহিলা পুলিশ অফিসারের ভাবলেশহীন, যান্ত্রিক গলা প্রশ্ন করলো।

"আমি একটা খুন রিপোর্ট করতে চাই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ওয়েন্ডি যখন গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ট্রেইলার পার্কটায় ফিরে এলো, দেখতে পেলো ওর জন্য তিনজন পুলিশ অফিসার অপেক্ষা করছে। আরেকজন অফিসার আশেপাশে ঘুরে ঘুরে এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখছে।

"আপনিই কি আমাদের ডেকেছেন?"

"হ্যা।"

"আপনার কি ডাক্তার দেখানো দরকার?"

"না, আমি ঠিক আছি।"

"আপনি ফোনে বলেছিলেন আপনাকে যে ধাওয়া করেছিলো তার কাছে পিস্তল আছে, তাই না?"

"হ্যা।"

"সে কি একাই ছিলো?"

"হ্যা।"

"একটু আসুন আমার সাথে।"

ছেলেটা ওকে একটা পুলিশের গাড়ির কাছে নিয়ে এসে দরজা খুলে ইশারা করলো ওকে ভেতরে ঢুকতে। ওয়েন্ডি একটু ইতস্তত করলো।

"আপনাকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য ঢুকতে বলছি ম্যাডাম। আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না।"

ওয়েন্ডি আস্তে করে ভেতরে ঢুকলো। অফিসার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে যেয়ে বসলো। কিন্তু গাড়িটা চালু না করে ছেলেটা ওকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলো। ও কথার মাঝখানে কয়েকবার ওয়েন্ডিকে থামিয়ে হাতের ওয়্যারলেস রেডিওটা দিয়ে অন্য অফিসারদের জানাচ্ছিলো ওয়েন্ডি কি বলছে। ওয়েন্ডি সবকিছু খুলে বললো, এমনকি ওর সন্দেহের ব্যাপারেও, যে খুনি আসলে এড গ্রেসন।

প্রায় আধাঘন্টা পর একজন বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ অফিসার এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ও ঢোলা একটা রঙ্গিন, ফুলের কাজ করা শার্ট পরে আছে। ও এসে ওয়েন্ডির পাশের দরজাটা খুললো।

"মিস টাইনস, আমি হচ্ছি শেরিফ মিকি ওয়াকার। আপনি একটু বাইরে আসবেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনারা কি ওকে ধরতে পেরেছেন?"

ওয়াকার কোনো জবাব দিলো না। ও হেলেদুলে ট্রেইলার পার্কটার দিকে আগাতে শুরু করলো। ওয়েন্ডি দ্রুত উঠে ওর পিছে পিছে হাঁটা ধরলো। ওর চোখে পড়লো আরেকজন অফিসার স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফ-প্যান্ট পরা একজন মানুষকে জেরা করছে।

"শেরিফ ওয়াকার?"

ওয়াকার ওর দিকে তাকালো না। "আপনি কি বলেছেন যে আপনার মনে হয় মুখোশ পরা লোকটা এড গ্রেসন?"

"হ্যা।"

"আর আপনি এসে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর ও এসে পৌঁছায়?"

"হ্যা।"

"আপনি কি খেয়াল করেছিলেন ও কি গাড়ি চালাচ্ছিলো?"

ওয়েন্ডি ভেবে দেখলো। "না।"

ওয়াকার এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো যেনো ও এই উত্তরটাই আশা করছিলো। ওরা ট্রেইলারে এসে গেছে। ওয়াকার দরজাটা খুলে ওকে ভেতরে যেতে ইশারা করলো। ওয়েন্ডির ভেতরে ঢুকে প্রথম চোখ পড়লো ড্যানের লাশটা যেখানে পড়েছিলো সেখানে।

জায়গাটা খালি।

ও ওয়াকারের দিকে ফিরলো। "আপনারা কি লাশটা সরিয়ে ফেলেছেন?" কিন্তু ও জানে উত্তরটা কি হবে। ও ফিরে আসার সময় কোনো অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পায় নি।

"আমরা কোনো লাশ পাই নি," ওয়াকার বললো।

"বুঝলাম না।"

"এড গ্রেসন বা অন্য কাউকেও পাই নি। আমরা যখন এসেছি তখন ট্রেইলারটা এ অবস্থাতেই ছিলো।"

ওয়েন্ডি কোণার দিকে আঙুল তুললো। "ড্যান মার্সার ঠিক ওখানে পড়ে ছিলো। আমি বানিয়ে বলছি না।"

ওর মনে হলো ও সস্তা কোনো থ্রিলার সিনেমা দেখছে। নায়িকা পুলিশের কাছে কাকুতি-মিনতি করছে "প্লিজ, অফিসার, আমার কথা বিশ্বাস করুন! লাশটা এখানেই ছিলো! কসম!"

ওয়েন্ডির চোখ আবার ওয়াকারের দিকে ফিরলো। ও আশংকা করছিলো ওয়াকারের চোখে অবিশ্বাস আর সন্দেহ দেখবে, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে ওয়াকার বললো : "আমি জানি আপনি বানিয়ে বলছেন না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি কিছু না বলে অপেক্ষা করলো।

"লম্বা করে দম নিন," ওয়াকার বললো। "কিছুর গন্ধ পাচ্ছেন?"

ওয়েন্ডি এবার বুঝতে পারলো। "বারুদ?"

"হ্যা। বেশ নতুন। তাছাড়া ওই দেয়ালটাতেও একটা বুলেটের গর্ত খুঁজে পেয়েছি। মনে হয়েছে পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের, টেস্ট করার পর আরও কিছু তথ্য পাবো। এখন আপনি আমাকে একটা সাহায্য করেন। রুমটা ভালো করে দেখে বলেন আগে যা দেখেছেন তার সাথে মিলছে না এমন কিছু চোখে পড়ে নাকি।

ওয়েন্ডির আগেই একটা জিনিস চোখে পড়েছে। "এখানে একটা কার্পেট ছিলো, সেটা আর নেই।"

ওয়াকার আবার এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো যেনো ও এই কথাটার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। "কি ধরনের কার্পেট?"

"কমলা রঙের। মার্সার গুলি খাওয়ার পর ওই কার্পেটটার ওপরই পড়ে ছিলো।"

"কার্পেটটা ওই কোণাতেই ছিলো? যেখানে দেখালেন একটু আগে?"

"হ্যা।"

"দাঁড়ান, আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।"

ওয়াকার একটু এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের একটা ফুটোর দিকে নিজের মোটা আঙ্গুল তাক করলো। বোঝাই যায় একটা বুলেটের কারণে ফুটোটা হয়েছে। গোল, নিখুঁত।

ওয়াকার জায়গাটায় নিচু হয়ে বসলো।

"এটা দেখতে পাচ্ছেন?"

ছোট ছোট কমলা রঙের সুতার টুকরা। যাক, তাহলে ওয়েন্ডি যে সত্যি কথা বলছে তার আরও প্রমাণ আছে। কিন্তু ওয়াকার সেটা দেখাচ্ছে না। ওর আঙুল অনুসরণ করাতে ওয়েন্ডির আরেকটা জিনিস চোখে পড়লো।

রক্ত।

খুব বেশি না। ড্যান মার্সারের গুলি খাবার পর আরও অনেক রক্ত পড়েছিলো। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট। রক্তের কিছু বড় বড় ফোঁটার সাথে কমলা সুতার টুকরা আটকে আছে।

"কার্পেট চুঁইয়ে নিশ্চয়ই রক্তটা বেয়ে পড়েছে," ওয়েন্ডি বললো।

ওয়াকার মাথা ঝাঁকালো। "বাইরে আমরা একজন সাক্ষী পেয়েছি সে বলছে ও একজন মানুষকে নিজের গাড়িতে একটা রোল করা কার্পেট ভরতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেছে। গাড়িটার মডেল একটা কালো অ্যাকুরা। লাইসেন্স প্লেট নিউ জার্সির। আমরা এর মধ্যেই ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।"

জোরে ডুম-ডুম শব্দ করে থিম মিউজিকটা বেজে উঠলো। খুবই নাটকীয় ভঙ্গিতে। ডুম, ডুম, ডুম।

কালো আলখেল্লা পরা হেস্টার ক্রিমস্টাইন দৃপ্ত পদক্ষেপে জাজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে এলো। ওর প্রত্যেক পদক্ষেপের সাথে সাথে মিউজিক আরও চড়া সুরে উঠতে লাগলো। ভারি গলায় ভয়েস-ওভার শোনা গেলো "সবাই উঠে দাঁড়ান, জাজ হেস্টার এসেছেন।"

স্ম্যাশ কাট করে শো এর টাইটেল দেখা দিলো : ক্রিমস্টাইনের কোর্ট।

হেস্টার যেয়ে চেয়ারটায় বসে পড়লো। "আমি রায় দেবার জন্য প্রস্তুত।"

চার-পাঁচটা মেয়ের সুরেলা গলা কোরাসে গেয়ে উঠলো "রায় হবে...রায়!"

হেস্টার কষ্ট করে দীর্ঘশ্বাস চাপলো। তিন মাস ধরে ও নিজের এই টিভি শোটা রেকর্ড করছে। তিন মাস। এর আগে ও একটা চ্যানেলে খবর পড়তো। ও ছিলো ক্রাইম রিপোর্টার। সেখান থেকে ও এসেছে এই শোতে, যেটা 'আসল ক্রাইমের' মুখোশ খুলে দেয়। যদিও এখানে 'আসল ক্রাইমের' অর্থটা একটু আলাদা। এখানে মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের দুর্ব্যবহার, বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়া কিশোর-কিশোরী, পলিটিশিয়ানদের পরকিয়া প্রেম-এসব অপরাধের 'বিচার' করা হয়।

এটা যদিও একটা টিভি স্টুডিওর সেট, কোনো সত্যিকারের আদালত নয়, কিন্তু শোটা তাও কিছু আইনি কার্য-কলাপের সাথে জড়িত। দু'টো পক্ষ আসে এখানে, এসে সমঝোতার একটা চুক্তি স্বাক্ষর করে। শো-এর প্রডিউসাররা চুক্তিতে যে পরিমাণ উল্লেখ করা আছে সে পরিমাণের টাকা দিয়ে দেন।

ক্রিমস্টাইনের কোর্টে সবাই জয়ী হয়।

হঠাৎ হেস্টারের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো।

নম্বরটা এক ঝলক দেখে হেস্টার হাত দিয়ে ইশারা করলো শুটিং বন্ধ করতে। মিউজিকটা থেমে গেলো।

হেস্টার চেয়ার থেকে নেমে একটা সাইডে এসে ফোনটা ধরলো। "কোথায় তুমি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার বাসায় ঢুকছি," এড গ্রেসন বললো। "মনে হচ্ছে আমাকে ধরার জন্য পুলিশ অপেক্ষা করছে।"

"আমি যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে গিয়েছিলে?" হেস্টার প্রশ্ন করলো।

"হ্যা।"

"গুড। পুলিশকে বলো তুমি তোমার উকিলের জন্য অপেক্ষা করছো। আমি আসছি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

পপসের মোটরবাইকটা নিজের বাড়ির সামনে দেখে ওয়েন্ডি বেশ অবাক হলো। ওর শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে। আজকে অনেক লম্বা একটা দিন গেছে ওর। তাও পপসের বিশাল, রংচঙে হার্লি ডেভিডসন বাইকটা দেখে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

ও বাসার দরজা খুললো। "পপস?"

পপস হেলেদুলে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো। "তোর ফ্রিজে কোনো বিয়ার নেই।"

"এখানে কেউ বিয়ার খায় না।"

"সেটা বুঝলাম, কিন্তু গেস্টদের জন্য এনে রাখবি না?"

ওয়েন্ডি হাসলো। মৃত স্বামীর বাবাকে কি বলা যায়? প্রাক্তন শ্বশুর? "ঠিকই বলেছো।"

পপস এগিয়ে এসে ওকে সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। পপসের শরীরে সিগারেট আর রাস্তার গন্ধ। সে একদম রাফ অ্যান্ড টাফ বাইকারদের জীবন যাপন করে। তার শরীরের সাথেও লাইফস্টাইলটা বেশ মানিয়ে গেছে। পপস বিশালদেহী, প্রায় একশ' বিশ কেজির মতো হবে। মুখে লম্বা, পাকানো মোচ।

"শুনলাম তোর চাকরি চলে গেছে।"

"কিভাবে?"

পপস কাঁধ ঝাকালো। ওয়েন্ডির মনে পড়লো পপসের এটা একভাবেই জেনে থাকতে পারে। চার্লি।

"এজন্যেই কি তুমি এসেছো?" ও জানতে চাইলো।

"নাহ্, এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম রাতে থেকে যাই। আমার নাতি কোথায়?"

"বন্ধুর বাসায় গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসার কথা।"

পপস ওকে ভালো করে দেখলো। "যুদ্ধ করে এলি নাকি?"

"ওরকমই বলতে পারো।"

"খুলে বলতো কি হয়েছে।"

ওয়েন্ডি বললো। ওর কথা শুনতে শুনতে পপস দু'টো গ্লাসে ওয়াইন ঢাললো। সোফায় বসে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ওয়েন্ডির মনে হলো বাড়িতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন বড় পুরুষ মানুষ আসলেই দরকার। নাহলে বাসাটা খালি খালি লাগে।

"বাচ্চাদের ধর্ষন করতো যে হারামজাদা ও মারা গেছে?" পপস বললো। "তো এটা নিয়ে মন খারাপ করার কি আছে?"

"এভাবে বলতে হয় না পপস।"

পপস কাঁধ ঝাঁকালো। "কিছু মানুষের জন্য দয়া দেখানোর কোনো দরকার নেই। আচ্ছা, তুই কি আর কখনও বিয়ে করবি না?"

"কোথা থেকে কিসে আসলে।"

"প্রশ্নের উত্তর দে।"

"না, এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না এখন।"

পপস মাথা নাড়লো।

"কি?"

"মানুষের সেক্স দরকার।"

"কি মূল্যবান উপদেশ!"

"আমি সিরিয়াস। তুই দেখতে এখনও যথেষ্ট ভালো। বয়স থাকতে থাকতে প্রেম-টেম কর।"

"তুমি আমার মুরুব্বি হয়ে এসব উপদেশ দিচ্ছো?" ওয়েন্ডি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলো।

"সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই না," পপস তাকালো ওর দিকে। "আর কি হয়েছে বল।"

ওয়েন্ডি বলবে না বলবে না করেও বলে ফেললো "আরিয়ানা ন্যাসব্রো আমাকে কয়েকটা চিঠি পাঠিয়েছে।"

নীরবতা।

জন পপসের একমাত্র ছেলে ছিলো। স্বামী মারা যাওয়ায় ওয়েন্ডির যতোই খারাপ লাগুক, ওয়েন্ডি জানে জন চলে যাওয়াতে পপসের ওর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে। আরিয়ানার নাম শুনে পপসের চেহারায় মেঘ জমলো।

"তা আমাদের প্রাণপ্রিয় আরিয়ানা কি লিখেছে?"

"ও মদ ছাড়ার চেষ্টা করছে।"

"ও। আর তোমার কাছে মাফ চাওয়া কি সেটার একটা অংশ?"

"হ্যা।"

দড়াম করে সামনে দরজা খুলে যাওয়াতে ওদের কথায় বাধা পড়লো। চার্লি ছুটে ঢুকলো ভেতরে-বাইরের বাইকটা নিশ্চয়ই ওরও চোখে পড়েছে। "পপস এসেছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এই যে, লিভিংরুমে!"

চার্লি দৌড়ে এসে লিভিংরুমে ঢুকলো। ওর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। "পপস!"

ওয়েন্ডির বাবা-মা দু'জনই মারা গেছে। চার্লি সারাজীবন নাতির আদর একজনের কাছ থেকেই পেয়েছে–পপস।

চার্লি আর পপস একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো। চার্লি এখন নিজের দাদার চেয়েও লম্বা হয়ে গেছে। ওদেরকে দেখে ওয়েন্ডির বুকের ভেতরটা আবার মোচড় দিয়ে উঠলো।

ওরা আলাদা হবার পর ওয়েন্ডি নিজের গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে করতে প্রশ্ন করলো "স্কুল কেমন হলো আজকে?"

"ওহ্। বোরিং।"

পপস নাতির কাঁধে হাত রেখে ওকে জড়িয়ে ধরলো। "আমি আর চার্লি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি, কেমন?"

ওয়েন্ডি মানা করতে যাচ্ছিলো কিন্তু চার্লির চেহারায় আশা দেখে আর কিছু বললো না।

"তোমার কাছে এক্সট্রা হেলমেট আছে তো?" ও পপসকে জিজ্ঞেস করলো।

"সবসময়ই থাকে।" পপস চার্লির দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচালো। "আর আমরা কি পুলিশ ভয় পাই, বল চার্লি?"

"বেশি দেরি কোরো না," ওয়েন্ডি সতর্ক করার সুরে বললো।

ওরা দু'জন মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

ওদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখে ওয়েন্ডির আবার মনে হলো বাসায় একটা পুরুষ মানুষ থাকলে ভালো হতো। ওর সেক্স অতটা দরকার নেই। কিন্তু একজন পুরুষের ছোঁয়া, তার হাত ধরে থাকা, তার কাঁধে মাথা রাখা এগুলো ও মিস করে।

ওয়েন্ডি জানালা দিয়ে দেখতে পেলো ওর বাসার সামনে একটা গাড়ি এসে থেমেছে।

গাড়িটা ও চেনে না। ড্রাইভারের সিটের পাশের দরজাটা খুলে একজন বেরিয়ে এলো। মহিলাকে এক ঝলক দেখেই ওয়েন্ডি চিনতে পারলো। জেনা হুইলার, ড্যান মার্সারের এক্স-ওয়াইফ।

জেনার সাথে ওয়েন্ডির আগেও দেখা হয়েছে। ড্যানের এপিসোডটা যেদিন টিভিতে দেখানো হয়েছিলো তার পরদিন ও গিয়েছিলো হুইলারদের বাসায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনা ওয়েন্ডির বাসার কাছেই থাকে। জেনার মেয়ে আর চার্লি একই স্কুলে পড়ে। ও নিজের এক্স-হাসব্যান্ডকে জোর গলায় সমর্থন দিয়েছিলো–বারবার বলেছে ড্যান যৌন অপরাধী হতেই পারে না। পরে ওর প্রতিবেশিরা বলাবলি করেছে মহিলা কেমন অন্ধ যে চোখের সামনে সত্যি দেখেও অস্বীকার করছে।

জেনা এসে কলিং বেল বাজানোর আগেই ওয়েন্ডি দরজা খুলে দিলো।

"তুমি খবর পেয়েছো তাহলে," ওয়েন্ডি বললো।

জেনা মাথা ঝাঁকালো। "আমি ছাড়া ড্যানের কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। পুলিশ আমাকেই প্রথম জানিয়েছে।"

ওরা দু'জনই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো।

"তুমি ছিলে সেখানে?" জেনা প্রশ্ন করলো।

"হ্যা।"

"এটা কি তোমার প্ল্যান ছিলো?"

"কি?"

"ভালো করেই শুনেছো আমি কি বলেছি।"

"না, জেনা। আমার প্ল্যান ছিলো না।"

"তাহলে তুমি ওখানে কি করছিলে?"

"ড্যানই ডেকেছিলো আমাকে।"

জেনাকে দেখে মনে হলো না কথাটা ওর বিশ্বাস হয়েছে। "কি জন্য?"

"ও বলছিলো ও যে নির্দোষ এ ব্যাপারে ও নতুন প্রমাণ পেয়েছে।"

"কিন্তু জাজ তো কেস বাতিল করে দিয়েছে?"

"জানি।"

"তাহলে?" জেনা জিজ্ঞেস করলো। "কিসের প্রমাণ?"

ওয়েন্ডি কাঁধ ঝাঁকালো। এটার কি উত্তর দিবে? একটা ঠান্ডা বাতাস বইলো রাস্তা থেকে।

"আমার আরও অনেক কিছু জানার আছে," জেনা বললো।

"তাহলে ভেতরে এসো।"

ওয়েন্ডি ঠিক মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে জেনাকে ভেতরে ডাকে নি। ওর ভেতরের রিপোর্টার চরিত্র জেগে উঠেছে।

"চা খাবে?"

জেনা হাত নেড়ে মানা করলো। "আমি এখনও বুঝতে পারছি না কি হলো।"

তো ওয়েন্ডি ওকে ব্যাপারটা খুলে বললো। কিন্তু এড গ্রেসন যে ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসায় এসেছিলো এ ব্যাপারটা ও চেপে গেলো। জেনা এমনিতেই আপসেট, ওকে আরও রাগিয়ে লাভ নেই।

জেনা ভেজা ভেজা চোখ নিয়ে শুনলো। ওয়েন্ডি থামবার পর ও বললো, "কিছু না বলেই ও ড্যানকে গুলি করে দিলো?"

"হ্যা। কিচ্ছু বলে নি।"

জেনা এমনভাবে রুমের চারপাশে তাকালো যেনো ও কারও সাহায্য চাইছে। "কিভাবে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এভাবে মেরে ফেলতে পারে?"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না।

"তুমি তো ওকে দেখেছো, না? এড গ্রেসনকে? পুলিশকে সেটা বলেছো?"

"ও মুখোশ পড়ে ছিলো, কিন্তু হ্যা, আমার মনে হয়েছে ওটা এড গ্রেসন।"

"মনে হয়েছে?"

"মুখোশ, জেনা। ও মুখোশ পরে ছিলো।"

"তুমি একবারও ওর চেহারা দেখো নি?"

"না।"

"তাহলে বুঝলে কিভাবে যে ওটা এড গ্রেসনই ছিলো?"

"ওর ঘড়ি দেখে। ওর শরীরের সাইজ দেখে। ও যেভাবে হেঁটেছে সেটা দেখে।"

জেনা ভ্রু কুঁচকালো। "তোমার কি মনে হয় কোর্টে এই কথা টিকবে?"

"জানি না।"

"পুলিশ কিন্তু ওকে ধরে ফেলেছে।"

ওয়েন্ডির জন্য এটা নতুন খবর, কিন্তু ও কিছু বললো না। জেনা আবার কাঁদতে শুরু করলো। ওয়েন্ডি বুঝতে পারছিলো না ওর কি করা উচিত। ও সান্ত্বনা দিলে পুরোই মেকি শোনাবে। তাই ও চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলো।

"আর ড্যান?" জেনা জিজ্ঞেস করলো। "তুমি ড্যানের চেহারা দেখেছো?"

"কি?"

"তুমি যখন ওখানে গেলে, ড্যানকে কি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছো?"

"মানে ওকে যে মেরেছে সেটার কথা বলছো? হ্যা দেখেছি।"

"ওরা এতো মেরেছে ওকে, এতো মেরেছে..."

"কারা?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ড্যান পালানোর অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু ও যেখানেই যাক, ওকে সেখানকার মানুষ কুকুরের মতো মেরেছে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওকে সবসময় কেউ না কেউ খুঁজে বের করেছে।"

এইবার ওকে কে মেরেছিলো?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

জেনা ওয়েন্ডির চোখের সাথে চোখ মিলালো। "ওর জীবনটা অসহ্য হয়ে গিয়েছিলো।"

"তুমি কি এখন চাও যে আমার সেজন্য খারাপ লাগুক?"

"তোমার কি ধারণা তোমার এখানে কোনো দোষ নেই?"

"আমি এটা কখনও চাই নি মানুষ ওকে মারুক।"

"না, তুমি শুধু চেয়েছিলে ওকে জেলে ভরে রাখতে।"

"তো? আমি যা করেছি ঠিকই করেছি।"

"তুমি একজন রিপোর্টার, ওয়েন্ডি। জাজ বা জুরি নও। কিন্তু যখন তুমি তোমার শোতে দেখালে ড্যানের যৌন বিকৃতি আছে, তোমার কি মনে হয়, তারপর জাজ বা আদালত কি বলেছে সেটার আর কোনো মূল্য আছে? তোমার কি মনে হয়েছিলো ড্যান কোনো কষ্ট ছাড়াই নিজের আগের জীবনে ফিরে যাবে, আর সবাই ওর কথা ভুলে যাবে?"

"যা ঘটেছে আমি শুধু তাই রিপোর্ট করেছি।"

"এসব ফালতু কথা শুনিও না আমাকে। তুমি নিজেও জানো এ কথাটা সত্যি নয়। এই গল্পটা তুমি নিজেই বানিয়েছো।"

"ড্যান মার্সার একটা নাবালিকা মেয়েকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছিলো..." ওয়েন্ডি থেমে গেলো। শুধু শুধু পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। ওদের দু'জনের মধ্যে এই ঝগড়াটা আগেও হয়েছে। এই মহিলা, যতোই জেদি হয়ে থাকুক, এইমাত্র একটা খারাপ খবর পেয়েছে। ওকে এখন শোক প্রকাশ করতে দেয়াই ভালো।

"যাই হোক। তোমার কথা শেষ?" ওয়েন্ডি বললো।

"ড্যান নির্দোষ ছিলো।"

ওয়েন্ডির জবাব দেবার ইচ্ছা হলো না।

"আমি চার বছর থেকেছি ওর সাথে। ও আমার স্বামী ছিলো।"

"তারপর ওকে ডিভোর্সও দিয়েছো।"

"তো?"

"কেন?"

"দেশের ৫০% দম্পত্তিরই ডিভোর্স হয়ে যায়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমারটা কেন হয়েছিলো?"

জেনা মাথা নাড়লো। "তোমার কি ধারণা আমাদের ডিভোর্স হয়েছে কারণ আমি বুঝে ফেলেছিলাম ওর যৌন বিকৃতি আছে?"

"বুঝেছিলে আসলেই?"

"ড্যান আমার মেয়ের গডফাদার ছিলো। বাসায় কেউ না থাকলে আমরা ওকে ডাকতাম বাচ্চাদের দেখে রাখবার জন্য। বাচ্চারা ওকে আঙ্কেল ড্যান বলে ডাকতো।"

"বেশ। খুব ভালো। তাহলে তোমাদের ডিভোর্সটা হয়েছিলো কেন?"

"আমরা দু'জনই চাচ্ছিলাম আলাদা হয়ে যেতে।"

"আচ্ছা। তোমাদের প্রেম শেষ হয়ে গিয়েছিলো?"

জেনা একটু চুপ করে থাকলো। "না, ঠিক তা নয়।"

"তাহলে? দেখো, আমি জানি তুমি কথাটা স্বীকার করবে না, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি এমন কিছু একটা দেখেছিলে যাতে তোমার মনে হয়েছে ড্যানের সমস্যা আছে।"

"না, তাও নয়।"

"তাহলে কি?"

"ড্যানের একটা অংশ সবসময়ই আমার কাছে রহস্য ছিলো। না, আমি জানি তুমি কি ভাবছো, কিন্তু এটার সাথে যৌন বিকৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। ড্যানের ছোটবেলা খুব কষ্টে কেটেছে। ও এতিম, ওকে এক দত্তক পরিবার থেকে আরেক দত্তক পরিবারে ঘুরতে হয়েছে..."

জেনার গলা অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। ওয়েন্ডির মুখে আবার কয়েকটা কড়া কথা এসে গিয়েছিলো, কিন্তু ও জোর করে নিজেকে থামালো। এতিম। দত্তক পরিবার। হয়তো ওর ওপরও ছোটবেলায় কেউ যৌন অত্যাচার করেছে। বেশিরভাগ যৌন অপরাধীর অতীতই এমন হয়।

"আমি জানি তুমি কি ভাবছো, কিন্তু তোমার ধারণা ভুল," জেনা বললো।

"কেন? তুমি ড্যানকে এতো ভালো করে চিনতে বলে?"

"হ্যা। কিন্তু শুধু তা নয়।"

"তাহলে কি?"

"আসলে...কিভাবে কথাটা সাজাবো বুঝতে পারছি না। কলেজে থাকতে ড্যানের সাথে একটা জিনিস হয়েছিলো। তুমি তো জানো ও প্রিন্সটনে গিয়েছিলো, তাই না?"

"হ্যা।"

"গরিব এতিম, কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে একটা বড়লোকি কলেজে ভর্তি হয়েছিলো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তো?"

জেনা ওর সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালো।

"কি?"

"তোমার ওর ওপর ক্ষোভ আছে, তাই না?"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না।

"আর কিছু হোক না হোক, একটা ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

"কি?"

"ড্যান তোমার কারণে মারা গেছে।"

নীরবতা।

"এখানে আরও ব্যাপার আছে। ড্যানের উকিল তোমাকে কোর্টে সবার সামনে অপমান করেছে। তোমার দোষে ড্যান ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলো। এতেও নিশ্চয়ই তোমার অনেক রাগ হয়েছে।"

"থামো, জেনা।"

"কেন থামবো? তোমার মনে হচ্ছিলো কোর্ট তোমার সাথে অবিচার করেছে। ড্যানের সাথে তুমি দেখা করতে গেলে, তখনই অবিশ্বাস্য কপালের জোরে সেখানে দেখা দিলো এড গ্রেসন। যাই ঘটুক না কেন, তুমি সেটার সাথে জড়িত আছো। অথবা তোমাকেও হয়তো ফাঁদে ফেলা হচ্ছে।"

জেনা থামলো। ওয়েন্ডি কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিলো না। তারপর বললো "তুমি এখন বলবে 'ঠিক ড্যানকে কিভাবে ফাঁদে ফেলা হয়েছে,' তাই না?"

জেনা কাঁধ ঝাঁকালো। "এতোটা কাকতালীভাবে কিছু ঘটলে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

"তোমার বোধহয় যাওয়া উচিত, জেনা।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

ওয়েন্ডি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। জেনা বললো "আমার শেষ একটা প্রশ্ন আছে।"

"করো।"

"ড্যান তোমাকে বলেছিলো ও কোথায় আছে, তাই না?"

"হ্যা।"

"তুমি কি এড গ্রেসনকে সেটা বলেছিলে?"

"না।"

"তাহলে এড জানলো কিভাবে ড্যান কোথায় আছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি একটু ইতস্তত করে জবাব দিলো, "জানি না। ও বোধহয় আমার পিছু পিছু এসেছে।"

"ও কিভাবে বুঝলো তোমার পিছে আসলে ও ড্যানকে খুঁজে পাবে?"

এটার উত্তর ওয়েন্ডিও জানে না। ও যখন ড্যানের সাথে দেখা করতে গিয়েছে তখন ও বেশ কয়েকবার গাড়ির আয়না দিয়ে পিছে দেখেছে। কোনো গাড়ি ওকে অনুসরণ করছিলো না।

এড গ্রেসন ড্যানকে খুঁজে বের করলো কিভাবে?

"দেখেছো? এখানে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত জবাব কি, জানো? তুমি ওকে সাহায্য করেছো।"

"না, করি নি।"

"হতে পারে। কিন্তু কয়জন তোমার কথা বিশ্বাস করবে?"

জেনা ঘুরে চলে গেলো। ওয়েন্ডি তাকিয়ে তাকিয়ে ওর গাড়ি স্টার্ট দেয়া, তারপর ঘুরিয়ে বেরিয়ে যাওয়া দেখলো।

ও ঘুরে আবার বাসায় ঢুকতে যাবে এমন সময় একটা কথা মনে পড়ায় থমকে দাঁড়ালো।

তোমার গাড়ির চাকাতে বাতাস ভরা লাগবে। এড গ্রেসন বলেছিলো ওকে এটা।

ও দৌড়ে গ্যারেজের সামনে গেলো। গাড়ির সবগুলো চাকাই ঠিক আছে। ও পিছে যেয়ে বসে গাড়ির নিচে চেক করলো।

কিছুই নেই।

ও একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে। ওর গ্যারেজে মোশন-সেন্সর অ্যালার্ম লাগানো আছে, অচেনা কেউ ঢুকলেই বেজে উঠবে। সেই অ্যালার্মের লেজারের আলোতে ভেতরের অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। ও গাড়ির নিচে হাতড়ে দেখলো। কিছু নেই।

ও আরেকবার চেষ্টা করলো। আরও ভালো করে। পাঁচ সেকেন্ডের মতো হাতড়ানোর পর জিনিসটা ওর হাতে এসে ঠেকলো।

জিনিসটা ছোট্ট। একটা ম্যাচবক্সের চেয়ে বড় হবে না। এক পিঠে চুম্বক লাগানো। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো ওয়েন্ডির কাছে। এড গ্রেসন টায়ার চেক করতে নিচু হয় নি। ও নিচু হয়েছিলো গাড়ির নিচে একটা ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাকিং ডিভাইস লাগাতে। এই ছোট্ট জিনিসটা ওর গাড়ি কোথায় যায়, কই থামে সবকিছু জানিয়ে দিতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

"তোমার ক্লায়েন্ট কি বলতে চায় তাহলে?"

সাসেক্স কাউন্টি পুলিশের হেডকোয়ার্টারের জেরাঘর। একটা লম্বা টেবিল, যার একপাশে বসে আছে এড গ্রেসন, আর অন্যপাশে বিশালদেহী মিকি ওয়াকার আর কমবয়সী আরেকজন পুলিশ অফিসার, টম স্ট্যানটন।

উকিল হেস্টার ক্রিমস্টাইন জবাব দিলো "কথাটা অন্যভাবে নিও না, কিন্তু আমার বেশ মজা লাগছে।"

"বেশ। শুনে খুবই খুশি হলাম।"

"সত্যি। এই অ্যারেস্টটা এতো হাস্যকর।"

"তোমার ক্লায়েন্টকে আমরা অ্যারেস্ট করি নি," ওয়াকার বললো। "আমরা শুধু কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

"কি কথা? তোমরা কি আড্ডা মারতে ডেকেছো ওনাকে? সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে তাহলে ওনার বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?"

ওয়াকার কিছু বললো না।

হেস্টার মাথা ঝাঁকালো। "বেশ বেশ। খুব ভালো। চমৎকার। দাঁড়াও, শুরু করার আগে একটা কাজ করো," ও অফিসারদের দিকে একটা কাগজ আর কলম এগিয়ে দিলো।

"এসব কি?" ওয়াকার প্রশ্ন করলো।

"তোমাদের নাম, বাসার ঠিকানা, অফিসের ঠিকানা, ফোন নাম্বার সবকিছু লিখে ফেলো। আমি চাই না যখন ওরা তোমাদের নামে কাউকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করার দায়ে মামলার চিঠি পাঠাবে তখন আদালতকর্মীদের কষ্ট করে এসব খুঁজে বের করতে হবে।"

"বললাম না, আমরা ওকে অ্যারেস্ট করি নি।"

"আর আমিও তোমাকে বললাম, তাহলে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছিলে কেন?"

"আমাদের ধারণা তোমার ক্লায়েন্ট আমাদের সাথে কথা বলতে চায়।"

"তাই?"

"আমাদের কাছে একজন সাক্ষী আছে, বলছে তোমার ক্লায়েন্ট একজন মানুষকে খুন করেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এড গ্রেসন মুখ খুললো, কিন্তু ও কিছু বলার আগেই হেস্টার ওর হাত ধরে ওকে থামিয়ে দিলো। "বেশ বেশ। আসলেই?"

"হ্যা।"

"আর তোমাদের এই সাক্ষী জোর দিয়ে, জোর দিয়ে বলছে আমার ক্লায়েন্ট একজন মানুষকে খুন করেছে?"

"হ্যা।"

হেস্টার মিষ্টি করে হাসলো। "আচ্ছা। আমরা ধাপে ধাপে আগাই, কেমন অফিসার?"

"ধাপে ধাপে।"

"হ্যা। প্রথমে, বলুন তো কে খুন হয়েছে?"

"ড্যান মার্সার।"

"ওই যৌন অপরাধীটা?"

"সে বেঁচে থাকতে কি ছিলো সেটা তেমন জরুরি নয়। আর ও নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে।"

"হুম্‌ম্‌। তোমার শেষের কথাটা বোধহয় ঠিকই আছে। তোমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ভুলে ও ছাড়া পেয়ে গেছে। কিন্তু সেটা নিয়ে এখন আমরা মাথা না ঘামাই। আচ্ছা প্রথম ধাপ তুমি বললে ড্যান মার্সার খুন হয়েছে। আমরা লাশ দেখতে চাই।"

নীরবতা।

"শুনতে পাও নি? আমি লাশটা চাই, যাতে আমার মেডিকেল এক্সামিনাররা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।"

"থামো, হেস্টার। তুমি জানো লাশটা আমরা এখনও খুঁজে পাই নি।"

"খুঁজে পাও নি?" হেস্টারের গলায় নকল বিস্ময় ঝরে পড়লো। "তাহলে আমরা বুঝবো কিভাবে ড্যান মার্সার খুন হয়েছে? আচ্ছা বাদ দাও। অন্য কথা বলি। আমার হাতে সময় কম। লাশ নেই, না?"

"এখনও পর্যন্ত।"

"কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিলো? আমরা কি সেটা দেখতে পারি?"

আবার নীরবতা।

হেস্টার নিজের কানের পাশে একটা হাত ধরলো। "কি হলো? কিছু শুনতে পাচ্ছি না যে?"

"আমরা অস্ত্রটা এখনও পাই নি।"

"অস্ত্র পাও নি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"অস্ত্র পাই নি।"

"লাশও পাও নি, অস্ত্রও পাও নি।" হেস্টার দুই হাত ছড়িয়ে হাসলো। "এখন বুঝতে পারছো আমার কেন মজা লাগছে?"

"আমরা আশা করছি তোমার ক্লায়েন্ট আমাদের সাথে কথা বলবে।"

"কি নিয়ে? ইন্টারনেটের উপকারিতা? দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি কি যেনো ভুলে যাচ্ছি–ও হ্যা, মনে পড়েছে। সাক্ষী।"

নীরবতা।

"তোমার সাক্ষী বলছে ও দেখেছে আমার ক্লায়েন্ট ড্যান মার্সারকে খুন করেছে, তাই না?"

"ঠিক।"

"সে কি আমার ক্লায়েন্টের চেহারা দেখেছে?"

আবার নীরবতা।

হেস্টার আবার কানের পাশে হাত নিয়ে গেলো। "বলে ফেলো, বলে ফেলো! দেরি কোরো না।"

"ও একটা মুখোশ পরে ছিলো।"

"কি?"

"মুখোশ।"

"মানে ওর চেহারা ঢাকা ছিলো?"

"আমাদের সাক্ষী তাই বলছে, হ্যা।"

"তাহলে সে বুঝলো কিভাবে খুনি আমার ক্লায়েন্ট?"

"ওর ঘড়ি দেখে।"

"ঘড়ি?"

ওয়াকার গলা খাঁকারি দিলো। "আর ওর শরীরের আকার আয়তন দেখে।"

"ছয় ফিট লম্বা, ওজন নব্বই কেজি। টাইমেক্সের বহুল প্রচলিত ঘড়ি। হাজার হাজার মানুষের সাথে এই বর্ণনা মিলে যাবে। আমার হাসি থেমে গেছে কেন জানো, অফিসার?"

"তুমিই বলো।"

"আমার হাসি থেমে গেছে কারণ এই কেসটা বেশি সহজ। আমি ঘন্টায় কত টাকা চার্জ করি তোমার কোনো ধারণা আছে? এতো টাকার বিনিময়ে আমি আশা করি আমাকে যে কেসগুলো দেয়া হবে সেগুলো হবে চ্যালেঞ্জিং। এরকম পানিভাত একটা কেস দিয়ে কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছো তোমরা? তোমাদের এসব ফালতু পেঁচাল শুনে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কথাটা বলেও ক্রিমস্টাইন উঠে গেলো না। ও জানে ওয়াকার এতক্ষণ ওকে যা বলেছে এছাড়াও কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো পুলিশ ওকে জানাচ্ছে না।

"আমরা ভেবেছিলাম তোমার ক্লায়েন্ট আমাদের সাথে কথা বলতে চায়।" ওয়াকার আবার বললো।

"এছাড়া আর কিছু বলার আছে তোমার?"

"আছে।"

নীরবতা।

"কি, সাসপেন্স বাড়াচ্ছো? বলো কি বলবে?"

"আমরা প্রমাণ পেয়েছি তোমার ক্লায়েন্ট আর ড্যান মার্সার দু'জনই যেখানে খুনটা হয়েছে সেখানে ছিলো।"

"তাই নাকি? কিভাবে?"

"প্রথমে বলে নিই টেস্টগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে ফাইনাল রেজাল্ট এসে পড়বে। এজন্যেই আমরা তোমার ক্লায়েন্টকে এখানে ডেকেছি, ওর এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে কিনা সেটা জানতে।"

"বাহ্। তোমরা তো দেখছি ভালো মানুষ।"

"আমরা ট্রেইলারের ভেতর রক্ত পেয়েছি। আর আমরা মিস্টার গ্রেসনের আকুরা গাড়িতেও রক্তের দাগ পেয়েছি। যদিও ফুল ডিএনএ টেস্ট করতে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু আমাদের প্রাথমিক টেস্টগুলো নিশ্চিত করেছে ক্রাইম সিনে আমরা যে রক্ত পেয়েছি আর তোমার ক্লায়েন্টের গাড়িতে যে রক্ত পাওয়া গেছে দু'টো একই মানুষের। ব্লাড টাইপ ও নেগেটিভ। ড্যান মার্সারের যেমন ছিলো। ক্রাইম সিনে এক ধরনের কার্পেটের সুতো ছিলো, একই ধরনের সুতো পাওয়া গেছে তোমার ক্লায়েন্টের গাড়িতে। তোমার ক্লায়েন্টের জুতার তলা থেকেও আমরা একই ধরনের সুতো উদ্ধার করেছি। আর আমরা তোমার ক্লায়েন্টের হাত পরীক্ষা করে সেখানে বারুদের নিশানা পেয়েছি। ও কিছুদিনের মধ্যে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে।"

হেস্টার চুপচাপ ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওয়াকারও তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

"হেস্টার?"

"আমি তোমার কথা শেষ হবার অপেক্ষা করছি। নাকি এতোটুকুই বলার আছে তোমার?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়াকার চুপ করে থাকলো।

হেস্টার এড গ্রেসনের দিকে ফিরলো। "চলো। আমরা যাচ্ছি।"

"তোমরা তাহলে কথা বলতে চাও না?" ওয়াকার প্রশ্ন করলো।

"কি নিয়ে? আমার ক্লায়েন্ট একজন সম্মানিত প্রাক্তন সরকারি অফিসার। উনি একজন মার্শাল ছিলেন, ওয়াকার। উনি একটা সুন্দর পরিবারের সদস্য, ওনার নামে কখনও কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিলো না–তাও তুমি এসব ফালতু কথা শুনিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করছো। যদি সবগুলো--সবগুলো টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ আসে তারপরও এই ক্রাইম সিনের এবং এই ক্রাইমের সাথে আমার ক্লায়েন্টের সম্পর্ক খুবই ঘোলাটে। কোনো লাশ নেই, কোনো অস্ত্র নেই, সাক্ষী খুনির চেহারা দেখে নি–তোমরা তো এটাও ঠিকমতো বলতে পারছো না আসলে কোনো খুন হয়েছে কি হয় নি।"

ওয়াকার চেয়ারে হেলান দিলো। ওর ওজনে চেয়ারটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠলো। "তার মানে তুমি সুতো আর রক্ত তোমার ক্লায়েন্ট পর্যন্ত আসলো কিভাবে সেটার ব্যাখা দিতে পারবে?"

"আমার তো ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নেই, তাই না?"

"আমার মনে হয়েছিলো তোমরা হয়তো আমাদের সাহায্য করতে চাবে। যাতে তোমার ক্লায়েন্টকে সন্দেহ করার কোনো অবকাশই না থাকে।"

"আচ্ছা, আমি তোমাকে বলি আমরা কি করবো," হেস্টার প্যাডে খসখস করে একটা নম্বর লিখে কাগজটা ছিঁড়ে ওয়াকারের দিকে এগিয়ে দিলো।

"এটা কি?"

"একটা ফোন নম্বর।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কার?"

"গান-ও-রামা শুটিং রেঞ্জের।"

ওয়াকার চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে। ওর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

"ওদেরকে ফোন দিয়ে দেখো," হেস্টার বললো। "আমার ক্লায়েন্ট আজকে বিকালে ওখানে গিয়েছিলো, শুটিং প্র্যাকটিস করতে। তোমার বারুদ টেস্টের এখানেই দফারফা।"

ওয়াকারের মুখ হা হয়ে গেলো। ও স্ট্যানটনের দিকে তাকিয়ে বললো "ভালোই। একদম সাজানো, প্ল্যান করা মনে হচ্ছে।"

"না। মিস্টার গ্রেসন আগে মার্শাল ছিলেন, মনে আছে? তখন থেকেই ওনার বন্দুক চালানোর প্র্যাকটিস আছে। উনি প্রায়ই শুটিং গ্যালারিতে যান।"

"আর কিছু বলার নেই তোমাদের?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আছে। রাস্তা পার করার সময় আগে দু'দিকে দেখে তারপর পার কোরো। এছাড়া আর কিছু বলার নেই।"

হেস্টার আর এড গ্রেসন উঠে দাঁড়ালো।

"আমরা কিছু খোঁজা বন্ধ করবো না, হেস্টার। তোমরা দু'জনই কথাটা শুনে রাখো। আমরা লাশটাও খুঁজে বের করবো, অস্ত্রটাও খুঁজে বের করবো।"

"আমি তোমার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে পারি, ওয়াকার?"

"অবশ্যই।"

হেস্টার রুমের ছাদে লাগানো ভিডিও ক্যামেরাটার দিকে তাকালো। "আগে ক্যামেরা বন্ধ করো।"

ওয়াকার ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। ক্যামেরার গায়ের ছোট্ট লাল হেস্টার টেবিলের ওপর দুই হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। "তোমরা লাশ, পিস্তল সব খুঁজে বের করলেও, এমন কি তোমরা যদি এমন কোনো ভিডিওটেপ পাও যেখানে দেখা যাচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট ড্যান মার্সারকে গুলিতে ঝাঁজরা করে ফেলেছে...তারপরও আমার এডকে ছাড়াতে কতক্ষণ লাগবে জানো? ৫ মিনিট।"

হেস্টার ঘুরে গ্রেসনকে নিয়ে বের হয়ে গেলো।

রাত ১০টার দিকে ওয়েন্ডি মোবাইলে মেসেজ এলো চার্লির কাছ থেকে। ও আর পপস একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে বার্গার খাচ্ছে।

বাসার ফোনটা বেজে উঠলো। ও ফোনটা ধরাতে অফিসার ওয়াকারের গলা ওকে প্রশ্ন করলো : ও কি কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিলো?

"হ্যা," ওয়েন্ডি জবাব দিলো। "আমার গাড়িতে একটা জিনিস পেয়েছি।"

"কি?"

"একটা জিপিএস বাগ। এড গ্রেসন জিনিসটা লাগিয়েছে ওখানে।"

"আমি আপনার বাসার কাছাকাছি আছি," ওয়াকার বললো। "আমি জানি অনেক রাত হয়ে গেছে, কিন্তু আমি কি একবার আসবো?"

"হ্যা হ্যা, কোনো অসুবিধা নেই।"

"আচ্ছা। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

ওয়াকারের গাড়িটা ওর গ্যারেজের সামনে দেখে ওয়েন্ডি দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। তারপর ওকে নিয়ে এলো গ্যারেজের ভেতর, ওর গাড়িটার সামনে।

ওয়াকার নিচে ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে গাড়িটা পরীক্ষা করতে শুরু করলো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর ওয়েন্ডি সেই সুযোগে ওকে বললো এড ওর বাসায় এসে প্রথমে ঝুঁকে গাড়ির নিচে কি যেন করছিলো। আগে ও জিনিসটা বলে নি কারণ তখন জরুরি মনে হয় নি।

"আমি ছবি-টবি তুলে তারপর জিনিসটা নিয়ে যাওয়ার লোক পাঠাচ্ছি।"

"আপনারা নাকি এড গ্রেসনকে অ্যারেস্ট করেছেন?"

"সেটা কে বললো?"

"জেনা হুইলার। মার্সারের এক্স-ওয়াইফ।"

"ও ভুল বলেছে। আমরা এডকে অ্যারেস্ট করি নি। ওকে কথা বলার জন্য ডেকেছিলাম।"

"ও কি এখনও পুলিশ স্টেশনে?"

"না, ওকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি।"

"তাহলে এখন কি হবে?"

ওয়াকার গলা খাঁকারি দিলো। "আমরা তদন্ত চালিয়ে যাবো।"

"বাহ্। বেশ," ওয়েন্ডি ব্যঙ্গের সুরে বললো।

"আপনি তো একজন সাংবাদিক, তাই না? আপনার সাথে আমি তদন্ত নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।"

"আমার চাকরি চলে গেছে। কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাকে নির্ভয়ে বলতে পারেন।"

"আচ্ছা। এই কেসটা আমদের জন্যে খুবই দূর্বল। আমাদের কাছে লাশ নেই। অস্ত্র নেই। একজন মাত্র সাক্ষী–আপনি–আর আপনিও খুনির চেহারা দেখেন নি। আপনি ওর পরিচয় নিশ্চিতভাবে জানেন না।"

"ফালতু কথা।"

"কিভাবে?"

"যদি ড্যান মার্সার যৌন অপরাধী না হয়ে সাধারণ মানুষ হোতে–"

"এখন আর এটা নিয়ে অভিযোগ করে লাভ নেই। তাতে তো আর পরিস্থিত বদলে যাবে না। সত্যি কথা হচ্ছে, লাশ বা অস্ত্র পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কোনো আশা নেই।"

"তাহলে আপনারা এখনই হার স্বীকার করে নিচ্ছেন?"

"না। আমি করছি না। কিন্তু আমার বসদের এই কেস নিয়ে বেশি মাথাব্যাথা দেখছি না। ওরা আমাকে আজকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে আজ যদি আমাদের সন্দেহ সত্যি হয় তাহলেও গল্পটা মিডিয়ায় কিভাবে আসবে। একজন রিটায়ার্ড ইউএস মার্শাল নিজের ছেলের যৌন অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে একটা নিকৃষ্ট জানোয়ারকে গুলি করে মেরেছে। ও হিরো হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে জনতার কাছে।"

"আপনি হার স্বীকার করছেন না? এখন কি করার আছে আপনার?"

"প্রথমত, আমি ভাবছি মার্সারের ব্যাপারে আরও তথ্য বের করবো। ও কোথায় ছিলো এতোদিন, কী করছিলো এসব।"

"ও তো ট্রেইলারটাতেই থাকতো মনে হলো।"

"না। আমি ওর উকিল আর এক্স-ওয়াইফের সাথে কথা বলেছি। মার্সার কোথাও বেশিদিন থাকে নি...মানুষ খুব সম্ভবত ওকে থাকতে দিতো না। যাই হোক, ওই ট্রেইলারটা ও কিছু দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিলো। ওখানে ড্যানের কিছুই খুঁজে পাই নি, জামা-জুতো, টুথব্রাশ কিচ্ছু না।"

"তাহলে ওর বাসার খবর কোথায় পাবেন বলে মনে করছেন?"

"নো আইডিয়া।"

"আমি আপনার গাড়িতে লাগানো বাগটার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি, কিন্তু মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে। যদি আমাদের কপাল খুব ভালোও হয়, আর আমরা প্রমাণ করতে পারি যে বাগটা আসলেই এড গ্রেসন লাগিয়েছে, তারপরেও আমরা প্রমাণ করতে পারবো না ও-ই ড্যানকে খুন করেছে।"

"আর সেটার জন্য লাশটা খুঁজে বের করা দরকার," ওয়েন্ডি বললো।

"হ্যা। এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি। গ্রেসনের গাড়ি খুনের দিন কোন কোন রাস্তায় গিয়েছে এটা বের করতে হবে। আমরা জানতে পেরেছি খুনের দুই ঘন্টা পরে এড একটা শুটিং গ্যালারিতে গিয়েছিলো।"

"বলেন কি? এটা কি জোক?"

"আমিও প্রথমে তাই বলেছি। কিন্তু ভালো করে ভেবে বুঝলাম যে প্ল্যানটা আসলে সাংঘাতিক। ও শুটিং গ্যালারিতে গিয়ে পিস্তল ছোঁড়া প্র্যাকটিস করেছে, তার মানে ওকে অনেক সাক্ষী সেখানে দেখেছে। আর ও শুটিং গ্যালারিতে যে পিস্তলটা ছুঁড়েছে সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, সেটার সাথে ট্রেইলার পার্কে পাওয়া গুলিগুলো মেলে না।"

"গ্রেন আগে মার্শাল ছিলো। ও যা করার ভেবেচিন্তেই করেছে। মুখোশ পরে খুন করেছে, তারপর লাশ সরিয়ে ফেলেছে, অস্ত্রটাও ফেলে দিয়েছে। আর উকিল হিসাবে নিয়েছে হেস্টার ক্রিমস্টাইনকে। এখন আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছেন?"

"হুম্‌ম্‌, পারছি।"

"আমরা জানি গ্রেসন বাড়ি ফেরার আগেই রাস্তায় কোথাও লাশটা ফেলেছে। কিন্তু মাঝখানে বেশ কয়েক ঘন্টার হিসাব আমার কাছে নেই। আর ওই এলাকায় লাশ লুকানোর মতো প্রচুর জায়গা আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আর পুরো এলাকা খুঁজে দেখার মতো জনবল আপনাদের নেই?"

"না। আপনিই তো বললেন, ড্যান ছিলো একটা যৌন অপরাধী। এখানে আমাদের সাপোর্ট বেশি না। আর গ্রেসন যদি সবকিছু আগে থেকে প্ল্যান করে থাকে–কেসের মতিগতি দেখে তাই মনে হচ্ছে–তাহলে ও খুব সম্ভবত খুনটা করার আগেই রাস্তার কোথাও গর্ত খুঁড়ে রেখেছিলো। তাই যদি হয়, তাহলে আমরা কখনও লাশটা খুঁজে পাবো কিনা সন্দেহ আছে।"

ওয়েন্ডি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

"কি?"

"এড আমাকে বোকা বানিয়েছে। ও প্রথমে আমাকে নিজের দলে টানতে চেয়েছিলো। যখন আমি যাই নি, ও ঠিকই আমার পিছু পিছু এসে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেছে। খুন করেছে ড্যানকে।"

"এখানে আপনার কোনো দোষ নেই।"

"আমাকে কেউ এভাবে ব্যবহার করেছে এটা ভাবলে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়।"

ওয়াকার কিছু বললো না।

"গল্পটা এমন বিশ্রিভাবে শেষ হলো?" ওয়েন্ডি আপনমনে বললো।

"কেউ কেউ বলবে ভালোভাবেই শেষ হয়েছে।"

"কিভাবে?"

"একজন যৌন অপরাধী আদালতকে ফাঁকি দিতে পেরেছে, কিন্তু ন্যায়বিচারের হাত থেকে বাঁচতে পারে নি।"

ওয়েন্ডি আবার মাথা নাড়লো। "ব্যাপারটা কেমন যেনো লাগছে।"

"কি ব্যাপার?"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না। কিন্তু ওর কেন যেনো মনে হচ্ছিলো জেনা হুইলারের কথাটা সত্যিও হতে পারে। এই পুরো ঘটনাটা প্রথম থেকেই জট পাকানো।

হঠাৎ করেই ওর মনে হচ্ছে ও একজন নির্দোষ মানুষের খুনে সাহায্য করেছে।

"আমি শুধু চাই আপনারা খুনিটাকে ধরেন। ড্যান যাই করুক, এভাবে মারা যাওয়া ওর প্রাপ্য ছিলো না।"

"আমরা তো চেষ্টা করছি। কিন্তু এই কেসটা কখনই বেশি গুরুত্ব পাবে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

কিন্তু ওয়াকারের এই কথাটা ভুল প্রমাণিত হলো।

ওয়েন্ডি এই সাংঘাতিক খবরটা পেলো বেশ দেরি করে। পরের দিন পপস আর চার্লি ঘুম থেকে ওঠার আগেই ওয়েন্ডি তদন্তে বের হয়ে গিয়েছিলো। ঠিক করেছিলো প্রথমে যাবে ফিল টার্নবুলের বাসায়। ও আর ড্যান কলেজে একই হলে থাকতো। এছাড়া ড্যানের ব্যাপারে জানে এমন কারও কথা ওয়েন্ডির মাথায় এলো না।

ওয়েন্ডি ঠিক যে মুহূর্তে নিউ জার্সির অ্যাঙ্গেলউডের একটা ক্যাফেতে পা রাখলো, ঠিক সে মুহূর্তে শহরের অন্যপ্রান্তে ওয়াকার আর টম স্ট্যানটন একটা সস্তা হোটেলে রেইড দিচ্ছিলো।

ওয়াকার গাধার মতো খেটেছে ড্যান মার্সার তার জীবনের শেষ দু'সপ্তাহ কি করেছে সেটা জানার জন্য। খুব বেশি ক্লু ছিলো না ওর হাতে। ড্যান মার্সারের সেলফোন থেকে মাত্র তিনজন মানুষকে কল করা হয়েছে। ওর উকিল, ফ্লেয়ার হিকরি, ওর এক্স-ওয়াইফ, জেনা হুইলার আর গতকাল ওয়েন্ডি টাইনসকে। ফ্লেয়ারকে ওয়াকার ফোন করেছিলো জানার জন্য যে ড্যান মার্সার কোথায় ছিলো এই কয়েকদিন। ফ্লেয়ার উত্তর দিয়েছে পুলিশ যতো কম জানে ততোই ভালো। জেনা কোনো উত্তরই দিতে পারলো না। আর ওয়েন্ডির সাথে তো আগেই কথা হয়েছে।

তারপরও ওয়াকার কিছু জিনিস বের করতে পেরেছে। ড্যান লুকিয়ে ছিলো ঠিকই, কিন্তু সেটা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, পুলিশের কাছ থেকে নয়। তাই ও যেসব হোটেলে থেকেছে সেগুলোতে ক্রেডিট কার্ড দিয়েই ভাড়া চুকিয়েছে। অথবা হোটেলের আশেপাশের কোনো এটিএম থেকে টাকা তুলেছে। সেই রেকর্ডগুলো পুলিশ যেকোনো সময় জোগাড় করতে পারে। আর ড্যানের উপর আদালতে হুকুম ছিলো, যাতে ও মামলা চলাকালীন সময়ে নিউ জার্সি ছেড়ে না যায়। তাই ও যেসব হোটেলে থেকেছে সবগুলোই মোটামুটি ওয়াকারের এলাকায়।

ষোল দিন আগে ড্যান ওয়াইল্ডউডের একটা মোটেলে উঠেছিলো। তারপর তিন দিন থেকেছে কোর্ট ম্যানর ইন নামে একটা হোটেলে, তারপর ভার্মোসির ফেয়ার মোটেলে, আর গতকাল ছিলো ফ্রেডি'স ডিলাক্স লাক্সারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুইটস হোটেলে। যে সস্তা হোটেলটায় ওয়াকার আজকে রেইড দিতে এসেছে।

হোটেলের মালিক ফ্রেডি বেশ রসিক মানুষ, ওয়াকার মনে মনে বললো। এরকম একটা ভাঙ্গাচোরা, নোংরা হোটেলের নামে লাক্সারি, ডিলাক্স বা সুইটস কোনোটাই থাকা উচিত না।

ওয়াকারকে হোটেলের ম্যানেজার বললো ও গত দুইদিন ধরে ড্যান মার্সারকে দেখে নি। কিন্তু, ও যোগ করলো, এখানে ক্লায়েন্টদের আসা যাওয়া কেউ তেমন খেয়াল করে না।

"দেখি আমরা কিছু খুঁজে পাই কিনা," ওয়াকার বললো।

স্ট্যানটন মাথা ঝাঁকালো।

ও আর স্ট্যানটন এসে সেই রুমটায় ঢুকলো ড্যান যেটায় থেকেছে।

ওয়াকার বললো, "তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?"

"কি?"

"অন্য কোনো অফিসার আমার সাথে কাজ করতে চায় নি এই কেসে। একটা যৌন অপরাধী মারা গেলে ওদের কিছু আসে যায় না। তুমি কেন চাইলে?"

স্ট্যানটন একটু চুপ থেকে তারপর মুখ খুললো "হয়তো আমি নতুন এসেছি দেখে। হয়তো কিছুদিন পর আমিও আর এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবো না। কিন্তু আদালত রায় দিয়েছে লোকটা নির্দোষ। এর বিরুদ্ধে তুমি যদি কিছু করো, তাহলে তুমি আইনের বিরুদ্ধে কাজ করছো। আর আমি আইন রক্ষা করতে পুলিশের চাকরি নিয়েছি, আইনের বিরুদ্ধে যাবার জন্য নয়।"

ওয়াকারের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "তুমি আসলেই নতুন এসেছো।"

স্ট্যানটন কাঁধ ঝাঁকালো। ও রুমের ওয়্যারড্রোবটার কাছে গিয়ে সেটার ড্রয়ার খুলে কাপড়গুলো ঘাঁটতে শুরু করলো। "আরও কিছু ব্যাপার আছে।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। কি ব্যাপার?"

"আমার একজন বড় ভাই আছে। পিট। দারুণ লোক। খেলাধুলায় খুব ভালো। স্কুলে থাকতে ফুটবল খেলতো।"

"আচ্ছা।"

"তো একবার পিটকে লিগের ম্যানেজাররা বললো ওর খেলা ওদের ভালো লেগেছে। সামনের একটা ম্যাচে ও যদি ভালো খেলতে পারে তাহলে ওকে ফার্স্ট ডিভিশনের টিমে নিয়ে নেয়া হবে। পিট তো এটা শুনে মহাখুশি। ও প্রত্যেকদিন আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করা শুরু করলো, আর অপেক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে লাগলো কবে খেলার দিনটা আসবে। এরই মধ্যে একদিন ও এক মেয়ের সাথে দেখা করতে বেনিগ্যান'স নামে একটা রেস্টুরেন্টে গেলো। তুমি চেনো না জায়গাটা?"

"হ্যা চিনি।"

"তো মেয়েটা পিটকে পটানোর জন্যে দেখা গেলো একদম এক পায়ে খাড়া। শার্টের বোতাম টোতাম খুলে, বুক দেখিয়ে একদম বিশ্রি অবস্থা। পিটও গলে গেলো। মেয়েটাকে রাতে নিজের বাসায় নিয়ে এলো ও। বুঝতেই পারছো কিসের জন্য।"

ওয়াকার মুঠি পাকিয়ে বাতাসে কয়েকবার কিল মারার ভঙ্গি করলো। স্ট্যানটন মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলো ওয়াকার ঠিকই ধরেছে।

"পরে জানা গেলো মেয়েটার বয়স পনেরো। স্কুলে পড়ে। কিন্তু ওকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই।"

স্ট্যানটন থেমে ওয়াকারের দিকে তাকালো। ওয়াকার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "বুঝতে পেরেছি।"

"হুম্‌ম্‌। তো মেয়েটার বাবা পরে খবর পেলো পিট তার মেয়ের সাথে এই কাজ করেছে। শুনে তো সে মহাখাপ্পা। পিটকে পারলে মেরেই ফেলবে। এদিকে তার মেয়েই যে পিটকে পটিয়েছে সেটা নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। সে পিটের নামে ধর্ষণের মামলা ঠুকে দিলো। আইনের দিক থেকে পিট ধর্ষণই করেছে, যেহেতু মেয়েটা নাবালিকা। ও মামলায় হেরেও গেলো। আইন ওর গায়ে যৌন অপরাধীর সিল মেরে দিলো। আমার ভাই সারা জীবনে কোনো খারাপ কাজ করে নি, আইন ভাঙ্গা তো দুরের কথা। কিন্তু এখন ওর আর কখনও বিয়ে হবে না, ওকে কেউ শান্তিতে থাকতে দেবে না। যে আইনকে আমি ছোটবেলা থেকে এতো শ্রদ্ধা করি, সবসময় মেনে চলি, সেই আইনই বিনা দোষে আমার ভাইয়ের জীবন বরবাদ করে দিলো। হয়তো ড্যান মার্সারের বেলায়ও মানুষ এরকম কোনো ভুল করছে।"

ওয়াকার কিছু বললো না। ও স্বীকার না করলেও ওর মনের একটা অংশ বলছে স্ট্যানটন হয়তো ঠিকই বলেছে।

ওয়াকার জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিলো। এখন শুধু তদন্ত ছাড়া আর কিছুতে মনোযোগ দেবার দরকার নেই। ও ড্যানের ব্যবহার করা বিছানাটার দিকে এগিয়ে গেলো।

বিছানায় কিছু খুঁজে পেলো না ও। এবার বাথরুম।

সিংকের উপরে থরে থরে করে টুথপেস্ট, ব্রাশ, রেজর সব সাজানো। চোখে পড়ার মতো কিচ্ছু নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুমের ভেতর থেকে স্ট্যানটন বলে উঠলো, "পেয়েছি।"

"কি?"

"বিছানার নিচে। ও ওর মোবাইলফোন ফেলে গেছে।"

ওয়াকার কথাটা শুনে স্ট্যানটনের মতো এতো খুশি হতে পারলো না। স্যাটেলাইটের কল্যাণে ও আগেই বের করে ফেলেছে ড্যানের মোবাইল থেকে করা শেষ কলগুলো কি ছিলো। এখন মোবাইলফোন পেলে ওদের তেমন লাভ নেই।

কিন্তু...

স্যাটেলাইট ইনফরমেশনে ওয়াকার দেখেছে ড্যানের শেষ কলটা করা হয়েছে রাস্তার ওপর থেকে, ও ট্রেইলার পার্কে যাবার পথে। তাহলে ওর ফোন এই হোটেলের বিছানার নিচে এলো কিভাবে?

ও জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করার বেশি সময় পেলো না। পাশের রুম থেকে আবার স্ট্যানটনের গলা ভেসে এলো, নিচু, প্রায় আর্তনাদের সুরে "এহ হে..."

ওয়াকার ছুটে রুমে ফিরে এলো, "কি হয়েছে?"

স্ট্যানটন ফোনটা হাতে ধরে স্থির হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চেহারা কাগজের মতো সাদা। ওয়াকার দেখলো ফোনটা গোলাপি রঙের একটা আইফোন। ওর কাছেও এমন একটা ফোন আছে।

"কি ব্যাপার?" ও আবার জিজ্ঞেস করলো।

ফোনের স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে গেলো। স্ট্যানটন কিছু না বলে ফোনটা ওয়াকারের দিকে উঁচিয়ে ধরে একটা বোতাম চাপলো। আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্ক্রিনটা। ওয়াকার এগিয়ে এলো দেখতে।

ওর চোয়াল ঝুলে পড়লো।

ফোনের স্ক্রিনে একটা পরিবারের ছবি। চারজন মানুষ। তিনজন কমবয়সী, একজন বড়। সবাই একটা সমুদ্র সৈকতে, সবার মুখ হাস্যোজ্জ্বল। যার মুখের হাসিটা সবচেয়ে চওড়া সে মেয়েটার চেহারা ওয়াকার আগেও দেখেছে। ওর নাম হেইলি ম্যাকওয়েইড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

ওয়েন্ডির সাথে ড্যানের প্রাক্তন কলেজ রুমমেট ফিল টার্নবুলের ফোনে কথা হয়েছে। প্রিন্সটন কলেজ থেকে পাশ করার পর টার্নবুল ব্যাংকিং করে লালে লাল হয়ে গেছে। ওর বাসা এঙ্গেলউডের অভিজাত পাড়ায়।

যখন ড্যানের এপিসোডটা প্রথম টিভিতে দেখানো হয়েছিলো, তখনও ওয়েন্ডি চেষ্টা করেছিলো ফিলের সাথে যোগাযোগ করতে। ফিল সরাসরি মানা করে দিয়েছে। ওয়েন্ডিও আর তখন ওকে বেশি জ্বালায় নি। কিন্তু এখন যেহেতু ড্যান মার্সার খুন হয়েছে, ফিল হয়তো ওকে সাহায্য করতে রাজি হবে।

মিসেস টার্নবুল–ওয়েন্ডির ওর নাম মনে নেই–ফোন ধরলো। ওয়েন্ডি বোঝালো ও কে। "আমি জানি আপনার স্বামী ইচ্ছা করে আমার সাথে কথা বলছেন না, কিন্তু এই খবরটা শোনা ওনার খুব দরকার।"

"ও এখানে নেই।"

"ওনাকে কি অন্য কোনো নম্বরে ফোন করলে পাওয়া যাবে?"

মিসেস টার্নবুল যে ইতস্তত করছেন এটা ফোনেও বোঝা গেলো।

"মিসেস টার্নবুল, খবরটা সত্যি জরুরি।"

"ও একটা মিটিংয়ে আছে।"

"উনি কি ওনার ম্যানহাটন অফিসে? সেই অফিসের নম্বর বোধহয় আমার কাছে আছে–"

"না, ও একটা ক্যাফেতে।"

"জি?"

"এই মিটিংটা এমন নয় যেমন আপনি ভাবছেন। ফিল একটা ক্যাফেতে আছে। স্টারবাকস নামে একটা ক্যাফে।"

ওয়েন্ডি গাড়িটা স্টারবাকসের সামনে একটা খালি জায়গা দেখে পার্ক করলো। আমেরিকার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। সব ব্যবসায়ে মন্দা চলছে, ডলারের দাম পড়ে গেছে, হাজার হাজার মানুষ চাকরি হারাচ্ছে প্রতিদিন। ফিল টার্নবুলও এদের একজন। ওর কোম্পানি থেকে ওর পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। ওরা এখন প্রতি সপ্তাহে স্টারবাকস-এ দেখা করে সোনালি দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে। চাকরি গেলেও ওদের বড়লোকি ঢং যায় নি, ওয়েন্ডি মনে মনে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টারবাকস অনেক দামি ক্যাফে, এখানে এক কাপ কফির দাম পাঁচ ডলার করে।

ক্যাফেটায় ঢুকতেই ও ফিল টার্নবুলকে দেখতে পেলো। কোণার একটা টেবিলে বসা, পরনে দামি একটা বিজনেস সুট। ওর সাথে আরও তিনজন লোক বসে আছে। আর একজন টেনিস প্লেয়ারের পোশাক পরে আছে, হাতে একটা র‍্যাকেট পর্যন্ত ধরা। আরেকজনের কোলে একটা বেবি স্লিং, সেখানে একটা বাচ্চা শুয়ে আছে। আরেকজনের মাথায় একটা ক্যাপ ডানদিকে ত্যারা করে পরা।

একটু এগিয়ে আসতে শুনতে পেলো ক্যাপ পড়া লোকটা উত্তেজিত হয়ে আজকে সন্ধ্যার কোনো কনসার্টের কথা বলছে, যেটায় ও নাকি র‍্যাপ গান গাবে। ওয়েন্ডির শুনেই হাসি পেয়ে গেলো। এই রোগা, টিংটিঙে লোকটাকে দেখে একদমই র‍্যাপ গায়ক মনে হয় না।

ও আরেকটু আগাতে ত্যারা ক্যাপের নজর পড়লো ওর উপর। "তুমি কে? কি চাও?" তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলো লোকটা।

সবাই ঘুরে তাকালো ওয়েন্ডির দিকে, শুধু ফিল বাদে। ও তেমন অবাক হলো না। ও মনে মনে ধরে নিয়েছিলো মিসেস টার্নবুল ফিলকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে ও আসছে।

"দাঁড়াও," টেনিস প্লেয়ার বললো। "তোমাকে আমি চিনি। তুমি টিভির ওই রিপোর্টারটা না? ওয়েন্ডি টাইনস?"

"হ্যা, আমিই ওয়েন্ডি টাইনস।"

ফিল বাদে বাকি সবাই একটা হাসি দিলো।

"তুমি কি আজকে রাতে ফ্লাই-এর যে কনসার্ট আছে সেটা রিপোর্ট করতে এসেছো?" টেনিস প্লেয়ার প্রশ্ন করলো।

ওয়েন্ডি আবার অনেক কষ্ট করে হাসি চাপলো। "পরে করবো, হয়তো। কিন্তু আপাতত আমি ফিলের সাথে কথা বলতে এসেছি।"

"তোমাকে আমার কিছু বলার নেই।"

"তোমার কিচ্ছু বলতে হবে না, শুধু আমার কিছু কথা শুনলেই হবে।"

ফিল আর আপত্তি করলো না। ওয়েন্ডির পিছে পিছে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

"তোমরা কি নিয়ে কথা বলছিলে?" ওয়েন্ডি বন্ধুত্বপূর্ণ সুরে জানতে চাইলো।

"নর্ম...মানে ফ্লাই আমেরিকার প্রথম মধ্যবয়স্ক, শ্বেতাঙ্গ র‍্যাপ গায়ক হতে চায়..." কথাটা বলতে গিয়ে ফিলও বোধহয় একটু লজ্জা পেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওর মাথায় কি একটু সমস্যা আছে?"

"না, আসলে চাকরিটা চলে যাবার পর আমরা সবাই আলাদা আলাদা ভাবে ধাক্কাটা সামলাচ্ছি। ফ্লাইয়ের মনে হয়েছে র‍্যাপ দিয়ে ও নিজের রাগটা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে।" একটু থেমে ফিল প্রশ্ন করলো "তুমি কি চাও আমার কাছে?"

কথাটা সরাসরি বলাই সবচেয়ে ভালো, ওয়েন্ডি ভাবলো।

"ড্যান মার্সারকে গতকাল খুন করা হয়েছে।"

ফিল কিছু বললো না। ও দূরে তাকিয়ে কি যেনো দেখছে। ওর চোখ ছলছল করতে শুরু করলো। ওয়েন্ডি জিনিসটা খেয়াল করেও কিছু বললো না। লোকটাকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেয়া উচিত।

"তোমাকে কিছু এনে দেবো? রুমাল? এক গ্লাস পানি?" কিছুক্ষণ পর ওয়েন্ডি জানতে চাইলো।

ফিল টার্নবুল মাথা নাড়লো। "কলেজের প্রথম দিনই আমার ড্যানের সাথে দেখা হয়েছিলো। ওর মতো মজার মানুষ আমি তার আগে কখনও দেখি নি। কলেজে প্রথম এসেছি দেখে আমরা সবাই অনেক ভাব মারছিলাম। কিন্তু ড্যান এসব পাত্তাই দিলো না। ও দু'-একটা কথা বলেই সবাইকে এমন হাসালো, এমন হাসালো..." ফিলের গলা ধরে এলো। "...ও সবার সাথে বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেলতে পারতো। জীবনটাকে খুব অদ্ভুতভাবে দেখতো ড্যান।"

"অদ্ভুতভাবে মানে?"

"যেনো ও জানেই জীবনে কখন কি হবে, সেটা নিয়ে বেশি টেনশন করে লাভ নেই। ড্যানের আরেকটা দিকও ছিলো, ও সমাজে পরিবর্তন আনতে চাইতো। আমি জানি এই দু'টো দিক একদম মেলে না, কিন্তু ড্যানের তাতে কখনও অসুবিধা হতে দেখি নি। ও মজাও যেমন করতো, কাজ, পড়ালেখা তেমনই সিরিয়াসলি করতো। কিন্তু এখন...এখন..."

ওর গলা আবার কান্নায় বুজে এলো।

"আই অ্যাম সরি," ওয়েন্ডি বললো।

"তুমি নিশ্চয়ই শুধু এই খবর দিতে আমাকে খুঁজে বের করো নি?"

"না।"

"তাহলে?"

"আমি ড্যানের ব্যাপারে তদন্ত করছি–"

"তুমি সেটা আগেই করেছো," ফিল ওয়েন্ডির দিকে ফিরলো। "এখন কি ওর লাশটাকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না, আমি ড্যানের খারাপ কিছু খুঁজছি না।"

"তাহলে কি?"

"আমি তোমাকে আগেও ফোন দিয়েছিলাম। যখন ড্যানের ব্যাপারে আগের তদন্তটা করছিলাম তখন।"

ফিল কিছু বললো না।

"তুমি আমার ফোন ধরো নি কেন তখন?"

"ধরে কি বলতাম?"

"তোমার যেটা ইচ্ছা।"

"আমার একটা বৌ আছে, দু'টো বাচ্চা আছে। আমি চাই নি দুনিয়ার মানুষ টিভিতে দেখুক আমি যৌন অপরাধের সন্দেহভাজন একজন মানুষের পক্ষে কথা বলছি।"

"তোমার কি ধারণা ড্যান আসলে যৌন অপরাধী ছিলো না?"

ফিল শক্ত করে চোখ বুজে ফেললো। ওয়েন্ডির ইচ্ছা হলো ফিলকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু ও কি মনে করবে এটা ভেবে কিছু করলো না। ও ঠিক করলো এখন প্রসঙ্গ বদলানো উচিত।

"তুমি সুট পরে স্টারবাকসে আসো কেন?"

ফিলের মুখে যেনো একটা হাসির আভাস দেখা দিলো। "সবাই বলে আমাকে সুট পরলে স্মার্ট লাগে।"

ওয়েন্ডির তাকালো ফিলের দিকে। হ্যান্ডসামই দেখতে লোকটা, কিন্তু ওর চেহারায় গভীর পরাজয়ের ছাপ। যেনো ওর জীবনযুদ্ধ শেষ, ওর আর দেবার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই।

ওকে দেখতে দেখতে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেলো ওয়েন্ডির। অনেকদিন আগে, ওর বাবা, টেবিলে বসে খামের ভেতর নিজের বায়োডাটা ভরছিলো। বাবার পরনে ছিলো হাতা গুটানো একটা ফ্লানেলের শার্ট, তখন তার বয়স ৫৫-৫৬ হবে। জীবনে প্রথমবারের মতো তার চাকরি চলে গিয়েছিলো। বাবা নিউ ইয়র্কের একটা বড় নিউজপেপারের জন্য প্রিন্টিং প্রেস চালাতো। এই কাজে সে দীর্ঘ ২৮ বছর দিয়েছিলো নিজের জীবনের। অফিসের সবাই ওকে অনেক ভালোবাসতো।

তারপর একদিন ওর অফিস কিনে নিলো আরও বড় একটা কোম্পানি। যেসব কোম্পানির মালিকরা লাভ-লোকসান ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ফিল টার্নবুল আগে যেমন ছিলো। ওরা এসে বাবাকে সরিয়ে দিলো, কারণ 'পুরানকে হটিয়ে নতুনের জায়গা করে দিতে হবে।' তার পরের দিন বাবা হাতে খাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে কিচেনের টেবিলে বসে ছিলেন। তার চেহারা ঠিক এখনকার ফিল টার্নবুলের চেহারার সাথে মিলে যায়।

"তোমার কি রাগ হচ্ছে না?" ওয়েন্ডি বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলো।

"রাগ করে আসলে লাভ নেই," ওর বাবা খামে আরেকটা চিঠি ভরতে ভরতে জবাব দিয়েছিলো। "একটা উপদেশ শুনতে চাস? নাকি বাবার উপদেশ শোনার মতো বয়স নেই আর তোর?"

"না না, বলো।"

"সবসময় নিজের জন্য কাজ করবি। বসদের ওপর কোনো বিশ্বাস নেই।"

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বাবা কখনও নিজের জন্য কাজ করার সুযোগ পায় নি। এর পরের দুই বছর খুঁজেও কোনো চাকরি পায় নি। ৫৮ বছর বয়সে একটা হার্ট অ্যাটাক এসে বাবাকে সেই কিচেন টেবিলে বসা অবস্থাতেই মেরে ফেলে।

"তুমি সাহায্য করবে না তাহলে?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

"কিসের সাহায্য? ড্যান তো মারাই গেছে।" ফিল স্টারবাকসে ফিরে যাবার জন্য ঘুরলো।

ওয়েন্ডি ওর বাহুতে একটা হাত রাখলো। "তুমি যাবার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও। তোমার কি মনে হয় ড্যান আসলে যৌন অপরাধী ছিলো না?"

উত্তর দেবার আগে ফিল একটু ভেবে দেখলো। "আসলে নিজের সাথে হলে জিনিসটা অন্যরকম হয়ে যায়।"

"বুঝলাম না ঠিক।"

"বাদ দাও। বোঝার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।"

"তোমার সাথে কি এমন কিছু হয়েছে, ফিল?"

ফিলের মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠলো। "আমার আর কিছু বলার নেই, ওয়েন্ডি।" ও টেনে নিজের হাত ছুটিয়ে নিলো।

"কিন্তু–"

"এখন না, ওয়েন্ডি," ফিল বাধা দিলো। "আমি এখন কিছুক্ষণ একা একা হাটবো, আর আমার পুরনো বন্ধুর কথা মনে করবো। এটুকু তো ড্যানের প্রাপ্য, তাই না?"

ও ঘুরে হেটে চলে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

আরেকটা বেশ্যা খুন হয়েছে।

ডিটেকটিভ ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট মেয়েটার লাশের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আবার। মেয়েটা একটা হসপিটালের দুই গলি দূরে খুন হয়েছে। মাত্র দুই গলি। তাও কতো দূরে, কতো অসম্ভব দূরে। ফ্র্যাংক বাতাসে পচনের গন্ধ পেলো। কিন্তু গন্ধটা লাশ থেকে আসছে না। এটা শহর পচে যাবার গন্ধ। এখানে সবকিছু নোংরা। রাস্তা, আকাশ, মানুষ সবকিছু।

তাই আরেকটা বেশ্যা খুন হয়েছে।

দালালটাকে পুলিশ এরমধ্যেই থানায় নিয়ে গেছে। বেশ্যাটা নাকি ওকে গালাগালি করছিলো, আর ও ক্ষেপে গিয়ে মেয়েটার গলায় ছুরি মেরে দিয়েছে। পুলিশ যখন ওকে ধরে তখনও ছুরিটা ওর কাছেই ছিলো। ফ্র্যাংক ওকে দুই মিনিট ফাঁসির ভয় দেখানোর পরই ও সবকিছু স্বীকার করে নিয়েছে।

ও আবার মেয়েটার দিকে তাকালো। দেখে মেয়েটার বয়স বোঝা যায় না। পনেরো হতে পারে, তিরিশ হতে পারে। রাস্তার আবর্জনার ওপর লাশটা হাত পা ছড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। এর আগে ফ্র্যাংক যে বেশ্যা হত্যাটার তদন্ত করেছিলো সেটার কথা মনে পড়ে গেলো। কেসটার বারোটা বাজিয়েছিলো ও। ওর চাকরি চলে গিয়েছিলো। চিফ ইনভেস্টিগেটর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলো ওকে।

তারপরই হেইলি ম্যাকওয়েইডের কেসটা ওকে দেয়া হয়েছিলো।

ও বসের কাছে যেয়ে চাকরি ভিক্ষা চেয়েছিলো। যাতে এই কেসটা ও সমাধান করে যেতে পারে। বস ওর কথা মেনে নেয়। কিন্তু তারপরও তিন মাস হয়ে গেছে। ফ্র্যাংক এই তিনটা মাস হেইলির কেস নিয়ে গাধার মতো খেটেছে। যতোভাবে সম্ভব চেষ্টা করেছে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি।

ভাগ্যের পরিহাস, ফ্র্যাংক মনে মনে বললো। এই বেশ্যাটা ভাগ্যের পরিহাসে পড়ে গেছে। দুনিয়ায় ওর চেয়ে কতো খারাপ মানুষ আছে। খুনি, ধর্ষক, ডাকাত, চোর...কিন্তু ভাগ্য ওদের বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়। এই মেয়েটাকে দিলো না।

গলির বাইরে মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে। খুব বড় ভিড় নয়, পাঁচ-ছয় জন হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি ফ্র্যাংক, দেখা হয়েছে তোমার?"

মেডিক্যাল এক্সামিনার প্রশ্ন করলো ওকে। ফ্র্যাংক মাথা ঝাঁকালো। "হ্যা। শেষ। এবার তুমি দেখতে পারো।"

মাত্র সতেরো বছর বয়স ছিলো ওর মেয়েটার। কেইসি। এত্তো মিষ্টি ছিলো ওর হাসিটা! মেয়েটাও হাসতে খুব ভালোবাসতো। কখনও কাউকে কষ্ট দেয় নি ও। কিন্তু ভাগ্য ওকে বাঁচতে দিলো না।

কেইসির বয়স ষোল যখন ওরা প্রথম জানতে পারে ওর ইউয়িং'স সারকোমা হয়েছে। বোন ক্যান্সার। প্রচন্ড কষ্ট পেয়ে মরেছে ওর মেয়েটা। ফ্র্যাংকের একটা কিচ্ছু করার ছিলো না। ও বিছানার পাশে অসহায়, নিষ্কর্মার মতো দেখেছে যে ওর মেয়েটা দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কিচ্ছু করতে পারে নি।

ভাগ্যের পরিহাস, ফ্র্যাংকের আবার মনে হলো। এই বেশ্যাটা মারা গেছে, ওর মেয়ে মারা গেছে, বেশিরভাগ মানুষ এদের কথা জানবেও না। কিন্তু ওর মেয়ের বয়সিই আরেকটা মেয়ে হারিয়ে গেলো দেখে সারা দেশে সাড়া পড়ে গেলো। হেইলি ম্যাকওয়েইড।

কিন্তু ফ্র্যাংক এটাও মেনে নিয়েছে। এমন নয় যে ওর মেয়ে বা এই বেশ্যাটার কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেইলি ম্যাকওয়েইডের গুরুত্ব অনেক বেশি। শ্বেতাঙ্গ, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমেরিকার জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ দখল করে রেখেছে ঠিক হেইলির পরিবারের মতো শত শত পরিবার। শ্বেতাঙ্গ, উচ্চ মধ্যবিত্ত। এরকম কোনো পরিবারে বিপদ হলে দেশে সাড়া পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু ফ্র্যাংক জানে হেইলির বাবা-মা'র কতো কষ্ট হয়েছে ওদের মেয়েটা হারিয়ে যাওয়াতে। নিজের চোখে দেখেছে ও। এই কষ্টটা সমাজের চাপ, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সব কিছু থেকে ভয়ংকর। তাই ফ্র্যাংক নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে হেইলি ম্যাকওয়েইডকে খুঁজে বের করেই ছাড়বে।

ফ্র্যাংকের ফোনটা বেজে উঠলো।

"হ্যালো? ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট বলছি।"

"ফ্র্যাংক? আমি মিকি ওয়াকার। শেরিফ মিকি ওয়াকার।"

ওয়াকারের চেহারা মনে পড়লো ফ্র্যাংকের। বিশালদেহী, কৃষ্ণাঙ্গ ডিটেকটিভ। ভালো মানুষ, গোয়েন্দা হিসাবেও বেশ ভালো। ওয়াকার এখন একটা যৌন অপরাধীর খুনের তদন্ত করছে। ফ্র্যাংকের মনে হয়েছে ওই হারামজাদাটা খুন হয়ে ভালোই হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা মিকি, বলো।"

"তুমি কি ফ্রেডি'স ডিলাক্স লাক্সারি সুইটস হোটেল চেনো?"

"উইলিয়ামস স্ট্রিটে যে থার্ড ক্লাস হোটেলটা আছে সেটার কথা বলছো?"

"হ্যা সেটাই। ঝটপট এখানে এসে পড়ো তো।"

ফ্র্যাংকের বুকের রক্ত ছলকে উঠলো। "কেন, কি হয়েছে?"

"ড্যান মার্সার ছিলো এখানে। ওর রুমে একটা জিনিস পেয়েছি আমরা," ওয়াকারের গলা পাথরের মতো কঠিন, কুয়াশার মতো ঠান্ডা। "আমাদের ধারণা জিনিসটা হেইলি ম্যাকওয়েইডের।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

ওয়েন্ডি সকালে উঠে দেখলো পপস কিচেনে ডিম ভাজছে।

"চার্লি কোথায়?"

"ঘুমাচ্ছে।"

"একটা বাজে।"

পপস ঘড়ির দিকে তাকালো। "তাই তো দেখছি। তোর ক্ষিদে পেয়েছে?"

"না। তোমরা দু'জন কালকে কোথায় গিয়েছিলে?"

পপস কিছু না বলে একটা কৌতুকপূর্ণ ভ্রু উঁচু করলো।

"বলা যাবে না?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

"সেরকমই," পপস বললো। "এতোক্ষণ কোথায় ছিলি?"

"স্টারবাকসে গিয়েছিলাম।"

"কার সাথে? কি করতে?"

ওয়েন্ডি খুলে বললো ফিল টার্নবুলের সাথে ওর দেখা হবার ঘটনাটা।

"খারাপই লাগলো।" পপস বললো।

"আমার ফিলকে বেশ স্বার্থপর মনে হয়েছে।"

পপস কাঁধ ঝাঁকালো। "একটা পুরুষ মানুষের পরিবার চালানোর ক্ষমতা যদি তুমি নিয়ে যাও তাহলে ও একদম অসহায় হয়ে যায়। এটা দেখেই খারাপ লাগলো। গরীব হোক আর বড়লোক হোক, চাকরি চলে যাওয়া সবার জন্যই অনেক বড় একটা ধাক্কা। আমাদের সমাজ শেখায় নিজের একটা পরিচয়, একটা ভিত্তি থাকতে হলে চাকরি থাকতে হবে।"

"আর ফিলের ভিত্তিটা সরে গেছে?"

"হ্যা।"

"হুম্‌ম্‌।"

পপস ডিমের ওপর পনিরের কুঁচি ছড়াতে লাগলো। "তুই কি শিওর নাস্তা খাবি না? আমার ডিমভাজা একবার খেলে সারা জীবন মুখে স্বাদ লেগে থাকবে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।"

ওরা দু'জন বসে নাস্তা সারলো। ওরা খেতে খেতে চার্লি এলোমেলো চুল আর ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে কিচেনে এসে ঢুকলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এসো, নাস্তা খেয়ে নাও," ওয়েন্ডি বললো।

চার্লি মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে বসে পড়লো।

একটু পরে ওয়েন্ডি ওপরে উঠে এলো। চার্লির কম্পিউটারটায় বসে ও ফিল টার্নবুলের ব্যাপারে ইন্টারনেটে সার্চ করলো। তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া গেলো না। ফিল আর ওর বৌ এর একটা ছবি, একসাথে। জানা গেলো ফিল টার্নবুল ব্যারি ব্রাদার্স ট্রাস্ট নামে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি কোম্পানির জন্য কাজ করতো।

ব্যারি ব্রাদার্সের নামে বেশ কিছু সন্দেহজনক রিপোর্ট পাওয়া গেলো। কোম্পানিটার অফিস অনেক দিন ধরে পার্ক অ্যাভিনিউ নামে একটা জায়গায় ছিলো। এখন নাকি ওরা অফিস বিল্ডিং বদলে ফেলবে। ওয়েন্ডি ঠিকানাটা চিনতে পারলো। লক-হর্ন বিল্ডিং। ও নিজের পকেট থেকে ফোনটা বের করে নম্বরটা ডায়াল করলো।

প্রথম রিংটা হবার সাথে সাথে ক্লিক করে ফোন ধরার শব্দ হলো।

"বলো।"

গলাটা উদ্ধত, অহংকারী।

"হ্যালো, উইন। আমি ওয়েন্ডি টাইনস বলছি।"

"বুঝেছি। আমার ফোনে তোমার নম্বর সেভ করা আছে।"

নীরবতা।

ওর চোখের সামনে উইনের চেহারাটা ভেসে উঠলো। অসম্ভব সুদর্শন চেহারা, সোনালি চুল, পরিচ্ছন্ন দু'টো হাত। সুন্দর দু'টো নীল চোখ, বরফের মতো ভাবলেশহীন।

"তুমি কি ব্যারি ব্রাদার্সের ব্যাপারে কিছু জানো?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, জানি। আর কোনো প্রশ্ন আছে?"

"উফ্‌ফ্‌, তোমার স্মার্টগিরি দেখলে মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে, উইন।"

"কি করবো, আমি মানুষটাই এমন।"

"হ্যা, তুমি মানুষ কেমন সেটা আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি।"

নীরবতা।

"ব্যারি ব্রাদার্স কিছুদিন আগে ফিল টার্নবুল নামে একজন কর্মচারিকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে। তুমি কি ওর ব্যাপারে কিছু জানাতে পারবে?"

"দাঁড়াও, তোমাকে একটু পরে ফোন দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্লিক।

উইন। মাঝে মাঝেই ম্যাগাজিনে ওর ছবি দেখা যায়। নিচে লেখা থাকে : "ইন্টারন্যাশনাল প্লেবয়।" কথাটা মিথ্যা নয় আসলে। ও প্রচন্ড ধনী, প্রচন্ড অভিজাত পরিবারের ছেলে। ওর সাথে ওয়েন্ডির দেখা হয়েছিলো এমনই অভিজাত একটা পার্টিতে, দুই বছর আগে। উইন একদম সোজাসাপটাভাবে কথা বলেছিলো ওর সাথে, আর এ ব্যাপারটা ওয়েন্ডির ভালো লেগেছে। ও বলেছিলো ও ওয়েন্ডির সাথে শুতে চায়। এক রাতের জন্য। কোনো প্রেম, ভালোবাসা, দরদের অভিনয় ওরা করবে না। প্রথমে ওয়েন্ডি অবাক হয়েছে, কিন্তু পরে ভাবলো, ক্ষতি কি? এর আগে ও কখনও এমন করে নি। ও আধুনিক যুগের স্বাধীনচেতা মেয়ে। আর উইন প্রচন্ড হ্যান্ডসাম, স্মার্ট একটা ছেলে। পপস তো বলেছেই, মানুষের সেক্স দরকার। ওরা দু'জন উইনের বাসায় চলে যায় একসাথে। রাতটা ও উপভোগই করেছে।

পরদিন সকালে ওয়েন্ডি বাসায় ফিরে আসার পর একটানা দুই ঘন্টা ধরে কেঁদেছিলো।

ওর ফোন বেজে উঠলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ওয়েন্ডি মাথা নাড়লো। উইনের এক মিনিটও লাগে নি।

"হ্যালো?"

"ফিল টার্নবুলকে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে কারণ ও বিশ লাখ ডলার তহবিল তসরুফ করতে যেয়ে ধরা খেয়েছে। গুডবাই।"

ক্লিক।

উইন।

ওয়েন্ডির একটা কথা মনে গেলো। কনসার্ট। র‍্যাপ কনসার্ট। ইন্টারনেটে দ্রুত একটা সার্চ করতেই বেরিয়ে পড়লো ওর এলাকায় আজকে র‍্যাপ কনসার্ট কোথায় হচ্ছে। একটাই আছে। সেখানে বিশেষ আকর্ষণ : ফ্লাই।

দরজায় কেউ টোকা দিলে ওয়েন্ডি চেঁচিয়ে বললো : "খোলা আছে!"

দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে পপসের মাথাটা উঁকি দিলো। "সবকিছু ঠিক আছে তো?"

"হ্যা। তুমি র‍্যাপ পছন্দ করো?"

পপসের ভ্রু কুঁচকে গেলো। "মানে কি এটার?"

"একধরণের মিউজিক। খুব তাড়াতাড়ি ছড়া বলার মতো।"

"এসব শোনার চেয়ে নিজের কান কেটে ফেলা ভালো।"

"আজকে তুমি যাবে আমার সাথে একটা র‍্যাপ কনসার্টে। দেখি তোমার মত বদলায় কিনা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেড ম্যাকওয়েইড বসে বসে নিজের ছেলেকে লাক্রস খেলতে দেখছিলো। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের লাক্রস খেলার মাঠটায় জোরালো ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা আছে। টেড এখন বসে বসে ওর নয় বছর বয়সি ছেলেকে লাক্রস খেলতে দেখছে কারণ ওর করার মতো আর কিছু নেই। সারাদিন কি ও বাসায় বসে কাঁদবে? ওর বন্ধুরাও এখন আর ওর সাথে সময় কাটাতে চায় না। দেখা হলে দু' একটা কথা বলে ভদ্র হাসি দিয়ে কেটে পড়ে। যেনো বাচ্চা হারিয়ে যাওয়া কোনো ছোঁয়াচে অসুখ, টেডের আশেপাশে বেশিক্ষণ থাকলে ওদের বাচ্চাও হারিয়ে যাবে।

রায়ানের খেলা দেখতে দেখতে টেডের আবার হেইলির কথা মনে পড়ে গেলো। রায়ান অতো ভালো খেলে না, কিন্তু হেইলি চমৎকার খেলতো। ওর শুধু বাঁদিকে একটু দুর্বলতা ছিলো, লাক্রসের বলটা বার বার ওর বাঁ দিকে আসলে ও ধরতে পারতো না। তাও, হেইলির খেলা যে দেখেছে, সবাই বাধ্য হয়েছে প্রশংসা করতে। ওর মেয়েটা এমনই ছিলো। সবকিছুতে ভালো। অন্য বাবা-মারা ছেলেমেয়েদের সবসময় ঠেলাঠেলি করে পড়ালেখা, খেলাধুলায় ভালো হবার জন্য। কিন্তু হেইলির জন্য সেটা কখনও করতে হয় নি। ও নিজেই এরকম ছিলো সবসময়।

কোথায় গেলো ওর মেয়েটা?

টেড আর মার্সিয়া একে অপরকে ছোঁয় না গত তিন মাস ধরে। ওদের দু'জনের মধ্যে কেমন যেনো একটা নিশ্চুপ সমঝোতা হয়েছে। এমন না যে শারিরিক ঘনিষ্ঠতা না থাকাতে ওর মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন চলে এসেছে, ভাবলো টেড। কিন্তু ওর আর মার্সিয়ার মাঝখানে একটা দুরত্ব চলে এসেছে। কিন্তু ওর এখন সেই দুরত্ব কমাবার চেষ্টা করতেও ইচ্ছা করছে না।

অনিশ্চয়তাটাই সবচেয়ে খারাপ। মানুষের মন কোনোকিছু না জানলে সেটা নিয়ে আরও বেশি চিন্তা করে। আর অপরাধবোধ। উফফ্। টেডকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখে ওর অপরাধবোধ। প্রতি রাতে ও মনে মনে নিজের সাথে তর্ক করে। একবার বোঝায় যে ওর আসলে কোনো দোষ নেই, আরেকবার বোঝায় ওর অবহেলা, ওর গাফিলতির কারণেই এমন হয়েছে।

দোষ আসলে ওরই।

পুরুষ মানুষের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে : সন্তানরা যে নিজের বাসায় নিরাপদ আছে সেটা নিশ্চিত করা। নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখা। যদি তা না করতে পারো, তাহলে তুমি পুরুষ হিসাবে ব্যর্থ। কেউ কি বাসায় ঢুকে হেইলিকে জোর করে নিয়ে গেছে? তাহলে এটা টেডের দোষ। একজন বাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দায়িত্বই হচ্ছে পরিবারকে রক্ষা করা। আর হেইলি যদি নিজের ইচ্ছায় বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও এটা টেডের দোষ। তার মানে ও এমন একজন বাবা হতে পারে নি যার কাছে নিজের মেয়ে এসে তার সমস্যার ব্যাপারে কথা বলতে পারে।

টেডের মাথায় এসব চিন্তা সারাদিনই চলতে থাকে।

ওর মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা ইচ্ছা হয়। ও ছোট থাকতে জানতো ওর বাবা ঠিক কোথায় নিজের পিস্তলটা রাখে। ওর ইচ্ছা হয় পিস্তলটা সেখান থেকে বের করে নিয়ে বেসমেন্টে চলে যেতে। তারপর ফ্লোরে বসে পিস্তলের নলটা মুখে ঢুকিয়ে আস্তে করে ট্রিগারটা টেনে ধরতে...

কিন্তু ও কখনওই এমন করবে না। নিজের পরিবারের কষ্টের বোঝা আর বাড়াতে চায় না ও। বাবা হিসাবে ওর কিছু দায়িত্ব তো পালন করা উচিত। কিন্তু মাঝে মাঝে এটা চিন্তা করতে ভালো লাগে, ও চাইলে এক মুহূর্তে নিজের সব দুঃখ মুছে ফেলতে পারে। শুধু একবার ট্রিগারটা টেনে ধরলেই হবে।

ও চেষ্টা করলো রায়ানের খেলার দিকে মনোযোগ দিতে। ও মুখের দু'পাশে হাত নিয়ে একটা চোঙ্গা বানিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো "সাবাস, রায়ান!"

নিজের গলা শুনে টেডের নিজেরই অস্বস্তি হলো। পুরো খেলা জুড়ে অন্য অনেক বাবা-মা'ই চিৎকার করে নিজের ছেলেদের উৎসাহ দিয়েছে, কিন্তু টেডের চিৎকারটা ওদের মতো নয়। ওর গলা নিষ্প্রাণ, যেনো ও ভদ্রতা করছে। ও আশেপাশে তাকালো কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা দেখবার জন্য, তখনই ফ্র্যাংককে ওর চোখে পড়লো।

ওকে দেখে মনে হচ্ছিলো ওর হাঁটু পর্যন্ত কাঁদা ঠেলে এগিয়ে আসতে হচ্ছে। ওর পাশে বিশালদেহী, কৃষ্ণাঙ্গ একজন লোক, দেখে বোঝা যায় এও পুলিশ অফিসার হবে। এক মুহূর্তের জন্য টেডের মনটা আশায় ভরে গেলো। শুধু এক মুহূর্তের জন্য।

ফ্র্যাংক মাথা নিচু করে এগিয়ে আসছে। ওকে ক্লান্ত, বিষন্ন লাগছে দেখতে।

ওরা এগিয়ে আসার পর ফ্র্যাংক টেডকে জিজ্ঞেস করলো "মার্সিয়া কোথায়?"

"ও মায়ের বাড়িতে গেছে।"

"ওকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এখনই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

র‍্যাপ কনসার্টটা হচ্ছে 'ব্লেন্ড' নামে একটা বার-এ।

বারটার ভেতরে পা দেবার সাথে সাথে পপসের মুখে একটা নির্লজ্জ হাসি ফুটে উঠলো।

"কি?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে তো সুন্দরীদের অভাব নেই রে!"

বারটা ঝাপসা আলো আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ডুবে আছে। পপস ঠিকই বলেছে। অনেকগুলো স্টুলে কালো পোশাক পরা মেয়েরা বসে আছে।

"পপস, তোমার কি আর এসব করার বয়স আছে?"

"প্রেমের কোনো বয়স থাকে না, বুঝলি?"

ওয়েন্ডি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত হবার ভান করলো।

"দাঁড়া, আমি একটু ওদের সাথে কথা বলে আসি," পপস হাসতে হাসতে বললো।

"ঠিক আছে, কিন্তু কাউকে বাসায় আনা যাবে না। আমার কিশোর ছেলে এসব নষ্টামি শিখুক আমি চাই না।" ওয়েন্ডিও হাসছে।

"সেটা নিয়ে চিন্তা করিস না। ওকে তোর বাড়িতে আনবো না, আমি ওর বাড়িতে যাবো।"

ব্লেন্ড শুধু বার নয় আসলে। বিশাল জায়গা নিয়ে করেছে ওরা বিল্ডিংটা। সামনের অংশটা বার, মাঝখানে রেস্টুরেন্ট, পেছনদিকে ক্লাব। কনসার্টটা আসলে ক্লাবেই হচ্ছে। ওয়েন্ডি পাঁচ ডলারের একটা টিকেট কিনে ক্লাবের ভেতর ঢুকে পড়লো।

ফ্লাই এরমধ্যেই গান গাওয়া শুরু করেছে। এতো সোনার চেন পড়েছে যে ওর দিকে তাকালেই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

বেশি মানুষ নেই ওর গান শোনার জন্য। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন হবে। বেশিরভাগই মেয়ে। প্রথম গানটা শেষ হবার পর সবাই তালি দিলো, কয়েকজন শিষ বাজালো। ভিড়ের সামনের দিকে ফ্লাইয়ের বন্ধুদের দেখতে পেলো ওয়েন্ডি। ফিলও আছে সেখানে। আশেপাশে চোখ বুলিয়ে ওর আরেকজনকেও চোখে পড়লো। পেছনে, কোণার দিকে একলা দাঁড়িয়ে আছে শেরি টার্নবুল, ফিলের বৌ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি ভিড় ঠেলে ওর দিকে এগিয়ে গেলো। "মিসেস টার্নবুল?"

শেরি টার্নবুল আস্তে আস্তে মদের গ্লাস থেকে মাথা তুললো।

"আমি ওয়েন্ডি টাইনস। আমাদের ফোনে কথা হয়েছে।"

"তুমি সেই সাংবাদিক?"

"হ্যা।"

"আমি তখন বুঝি নি তুমি ড্যান মার্সারের রিপোর্টটা করেছে।"

"আপনি কি ড্যানকে চিনতেন?"

"একবার দেখা হয়েছিলো ওর সাথে।"

"কিভাবে?"

"ও আর ফিল প্রিন্সটনে একসাথে থাকতো। ফার্লির জন্যে একটা পার্টি দিয়েছিলো ফিল গত বছর, ড্যানের দাওয়াত ছিলো সেটায়।"

"ফার্লি?"

"ওদের আরেক দোস্ত।"

ফ্লাই আরেকটা গান শুরু করলো। দর্শকরা আবার চুপ হয়ে গেছে।

ও মানুষটা যেমন হাস্যকর, ওর গানের কথাগুলোও তেমনি। ওয়েন্ডি চুপচাপ ভ্রু কুঁচকে অপেক্ষা করছিলো গানটা কখন শেষ হবে, তখন শেলি টার্নবুল উঁচু গলায় বললো : "তোমার ওর গানগুলো অসহ্য লাগছে, তাই না?"

"আমি আসলে র‍্যাপ মিউজিক জিনিসটাই অতো পছন্দ করি না।"

ভিড়ের সামনের দিকে ফিল আর ওর বন্ধুরা প্রচন্ড মজা পাচ্ছে। চিৎকার করে ওরা ফ্লাইকে উৎসাহ দিচ্ছে। শেরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কি ব্যাপার?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

"ফিলকে হাসতে দেখে ভালো লাগছে।"

ওয়েন্ডির চোখে পড়লো পপস কোণায় দাঁড়িয়ে দু'টো মেয়ের সাথে গল্প করছে।

"ওই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছো?" শেলির প্রশ্নে আবার ওর চিন্তায় বাধা পড়লো।

শেলির ইশারা অনুসরণ করলো ও। "ওই মেয়েটা? হ্যা, ওই তো সবচেয়ে বেশি লাফাচ্ছে দেখলাম। ফ্লাই-এর অনেক বড় ফ্যান নাকি?"

"ও হচ্ছে নর্ম–মানে ফ্লাইয়ের বৌ। ওদের তিনটা বাচ্চা আছে। ওদের এখন যে অবস্থা, তাতে কিছুদিন পরে বাসা বিক্রি করে রাস্তায় থাকতে হবে। তাও ওর বৌ স্বামীকে সাপোর্ট দিচ্ছে এসব গান-টানের ব্যাপারে।"

"বেশ," ওয়েন্ডি বললো। এখন ওর কাছে একটা জিনিস একটু খটকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগলো। ভিড়ের মানুষ যে উচ্ছাস প্রকাশ করছে সেটা যেনো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বেশি। যেনো ওরা জোর করে দেখাতে চাচ্ছে ওরা কতো মজা পাচ্ছে।

"তুমি এখানে কি চাও?" শেরি জানতে চাইলো।

"আমি ড্যান মার্সারের কেসের তদন্ত করছি।"

"একটু দেরি হয়ে গেছে না সেটার জন্য?"

"হয়তো। ফিল আজকে আমাকে অদ্ভুত একটা কথা বলেছে। ও ইঙ্গিত দিয়েছে যে ওকেও কোনো ব্যাপারে ড্যানের মতো বিনা দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।"

শেরি নিজের গ্লাসের দিকে তাকালো।

"শেরি?"

ও চোখ তুলে ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। "আমি ওকে আর কষ্ট দিতে চাই না।"

"সেটা তো আমিও চাই না।"

"ফিল এখনও এই সত্যের মুখোমুখি হতে চায় না যে ওর চাকরি চলে গেছে। প্রত্যেকদিন সকালে সুট পরে বাইরে যায়।"

ওয়েন্ডির আবার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে গেলো। কিচেন টেবিলে বসে খামে কাগজ ঢুকাচ্ছে।

"আমি চেষ্টা করি ওকে বোঝাতে সবকিছু ঠিক আছে," শেরি বললো। "এখন আমি যদি দুম করে বলে বসি আমাদের আরও ছোট একটা বাসা নেয়া উচিত, ফিল মনে করবে আমি ওকে ওর ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। পুরুষ মানুষ তো এমনই হয়, তাই না?"

"ওর সাথে কি হয়েছিলো, শেরি?"

"ফিল নিজের চাকরিটা অনেক ভালোবাসতো। ও ফ্যাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইসর ছিলো। টাকা পয়সা ম্যানেজ করতো। বলতো, 'নিজের এতো কষ্টের কামাই যে মানুষ আমাকে এতো বিশ্বাস করে রাখতে দেয়, এটা ভাবলে আমার খুব ভালো লাগে।' সততা আর দায়িত্ব। এ দু'টো জিনিসই হচ্ছে ওর জীবন।"

শেরি থামলো। ওয়েন্ডি অপেক্ষা করতে লাগলো ও আরও কথা বলবে ভেবে। যখন শেরি আর কিছু বললো না, ও বললো "আমি রিসার্চ করে কয়েকটা জিনিস জানতে পেরেছি।"

মনে হলো না শেরি ওর কথা শুনতে পেয়েছে। "আমি আবার চাকরি শুরু করবো। ফিল জিনিসটা পছন্দ করবে না, কিন্তু উপায় নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শেরি, আমার কথা শোনো। আমি তহবিল তসরুফের ব্যাপারে জানি।"

শেরির চেহারা দেখে মনে হলো ওকে কেউ চড় মেরেছে। "কিভাবে?"

"যেভাবেই হোক। ফিল কি আমাকে সকালে এটার কথাই বলেছে?"

"এসব ফালতু, মিথ্যা গুজব। অফিসের বড় অফিসারকে তো আর এমনি এমনি চাকরি থেকে বাদ দেয়া যায় না, তাই এসব বানিয়েছে।"

"আমি এ ব্যাপারে ফিলের সাথে কথা বলতে চাই।"

"কেন?"

ওয়েন্ডি একবার মুখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেললো।

"ড্যানের সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই," শেরি বললো।

"হয়তো আছে।"

"কিভাবে?"

ভালো প্রশ্ন। ওয়েন্ডি এখনও ব্যাপারটা ভেবে দেখে নি।

"আপনি কি ওর সাথে একটু কথা বলবেন?"

"কি নিয়ে?"

"আমি ওকে সাহায্য করতে চাই।"

কিন্তু ওয়েন্ডির মাথায় একটা চিন্তা এলো। জেনা একটা কথা বলেছিলো ওকে। ফিল আর শেরিও প্রায় একই কথা বলছে। অতীতে কি হয়েছে সেটার ব্যাপারে, প্রিন্সটনের ব্যাপারে, ফার্লির ব্যাপারে। ওর বাসায় যাওয়া দরকার। আবার কম্পিউটারে বসে কিছু রিসার্চ করতে হবে।

"ওকে শুধু বলবেন আমার সাথে আরেকবার কথা বলতে, প্লিজ? তাহলেই হবে।"

ফ্লাই আরেকটা গান শুরু করেছে। ওয়েন্ডি পপসের দিকে হাটা ধরলো।

"চলো," পপসের কাছে এসে বললো ও।

পপস তার পাশে দাঁড়ানো মাতাল, আকর্ষনীয়া চেহারার একটা মেয়ের দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করলো। মেয়েটার শার্টের উপরের তিনটা বোতাম খোলা। ফর্সা স্তনের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে।

"ব্যস্ত আছি দেখছিস না?" পপস ফিসফিস করলো।

"ওর নম্বর নিয়ে নাও। এসব পরে কোরো। চলো, আমার এখনই বাসায় যেতে হবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

ফ্র্যাংক আর মিকির সামনে এখন প্রথম কাজটা হচ্ছে ড্যান মার্সার আর হেইলি ওয়েইডের মধ্যে একটা কানেকশন খুঁজে বের করা।

হেইলির ফোনে তেমন কোনো ক্লু-ই পাওয়া যায় নি। কোনো নতুন এসএমএস, ই-মেইল কিছুই নেই। টম স্ট্যানটন এখনো ফোনটা চেক করছে। কিন্তু হেইলি আর ড্যানের প্রথম কানেকশনটা পাওয়া গেলো টেড আর মার্সিয়ার সাথে কথা বলে। ওদের দু'জনের অবস্থা বেশ খারাপ, হাউমাউ করে কাঁদছে। তারমধ্যেই ওরা বললো ক্যাসেলটন হাই স্কুলে হেইলির ক্লাসে আরেকটা মেয়ে পড়তো, আমান্ডা হুইলার নামে। ও হচ্ছে জেনা হুইলারের মেয়ে। জেনা হুইলার হচ্ছে ড্যানের এক্স-ওয়াইফ। ড্যান আর জেনার মধ্যে ডিভোর্সের পরেও ভালো সম্পর্ক ছিলো, ওরা প্রায়ই দেখা টেখা করতো।

কানেকশন।

এখন ও জেনা আর নোয়েল হুইলারের ড্রয়িংরুমে বসে আছে। কান্নায় জেনার চোখ ফুলে আছে। ও ছোটখাটো একটা মেয়ে। দেখলে মনে হয় নিয়মিত ব্যায়াম করে। আর ট্রেমন্ট জানতে পেরেছে ও স্বামী ভ্যালি মেডিকেল সেন্টার নামে একটা হসপিটালের হার্টের ডাক্তার। কালো, লম্বা চুল নোয়েলের মাথায়, একটু এলোমেলো। ডাক্তারদের এমন চুল থাকে না, গায়কদের থাকে।

মিকি ওয়াকার ফ্র্যাংকের পিছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ফ্র্যাংকের সাথে ওকে দেখতে দৈত্যের মতো লাগছে। এখন যেহেতু ওদের কেসগুলো মিলে গেছে, ওরা একসাথেই কাজ করছে।

ফ্র্যাংক মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশলো। "আমাদের সাথে কথা বলতে রাজি হবার জন্য ধন্যবাদ।"

"আপনারা কি ড্যানের ব্যাপারে নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?" জেনা প্রশ্ন করলো।

"আপনার সাথে ড্যান মার্সারের কেমন সম্পর্ক ছিলো সে ব্যাপারেই আমরা কথা বলতে চাচ্ছি।"

জেনাকে দেখে মনে হলো ও কথাটা বুঝতে পারে নি। নোয়েল ভাবলেশহীন।

"আমাদের সম্পর্ক? মানে?" জেনা বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনাদের সম্পর্ক ভালো ছিলো?"

"হ্যা।"

ফ্র্যাংক নোয়েলের দিকে তাকালো। "আর আপনার? ও আপনার বৌয়ের সাথে বিবাহিত ছিলো আগে, ওদের বন্ধুত্বে আপনার আপত্তি ছিলো না?"

আবার জেনাই উত্তর দিলো। "আমাদের সবার সাথেই ড্যানের সম্পর্ক ভালো ছিলো। ও আমাদের মেয়ে কেরির ধর্মপিতা ছিলো, মানে গডফাদার।"

"কেরির বয়স কতো?"

"তা দিয়ে আপনাদের কি?"

ফ্র্যাংকের গলা একটু কঠিন হলো। "আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, মিসেস হুইলার।"

"ওর বয়স ছয়।"

"ড্যান মার্সারের সাথে ও কি কখনও একলা ছিলো?"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন–"

"আমার কথার জবাব দিন," ফ্র্যাংক ওকে থামিয়ে দিলো।

"হ্যাঁ, কেরি ড্যানকে অনেক পছন্দ করতো। আঙ্কেল ড্যান বলে ডাকতো ওকে।"

"আপনাদের আরেকটা মেয়ে আছে না?"

এবার নোয়েল জবাব দিলো। "হ্যা, আমার আগের পরিবার থেকে একজন মেয়ে আছে। ওর নাম আমান্ডা।"

"ও কি এখন বাসায় আছে?"

ফ্র্যাংক আগেই চেক করে এসেছে, তাই উত্তরটা ওর জানা ছিলো।

"হ্যা। ও উপরে আছে। নিজের রুমে।"

জেনা ওয়াকারের দিকে তাকালো। ওয়াকার এখনও কোনো কথা বলে নি। "এসবের সাথে ড্যানের খুন হওয়ার কি সম্পর্ক?"

ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করলো : "ড্যান এখানে কি প্রায়ই আসতো?"

"মিসেস হুইলার, আপনি কি কিছু লুকানোর চেষ্টা করছেন?"

জেনার মুখ হা হয়ে গেলো। "কি?"

"আপনি কি আমার কথার সোজা উত্তর দিবেন না?"

"আমি তো সব প্রশ্নের উত্তর দিতেই রাজি আছি, শুধু জানতে চাচ্ছি যে–"

"কেন? আমি কি প্রশ্ন করি তাতে আপনার কি আসে যায়?"

নোয়েল হুইলার বৌকে শান্ত করার জন্য ওর হাঁটুতে একটা হাত রাখলো। "হ্যা, ও প্রায়ই আসতো। সপ্তাহে একবারের মতো–" একটু থামলো–"ওকে নিয়ে ওই প্রোগ্রামটা হবার আগে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তারপর?"

"খুব কম। এক-দু'বারের বেশি হবে না।"

ফ্র্যাংক নোয়েলের দিকে ঝুঁকে এলো। "কম কেন? আপনার কি মনে হয়েছে ও আসলেই অপরাধী?"

নোয়েল হুইলারের শরীর শক্ত হয়ে গেলো। "না, আমি মনে করি নি ও অপরাধী।"

"কিন্তু?"

নোয়েল কিছু বললো না। ও বৌয়ের দিকে তাকালো।

"কিন্তু রিস্ক নিতেও চান নি, তাই তো?"

জেনা বললো "ড্যানই বলেছিলো ওর আর এদিকে বেশি না আসাই ভালো। যাতে প্রতিবেশিরা গল্পগুজব না ছড়ায়।"

নোয়েলের চোখ কার্পেটের দিকে।

"আর," জেনা বললো, "আমি এখনও জানতে চাই এসবের সাথে ড্যানের মৃত্যুর কি সম্পর্ক।"

"আমরা আপনাদের মেয়ে আমান্ডার সাথে কথা বলতে চাই," ফ্র্যাংক বললো।

জেনা চমকে উঠলো কথাটা শুনে। কিন্তু কিছু বলার আগে ও স্বামীর দিকে তাকালো। ও সৎ মা দেখে হয়তো ইতস্তত করছে, ভাবলো ফ্র্যাংক।

নোয়েল বললো, "অফিসার...ট্রেমন্ট, তাই না?"

ফ্র্যাংক মাথা ঝাঁকালো।

"আমরা এতক্ষণ আপনাদের সব কথাই বিনা বাধায় মেনে নিয়েছি," নোয়েল বললো। "এরপরও আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে তার উত্তর দিতে আমি রাজি আছি। কিন্তু আমার মেয়ে আপনার সাথে কথা বলবে না। আপনার কি কোনো বাচ্চা আছে, অফিসার?"

ফ্র্যাংক চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলো ওয়াকার একটু অস্বস্তি নিয়ে এক পা থেকে আরেক পায়ে ওজন নিয়ে গেলো। ওয়াকার জানে তাহলে। ফ্র্যাংক অবশ্য ওকে কখনোই কেইসির কথা বলে নি।

"না, নেই।"

"যদি আপনি আমান্ডার সাথে কথা বলতে চান, আমাকে আগে সবকিছু খুলে বলতে হবে। কি নিয়ে কথা বলবেন, কেন কথা বলবেন, সব।"

"বেশ," ট্রেমন্ট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো "আপনারা কি জানেন হেইলি ম্যাকওয়েইড কে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা, অবশ্যই," জেনা উত্তর দিলো।

"আমাদের ধারণা আপনার এক্স-হাসব্যান্ড ওকে কিছু একটা করেছে।"

নীরবতা।

জেনা বললো "কিছু একটা বলতে–"

"কিডন্যাপ, ধর্ষণ, খুন," ফ্র্যাংকের গলা চড়ে গেলো। "আরও কিছু জানতে চান, মিঃ হুইলার?"

"আমি শুধু জানতে চাই–"

"আপনি কি জানতে চান তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই। ড্যান মার্সারের ব্যাপারেও আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই। আমি শুধু জানতে চাই হেইলি ম্যাকওয়েইডের সাথে ওর সম্পর্কটা কি ছিলো।"

"ড্যান কারও ক্ষতি করার মতো মানুষ নয়।"

ফ্র্যাংকের কপালের রগটা দপদপ করছে। "ওহ্, তাই? আপনি আগে বললেই হতো সেটা! আমরা সুটকেস গুছিয়ে বাসায় চলে যেতে পারতাম। ড্যানের বিরুদ্ধে যে প্রমাণের পাহাড় আছে সেটাকে পাত্তা দেবার কি দরকার? মিস্টার, মিসেস ম্যাকওয়েইড, জেনা হুইলার বলেছেন ড্যান কারও ক্ষতি করবে না! দুশ্চিন্তা ভুলে যান!"

"এতো মাথা গরম করার কিছু হয় নি," নোয়েল শান্ত, ডাক্তারি গলায় বললো।

"হয়েছে, ডক্টর হুইলার, অবশ্যই হয়েছে। আপনি তো একটু আগে বলছিলেন আপনি একজন বাবা, তাই না?"

"হ্যা, অবশ্যই।"

"ঠিক আছে। কল্পনা করুন তো, আমান্ডাকে তিন মাস ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর ম্যাকওয়েইডরা আমাকে এভাবে ঘোরাচ্ছে, তখন আপনার কেমন লাগতো?"

জেনা আবার বললো, "আমরা শুধু জানতে চাচ্ছি যে–"

ওর স্বামী আবার ওর হাঁটুতে একটা হাত রাখলো। নোয়েল মাথা ঝাঁকিয়ে জোরে হেঁকে উঠলো : "আমান্ডা!"

"আসি!" ওপর থেকে একটা মেয়ের গলা ভেসে এলো।

"আপনাদের দু'জনের জন্যই একটা প্রশ্ন," ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট বললো। "ড্যানকে কি আপনারা হেইলির সাথে দেখেছেন?"

জেনা বললো, "না।"

"ডক্টর হুইলার?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নোয়েল লম্বা চুলে ঢাকা মাথাটা নেড়ে 'না' বলতে বলতে ওর মেয়ে নেমে এলো। আমান্ডা লম্বা, রোগা, আর ওর মাথাটা কেমন যেনো লম্বাটে। ও এসে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো ওদের সামনে।

ওর বাবা উঠে ওকে ধরে সোফায় বসালো। ও বসার পর জেনাও ওকে জড়িয়ে ধরলো।

ফ্র্যাংক শুরু করলো "আমান্ডা, আমি অফিসার ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট। এ হচ্ছে অফিসার ওয়াকার। আমরা তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, ঠিক আছে? তুমি উলটাপালটা কোনো কিছু করো নি, তাই ভয় পেও না। শুধু আমাদের প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তর দিলেই তোমার ছুটি, ঠিক আছে?

আমান্ডা চট করে মাথা নাড়লো। ওর চোখ আহত পাখির মতো ছটফট করছে।

"তুমি কি হেইলি ম্যাকওয়েইডকে চেনো?"

আমান্ডাকে দেখে মনে হলো ও আরও ছোট হয়ে গেছে।

"হ্যা।"

"কিভাবে?"

"স্কুল থেকে।"

"তোমরা দু'জন কি বন্ধু ছিলে?"

আমান্ডা কাঁধ ঝাঁকালো। একদম বাচ্চা একটা মেয়ে মনে হলো ওকে। "আমরা কেমিস্ট্রি ক্লাস একসাথে করতাম।"

"এই বছরেই?"

"হ্যা।"

"আচ্ছা। তোমাদের সম্পর্ক কেমন ছিলো? তোমরা কি বন্ধু ছিলে?"

"হ্যা। হেইলি অনেক ভালো মেয়ে ছিলো।"

"ও কি কখনও তোমার বাসায় এসেছে?"

আমান্ডা একটু ইতস্তত করলো। "হ্যা।"

"প্রায়ই আসতো?"

"না, একবারই এসেছে।"

ফ্র্যাংক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। "কবে এসেছিলো বলো তো।"

মেয়েটা ওর বাবার দিকে তাকালো। নোয়েল মাথা ঝাঁকালো। "বলো, অসুবিধা নেই।"

আমান্ডা আবার ফিরলো ট্রেমন্টের দিকে। "থ্যাংকসগিভিং-এর রাতে।" থ্যাংকসগিভিং একটা আমেরিকান ঐতিহাসিক উৎসব, এ রাতে সাধারণত পুরো পরিবার একসাথে ডিনার করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হেইলি এখানে কেন এসেছিলো?"

আবার কাঁধ ঝাঁকালো আমান্ডা। "এমনি, ঘুরতে।"

"থ্যাংকসগিভিং-এ? সেদিন ওর পরিবারের সাথে থাকার কথা না?"

জেনা উত্তর দিলো এবার "ও ডিনারের পরেই এসেছিলো। ডিনার করেছে নিজের পরিবারের সাথেই।" জেনার গলাটা কেমন শুকনো, নিস্প্রাণ মনে হলো।

ফ্র্যাংক আমান্ডার ওপর থেকে চোখ সরায় নি। "সেটা রাতের ঠিক কখন হবে?"

আমান্ডা একটু ভেবে উত্তর দিলো। "মনে নেই। রাত দশটার মতো হবে।"

"কতোজন মেয়ে ছিলো সেদিন?"

"চারজন। ব্রি আর জুডি নামে আমার দু'টো বান্ধবীও এসেছিলো। আমরা বেসমেন্টে আড্ডা মেরেছি।"

"ডিনারের পরে?"

ফ্র্যাংক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর জিজ্ঞেস করলো "আঙ্কেল ড্যান কি সেদিন এসেছিলো?"

আমান্ডা কিছু বললো না। জেনা স্থির হয়ে বসে আছে।

"ও কি এসেছিলো?" ট্রেমন্ট আবার জিজ্ঞেস করলো।

নোয়েল একটু ঝুঁকে এলো, ওর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। "হ্যা। ড্যান সেদিন রাতে এখানেই ছিলো।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

পপস পুরো রাস্তা গজগজ করতে করতে এলো। "ওই মেয়েটাকে পুরো পটিয়ে ফেলেছিলাম।"

"পরে আরও সুযোগ পাবে তুমি পপস।"

"হুম্‌ম্‌। তোর দরকারটা কি অনেক জরুরি?"

"হ্যা।"

"বেশ। চল তাহলে। কিন্তু আমি এখানে আরেকবার আসতে চাই।"

"আচ্ছা।"

ওয়েন্ডি গাড়িটা গ্যারেজে রেখে দ্রুত পায়ে বাসায় ঢুকলো। চার্লি ওর দুই বন্ধুর সাথে ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখছে। ওদের নাম ক্লার্ক আর জেমস।

"কি অবস্থা তোমার," চার্লি টিভি থেকে চোখ না সরিয়েই বললো।

"হ্যা, একটা কাজ আছে। তোমরা টিভি দেখো।"

চার্লি ঘাড় নাড়লো। ওর চোখ এখনও টিভির দিকে। ওর দুই বন্ধু কোনোমতে বিড়বিড় করে 'কেমন আছেন, মিস টাইনস,' বলে ভদ্রতা সারলো।

ওয়েন্ডি ওদের সাথে ভদ্রতা বিনিময় করে দ্রুত উপরে উঠে এলো। শেরি টার্নবুল ফার্লি নামে একজনের কথা বলছিলো। নামটা শোনার সাথে সাথে ওয়েন্ডির মাথায় বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা খেলে যায়। এই নামটা ও আগেও শুনেছে। কোনো একটা যৌন অপরাধের সাথে জড়িয়ে।

ইন্টারনেট যে কতো দ্রুত সঠিক তথ্য এনে দিতে পারে এটা ওয়েন্ডির ভালো করেই জানা আছে, কিন্তু তাও মাঝে মাঝে ও অবাক হয়ে যায়। আজকেও তেমনি একটা দিন। মাত্র দুইবার সার্চ করতেই ও যা খুঁজছিলো পেয়ে গেলো।

ছয় মাস আগে ফার্লি পার্কস কংগ্রেসম্যান হবার জন্যে পেনসিলভেনিয়া স্টেটে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলো। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিলো ও জিতেও যাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা বেশ্যাসংক্রান্ত স্ক্যান্ডালের কারণে ও আটকে যায়। পেপার-টেপারে জিনিসটা নিয়ে বেশি লেখালেখিও হয় নি, এখন মানুষ এসব খবরে আর অতোটা অবাক হয় না।

রিপোর্ট বলছে, একজন 'ড্যান্সার' গল্পটা এলাকার একটা খবরের কাগজকে জানায়। মেয়েটা বলেছিলো ওর নাম 'ডিজায়ার'–যদিও এটা খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্ভবত ওর আসল নাম নয়। পেপারে গল্পটা জানানোর পর স্বাভাবিকভাবেই দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এরপর ডিজায়ার ইন্টারনেটে একটা ওয়েবসাইট খুলে এক এক করে সেখানে ছাপতে থাকে ফার্লি ওর সাথে কী কী করেছে। এমনকি একটা ভিডিও পর্যন্ত দিয়েছে ও সেখানে।

ঠিক আছে ওয়েন্ডি, শান্ত হও, ও মনে বললো। রিপোর্টারদের শেখানো হয় যাতে ওরা সবকিছুর মধ্যে সূত্র খুঁজে বের করে। এখানে অবশ্য ওর বেশি কষ্ট করতে হবে না। তাও ও ইন্টারনেটে ফার্লি পার্কসের একটা জীবনীর ওপর মাউস দিয়ে ক্লিক করলো। হ্যা, ও যা ভেবেছিলো তাই। ফার্লি পার্কস প্রিন্সটন থেকে বিশ বছর আগে পাস করেছে। ফিল টার্নবুল আর ড্যান মার্সারের সাথে।

কাকতালীয়?

একই ক্লাসের তিনজন মানুষ যাদের জীবন প্রায় একই সময়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে...কিন্তু ব্যাপারটা কাকতালীয় হতেই পারে।

কিন্তু ওরা তো শুধু ক্লাসমেট ছিলো না।

ওরা কলেজে রুমমেটও ছিলো। হস্টেলে একসাথে থাকতো ফিল আর ড্যান। কিন্তু হস্টেলে একটা রুমে সাধারণত দু'জনের বেশি মানুষ থাকে। ফার্লিও খুব সম্ভবত ওদের সাথেই থাকতো।

এটা নিশ্চিত করে জানার কি কোনো উপায় আছে?

ওয়েন্ডির কাছে টার্নবুলদের বাসার ফোনের নম্বর ছাড়া আর কিছু নেই। আর ওরা মনে হয় এখনও কনসার্টে। কাকে ফোন করা যায়?

জেনা হুইলার। ও জানতে পারে।

বেশ রাত হয়ে গেছে, কিন্তু এখন ভদ্রতা করার সময় নয়। ওয়েন্ডি জেনার বাসার ফোনের নম্বরটা ডায়াল করলো।

তিনবার রিং হবার পর জেনার বর্তমান স্বামী নোয়েল ফোনটা ধরলো।

"হ্যালো, আমি ওয়েন্ডি টাইনস বলছি। জেনাকে দেয়া যাবে?"

"ও বাসায় নেই।"

ক্লিক।

আচ্ছা, ফেসবুকে কি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির পেজ আছে না?

বেশিদিন হয় নি ও ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এখনও সবকিছু জানে না এই অদ্ভুত ওয়েবসাইটটার ব্যাপারে। প্রিন্সটনের পেজটা দেখছিলো এমন সময় ওর মোবাইলফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলো। ও হাতে নিয়ে দেখলো একটা মেসেজ এসেছে। কে যেনো কলও দিয়েছিলো ওকে। খেয়াল করে নি।

ওর অফিস থেকে এসেছে মেসেজটা। ও যেনো যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি ফোন করে ভিক গ্যারেটের গলা শুনে অবাক হলো।

"কি অবস্থা ওয়েন্ডি? কেমন চলছে?"

"এইতো...ফোন করতে বলেছো কেন?"

"খবর শুনো নি?"

"কি?"

"পুলিশ হেইলি ম্যাকওয়েইডের ফোন খুঁজে পেয়েছে।"

"তাতে আমার কি?"

"ফোনটা ড্যান মার্সারের কাছে ছিলো। হেইলির হারিয়ে যাওয়ার পেছনে ড্যানের হাত থাকতে পারে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।"

এড গ্রেসন চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়ে আছে।

ম্যাগি, ওর ষোল বছরের বিবাহিত স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। যখন ওকে ড্যান মার্সারের খুনি সন্দেহে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলো তার পরপরই। ব্যাপার না। এমনিতেই ওদের মধ্যে অনেক দুরত্ব ছিলো, বিয়েটা ভঙ্গনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলো অনেক আগে থেকেই।

ম্যাগি কাউকে কিছু বলবে না, এটা এড জানে। ও সবসময় সমস্যা এড়িয়ে চলে। সবসময় হাসতে থাকে, মনে করে হাসলেই খারাপ সময় চলে যাবে। এখন ওর হাসি মুখটা দেখলে অর্থহীন মনে হয়।

এই হাসি অনেকদিন পর্যন্ত কাজ করেছে অবশ্য। ওর হাসি দেখেই তরুণ এড গ্রেসন ওর প্রেমে পড়েছিলো। কিন্তু এমন অনেক সময় আছে যখন এই হাসিটা মুখোশ হয়ে দাঁড়ায়।

যখন ওদের ছেলে ইজে'র নগ্ন ছবিগুলো ওরা প্রথম দেখেছে তখন এড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বুঝতে পারছিলো না ও কী করবে। ওর বুকটা যেনো কেউ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলো। কিন্তু ম্যাগি? ম্যাগি চেয়েছিলো এই ছবির ব্যাপারটা ধামা চাপা দিয়ে দিতে। ও এমন ভান করেছিলো যেনো কিছুই হয় নি। বলেছিলো, ইজেকে তো কেউ কিছু করে নি। ওকে তো আর ধর্ষন করা হয় নি। তাছাড়া ইজে নিজেও তো কোনো অভিযোগ করছে না? ওর বয়স মাত্র আট বছর। সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে ওদের ছেলে।

"বাদ দাও," ম্যাগি অনুরোধ করেছিলো ওকে। "ও ঠিক হয়ে যাবে।"

এডের মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিলো। "তুমি চাও না যে হারামজাদা এসব করেছে তার শাস্তি হোক? তুমি কি চাও অন্য বাচ্চাদের সাথেও এমন করার সুযোগ পাক?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"অন্য বাচ্চাদের কি হলো তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু ইজেকে নিয়ে আছে।"

"আর তুমি আমাদের বাচ্চাকে এই শিক্ষা দিতে চাও? অপরাধীদের বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়া উচিত?"

"এটাই সবচেয়ে ভালো রাস্তা। ওর তো বড় হয়ে এটা জানারও কোনো প্রয়োজন নেই যে ওর সাথে ছোটবেলায় এমন কিছু হয়েছিলো।"

"ও নিষ্পাপ একটা শিশু, ম্যাগি। ওর সাথে অন্যায় করা হয়েছে।"

"আমি জানি সেটা। তোমার কি মনে হয় আমি জানি না সেটা? কিন্তু এ খবর যদি প্রকাশ পায় তাহলে ওকে মানুষ কখনও শান্তিতে থাকতে দেবে না, ঘৃণার চোখে দেখবে। তার চেয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভালো।"

ম্যাগি নিজের মিষ্টি হাসিটা ফুটিয়ে তুলেছিলো মুখে। কিন্তু এডের মনে হয়েছিলো এই হাসিটার মতো নোংরা, ভয়ংকর কিছু ও আগে কখনও দেখে নি।

জোরে ওর বাসার কলিং বেলটা বেজে উঠলো। তার এক সেকেন্ড পর অস্থির মুষ্ঠির ধাক্কা পড়লো দরজায়।

"মিঃ গ্রেসন? পুলিশ। দরজা খুলুন।"

এড উঠে দরজা খুলে দিলো। বাইরে দু'জন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু একজনও ওয়াকার নয়। পুলিশ দু'টো খুব কমবয়সী, বাচ্চা বাচ্চা চেহারা।

"মিঃ গ্রেসন?"

"আমাকে ফেডারাল মার্শাল গ্রেসন বলে ডাকতে পারো।"

"স্যার, আপনাকে আমরা ড্যানিয়েল জে. মার্সারকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করছি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ভিক গ্যারেটের ফোনটা কেটে ওয়েন্ডি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো।

হেইলি ম্যাকওয়েইডের ফোন ড্যান মার্সারের রুমে পাওয়া গেছে।

নানারকম অনুভূতির একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওয়েন্ডির ভেতর। ম্যাকওয়েইড পরিবারের জন্য ওর খুব খারাপ লাগছে। পাশাপাশি প্রচন্ড শকও খেয়েছে ও। তাছাড়া একটু খুশিও কি লাগছে ওর? এটা জেনে যে ও ড্যানের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিলো? ড্যানের সাথে যা হয়েছে সেটা আসলে বিশাল কোনো ষড়যন্ত্র নয়?

কিন্তু ওর মন মানছে না কেন? কেন ওর বারবার মনে হচ্ছে ড্যান নির্দোষ হলেও হতে পারে?

আর এখন এটা শুধু ওর মনের কথা নয়। ফিল টার্নবুলের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। আর ফার্লি পার্কস। এখানে অন্ধকারের আড়ালে কিছু একটা হচ্ছে, বড় কিছু।

ওয়েন্ডি আবার নিজের সামনে খুলে রাখা প্রিন্সটনের ফেসবুক পেজের দিকে তাকালো।

সব মিলিয়ে ওয়েন্ডির দশ মিনিটের মতো সময় লাগলো। দশ মিনিট পর ওর কম্পিউটার মনিটরে একটা ছবি ফুটে উঠলো। ফিল টার্নবুল, ফার্লি পার্কস আর ড্যান মার্সার একসাথে দাঁড়িয়ে আছে। ফার্লিকে ওই ছোটবেলায়ও দেখতে পলিটিশিয়ানের মতোই লাগছে। একদম সুট-বুট পরা, দুই বন্ধুর মাঝখানে নেতার আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ডান পাশে ফিল টার্নবুল, সেও সুট পরা। কিন্তু ড্যান জিনসের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে আছে।

এই ছবিটা ও যেখানে পেয়েছে সেখানে ওদের হস্টেলটার নামও লেখা ছিলো। স্টার্নস হাউস।

স্টার্নস হাউসে ওদের তিনজনের সাথে আরও দুজন ছাত্র ছিলো। আরেকটা ছবিতে ওদের দেখতে পেলো ওয়েন্ডি। একজনের নাম কেলভিন টিলফার, হাসিখুশি কৃষ্ণাঙ্গ একটা ছেলে। আর আরেকজনের নাম স্টিভেন মিচিয়ানো। ওর গলায় লম্বা একটা নেকলেস। টিলফারের ব্যাপারে ইন্টারনেটে সার্চ করে তেমন কিছু জানা গেলো না।

ও সিদ্ধান্ত নিলো পেজটা আরও কিছুক্ষণ ঘুরে দেখবে। প্রায় মিনিট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশেক পর ও দ্বিতীয় ক্লুটা পেলো। একটা জায়গায় প্রিন্সটনের ছাত্ররা কোন স্কুল থেকে এসেছে তার তালিকা করা আছে। সেখানে D দিয়ে খুঁজতেই ড্যান মার্সারের নাম এসে পড়লো।

ড্যান রিডল হাইস্কুল নামে একটা স্কুলে পড়েছে। অরিগন স্টেটের রিডল শহরে।

"আম্মু?" ওর পেছনে থেকে ডাক আসলো।

"ম্‌ম্‌ম্? কি ব্যাপার চার্লি?" ওয়েন্ডি ঘুরলো।

"আমি ক্লার্কের বাসায় যাচ্ছি, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা, যাও।"

চার্লি চলে গেলো। ওয়েন্ডি এবার চেষ্টা করলো মিচিয়ানোকে ইন্টারনেটে খুঁজে বের করতে। একটা নিউজ আর্টিকেলের হেডলাইন ফুটে উঠলো স্ক্রিনে। সেটাতে ক্লিক করতে যে খবরটা বেরিয়ে এলো সেটা দেখে ওয়েন্ডির মুখ থেকে সশব্দে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

স্টিভেন মিচিয়ানো, একজন সম্মানিত অর্থোপেডিক সার্জন, গতকাল পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। পুলিশ জানায় স্টিভেনের কাছে বেআইনি মাদক দ্রব্য থাকতে পারে বলে তাদের এক সূত্র খবর দেয়, তারপর পুলিশ ওয়ারেন্টসহ ডক্টর মিচিয়ানোর গাড়ি তল্লাশি করে। গাড়ির ডিকিতে প্রচুর পরিমাণে ঘুমের ওষুধ পাওয়া যায়। ডক্টর মিচিয়ানোকে পরে জামিনে খালাশ করা হয়। জানা গিয়েছে ডক্টর মিচিয়ানোকে তার হাসপাতালের দায়িত্বগুলো থেকে সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এখনও কি মনে হচ্ছে সন্দেহের কিছু নেই?

এই একদল বন্ধু–কেলভিন টিলফার বাদে–গত বছর ভয়ংকর, জীবন বদলে দেবার মতো বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। একজন পলিটিশিয়ান, একজন সোশাল ওয়ার্কার, একজন ব্যাংকার, একজন ডাক্তার...

এটা তো কাকতালীয় হতে পারে না, তাই না?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

এড গ্রেসন পুলিশ স্টেশন থেকে নিজের উকিল হেস্টার ক্রিমস্টাইনকে ফোন করলো।

হেস্টার বললো : "ওরা কি ফাজলামি করছে তোমার সাথে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু...একটা জিনিসে একটু খটকা লাগছে," হেস্টারের গলা চিন্তিত শোনালো।

"কি?"

"ওয়াকারকে আমি মাত্র কয়েকটা ঘন্টা আগে এতো ঝাড়ি দিলাম। তারপরও ওরা তোমাকে এখনই ধরে নিয়ে এলো?"

"হ্যা, এটা আমারও আজব লেগেছে।"

"এর একটাই মানে হতে পারে।"

"কি?"

"ওরা নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছে।"

"সেটা কি ব্লাড টেস্ট থেকে হতে পারে?"

"হতে পারে," হেস্টার একটু চুপ করলো। "এড, ওদের কি আর কিছু খুঁজে পাবার সম্ভাবনা আছে?"

"এক ফোঁটাও না।"

"আচ্ছা। তাহলে চুপচাপ বসে থাকো। আমি এক ঘন্টার মধ্যে আসছি।"

"আরেকটা কথা," এড বললো।

"কি?"

"আমি আগে যেখানে গিয়েছিলাম, সাসেক্স কাউন্টি পুলিশ স্টেশনে, আমাকে ওরা এবার সেখানে আনে নি। নিউয়ার্কেরটায় নিয়ে এসেছে।"

"কেন?"

"জানি না।"

"আচ্ছা। আমি এসে ওদের সব খেলা বন্ধ করছি।"

ঠিক চল্লিশ মিনিট পর হেস্টার এসে পৌছালো পুলিশ স্টেশনে। তার পাঁচ মিনিট পর ওকে আর এড গ্রেসনকে বসানো হলো একটা ছোট ঘরে, সেখানে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। এই রুমটায় ওরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসে থাকলো অনেকক্ষণ। ঘন্টাখানেকেরও বেশি। হেস্টারের চেহারা প্রত্যেকটা মিনিট যাবার সাথে সাথে রাগে লাল হয়ে উঠতে লাগলো। ও উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে এমন সময় ওয়াকার এসে ঘরে ঢুকলো।

"সরি, অনেক দেরি করে ফেললাম," ওয়াকার বললো। ওর সাথে আরেকটা লোক ঢুকেছে ঘরে, ধূসর, দোমড়ানো সুট পরা।

"আমরা যাচ্ছি," হেস্টার বললো।

ওয়াকার হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাবার ভঙ্গি করলো। "বাই মিসেস হেস্টার, পরে কথা হবে। আপনি যেতে পারেন, কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট কোথাও যাচ্ছে না। উনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

হেস্টার এসব কথাকে পাত্তাই দিলো না। "এসব জোর খাটানোর ভয় আমাকে দেখিয়ো না, ওয়াকার। আমি চাইলে তোমার চাকরি খেয়ে দিতে পারি।"

ওয়াকারের সাথে যে এসেছে সে এবার মুখ খুললো। "ফালতু কথা বন্ধ করে আমরা কাজের কথায় আসি?"

হেস্টার তাকালো ওর দিকে।

"আপনার ক্লায়েন্টের জন্য আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আপনার ভালো লাগুক বা না লাগুক, তার সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। ঠিক আছে?"

"তুমি কে, শুনি?"

"আমার নাম ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট। আমি পুলিশের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন ইনভেস্টিগেটর। এখন আপনার হম্বিতম্বি বাদ দিন, তাহলে আমাদের সবার সময় বাঁচবে।"

হেস্টার এক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখলো। তারপর বললো "আচ্ছা ঠিক আছে। এখন বলো তোমরা কি পেয়েছো।"

ওয়াকার ওর হাতে ধরা একটা ফাইল টেবিলের উপর আছড়ে রাখলো। "ব্লাড টেস্ট।"

"কি রেজাল্ট এসেছে টেস্ট-এ?"

"তুমি তো জানো বোধহয়, তোমার ক্লায়েন্টের গাড়িতে রক্ত পাওয়া গেছে।"

"হ্যা।"

"ব্লাড টেস্ট বলছে সেটা ড্যান মার্সারের রক্ত, মিসেস ক্রিমস্টাইন।"

হেস্টার একটা হাই চাপা দেবার ভঙ্গি করলো।

ওয়াকার প্রশ্ন করলো "এখন বলুন, ড্যান মার্সারের রক্ত আপনার ক্লায়েন্টের গাড়িতে এলো কিভাবে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেস্টার কাঁধ ঝাঁকালো। "হয়তো আমার ক্লায়েন্ট ড্যান মার্সারকে গাড়ি দিয়ে লিফট দিয়েছে। হয়তো ড্যান মার্সারের আঙুল কেটে গিয়েছিলো। অনেক কিছু হতে পারে।"

ওয়াকার বুকের ওপর দুই হাত ভাঁজ করলো। "সিরিয়াস হও, হেস্টার।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে। তুমি তো আমাকে বলেছিলে ড্যান মার্সারের খুনের সময় একহজন সাক্ষী উপস্থিত ছিলো সেখানে, তাই না?"

"হ্যা।"

"আচ্ছা। এখন ধরে নাও তোমাদের সাক্ষী, রিপোর্টার ওয়েন্ডি টাইনস যে সাক্ষ্যটা দিয়েছে সেটা আমি পড়েছি।"

"সেটা সম্ভব নয়," ওয়াকার বললো। "সাক্ষীর পরিচয় আর সাক্ষ্য দু'টোই গোপনীয়, পুলিশের লোক ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আচ্ছা। এজন্যই তো বললাম, 'ধরো।'"

ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট বললো "আপনার কথা শেষ করুন, মিসেস ক্রিমস্টাইন।"

"বেশ। ধরা যাক, এই সাক্ষী যখন ড্যান মার্সারের সাথে দেখা করেছে, ও খুন হওয়ার ঠিক আগে, তখন ড্যানকে দেখে মনে হয়েছে ও কারও হাতে বেশ মার খেয়েছে।"

কেউ কিছু বললো না।

"কি হলো? কিছু বলো।"

ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট জবাব দিলো, "কথা শেষ করুন।"

"বেশ। এখন আবার ধরা যাক, ড্যান মার্সারের সাথে ওর যৌন অপরাধের শিকার যেসব বাচ্চারা, তাদের একজনের বাবার দেখা হয়েছে, কেমন? তারপর ধরুন ওদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। তখন মার্সারের রক্ত সেই বাবার গাড়িতে লেগে গেছে। এমন হতে পারে না?"

হেস্টার থামলো, তারপর ফ্র্যাংকের দিকে তাকালো। ওয়াকার তাকালো ট্রেমন্টের দিকে।

ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট বললো : "বেশ বেশ।"

"কি বেশ বেশ?"

"যদি আমরা ধরি এই মারামারিটা আসলেই হয়েছে, তাহলে তো আমরা এটাও ধরে নিতে পারি আপনার ক্লায়েন্টের ড্যানকে খুন করার আরেকটা মোটিভ যুক্ত হলো?"

"আচ্ছা, তোমার নাম কি বলেছিলে?" হেস্টার তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলো, আপনি থেকে সরাসরি তুমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট।"

"তুমি কি পুলিশের চাকরিতে নতুন ঢুকেছো, ফ্র্যাংক?"

ফ্র্যাংক দুই হাত উলটালো। "আমাকে দেখে কি নতুন মনে হয়?"

"তাহলে এমন নতুনদের মতো প্রশ্ন করছো কেন? প্রথম কথা হচ্ছে, তারাই প্রতিশোধ খোঁজে যারা ঝগড়ায় হারে, তাই না?"

"সাধারণত, হ্যা।"

"আমার ক্লায়েন্টের দিকে তাকাও এবার। দেখে কি মনে হচ্ছে ও ঝগড়ায় হেরেছে?"

"না। কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।"

"ফ্র্যাংক, বিশ্বাস করো, প্রমাণ নিয়ে তর্ক করতে যাওয়া তোমার একদম উচিত হবে না। আচ্ছা, ঝগড়ার ব্যাপারটা আমরা বাদ দিলাম। কথা হচ্ছিলো মোটিভ নিয়ে, তাই না? তুমি এই কেসে নতুন এসেছো, ফ্র্যাংক, কয়েকটা জিনিস হয়তো তুমি জানো না। ড্যান মার্সার আমার ক্লায়েন্টের ছেলের নগ্ন ছবি তুলেছিলো। এর চেয়ে বড় আর কোনো মোটিভ আমার ক্লায়েন্টের দরকার নেই, তাই না?"

ফ্র্যাংক ঘোঁত করে একটা শব্দ করলো। "সে কথা আমি বলছি না।"

"সে কথাই বলছো ফ্র্যাংক, সে কথাই বলছো তুমি। তুমি বলছো এই ব্লাড টেস্ট দিয়ে তোমরা অনেক কিছু উদ্ধার করে ফেলছো। কিন্তু আসলে কি কিছু পেয়েছো তোমরা? এই একটা টেস্টের উপর ভিত্তি করে তোমরা আমার ক্লায়েন্টকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করছো?"

"খুনের দায়ে তোমার ক্লায়েন্টকে গ্রেফতার করা হয় নি।"

হেস্টার এ কথায় অবাক হলো। "না? তাহলে কেন করেছো?"

"আমাদের ধারণা ও খুনটা না করলেও খুনে সাহায্য করেছে।"

"আমরা ড্যান মার্সারের হোটেল রুম সার্চ করে এই ফোনটা পেয়েছি," ফ্র্যাংক ফোনটা বাড়িয়ে দিলো ওদের দিকে।

হেস্টার আর এড কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে রইলো।

"এটা হেইলি ম্যাকওয়েইডের ফোন।"

এড গ্রেসন গুঙিয়ে উঠলো।

হেস্টার তাকালো ওর দিকে। গ্রেসনকে দেখে মনে হচ্ছে ওর সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে।

হেস্টার চেষ্টা করলো একটু সময় নেয়ার। "তোমরা কি বলতে চাও আমার ক্লায়েন্ট–"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার কি মনে হয় জানো হেস্টার?" ফ্র্যাংক বাধা দিলো। ওর গলা উঁচু হয়ে গেছে। "আমার মনে হয় তোমার ক্লায়েন্ট ড্যান মার্সারকে খুন করেছে কারণ তোমার ক্লায়েন্টের ছেলেকে যৌন নির্যাতন করার পরও ড্যান ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলো। আমার মনে হয় তোমার ক্লায়েন্ট আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলো। সত্যি কথা বলতে, ওর জায়গায় থাকলে আমিও একই কাজ করতাম। তারপর নিজেকে বাঁচানোর জন্যে খুব ভালো একজন উকিল হায়ার করতাম। কারণ এই কেসটায়, যে খুন হয়েছে সে এমনই একজন লোক যাকে খুন করার ভিডিওটেপও যদি পাওয়া যায় তাও খুনিকে হয়তো কেউ কিছু বলবে না।"

ফ্র্যাংক তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেস্টারের দিকে। হেস্টার বুকের ওপর হাত ভাঁজ করলো।

"কিন্তু আইন নিজের হাতে নিলে সবসময় কোনো না কোনো সমস্যা দেখা দেয়। এখন সমস্যাটা কি বুঝতে পারছো? তোমার ক্লায়েন্ট সেই একমাত্র লোককে মেরে ফেলেছে যে একটা হারিয়ে যাওয়া নিষ্পাপ মেয়ের খোঁজ দিতে পারতো।"

"হে ঈশ্বর," গ্রেসন দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললো।

হেস্টার বললো, "আমি আমার ক্লায়েন্টের সাথে একলা কথা বলতে চাই।"

"কেন?"

"চাই বলছি, ব্যস!" হেস্টার চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর ও কোনো কিছু না ভেবেই গ্রেসনের কানের পাশে ঝুঁকে বললো "তুমি এ ব্যাপারে কিছু জানতে?"

গ্রেসন তাকালো, ওর চোখে শোক আর আতংকের ছায়া। "না!"

হেস্টার মাথা ঝাঁকালো। "আচ্ছা, অসুবিধা নেই।"

"দেখো, আমরা মনে করি না তোমার ক্লায়েন্ট হেইলি ম্যাকওয়েইডের কোনো ক্ষতি করতে চেয়েছে," ফ্র্যাংক বললো। "কিন্তু আমরা মোটামুটি শিওর ড্যান মার্সারের সেই উদ্দেশ্য ছিলো। তাই আমরা এখন চেষ্টা করছি ড্যানের ব্যাপারে সবকিছু জানতে। ওর লাশ কোথায় আছে, সেটাও। আর আমাদের হাতে বেশি সময়ও নেই। হেইলি যে এই মুহূর্তে কোনো মারাত্মক বিপদে নেই তা আমরা কিভাবে বুঝবো?"

"তো এখন তোমরা বলছো একটা লাশ দেখলে তোমরা বুঝে ফেলবে মেয়েটা কোথায় আছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হতে পারে। ও শার্টের পকেটে কোনো ক্লু থাকতে পারে, ওর শরীরে ডিএনএ পেতে পারি। অনেক কিছুই সম্ভব। তোমার ক্লায়েন্ট যদি জানায় লাশটা কোথায় আছে তাহলে আমাদের এই কেসটা সমাধানে অনেক সাহায্য হবে।"

হেস্টার মাথা নাড়লো। "তোমরা কি আশা করছো আমার ক্লায়েন্ট নিজেকে খুনি হিসাবে স্বীকার করে নিবে?"

"আমরা আশা করছি তোমার ক্লায়েন্ট নিজের বিবেকের কথা শুনবে।"

"আর আমরা কিভাবে বুঝবো তোমরা এসব বানিয়ে বলছো না?"

ফ্র্যাংক উঠে দাঁড়ালো। "কি?"

"পুলিশকে আমি আগেও অনেকবার মিথ্যা কথা বলতে দেখেছি।"

ফ্র্যাংক ঝুঁকে নিজের মুখ হেস্টারের মুখের খুব কাছে নিয়ে এলো। "আমার চোখের দিকে তাকাও। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি মিথ্যা বলছি?"

"হতেই পারে।"

ওয়াকার জবাব দিলো, "না।"

"এখন আমার কি তোমাদের কথা বিশ্বাস করতে হবে?"

ওয়াকার আর ট্রেমন্ট কিছু না বলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ওরা সবাই জানে কথাটা সত্যি। দুনিয়ায় কারও ক্ষমতা নেই এতো ভালো অভিনয় করার।

"তারপরও," হেস্টার বললো। "আমি আমার ক্লায়েন্টকে এটা কখনই স্বীকার করতে দিতে পারি না যে ও খুনি।"

ট্রেমন্ট আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ওর চেহারা লাল হয়ে গেছে। "তুমি কি ওর সাথে একমত, এড?"

"আমার ক্লায়েন্টের সাথে কথা না বলে আমার সাথে বলো।"

ফ্র্যাংক ওকে পাত্তাই দিলো না। "তুমি একসময় আইনের রক্ষক ছিলে," ও এবার এডের দিকে ঝুঁকে এলো। "এখন, তুমি ড্যান মার্সারকে খুন করে হয়তো হেইলি ম্যাকওয়েইডেরও মৃত্যু ডেকে এনেছো।"

"থামো," হেস্টার ওকে সতর্ক করলো।

"এ কথাটা জেনেও তুমি চুপ থাকবে, এড? তোমার বিবেক শান্তিতে থাকতে দিবে তোমাকে? যদি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছি–"

"দাঁড়াও," হেস্টার বাধা দিলো ওকে। ওর গলা আবার বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। "তোমরা যে বলছো ড্যান মার্সারের সাথে হেইলি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাকওয়েইডের সম্পর্ক আছে, সেটা কি শুধু এই ফোনটার উপর ভিত্তি করে?"

"কি?"

"শুধু ফোনটা? নাকি আরও কিছু পেয়েছো?"

"তোমার কি মনে হয় না ফোনটাই যথেষ্ট?"

"সেটা কথা নয়। আমি জানতে চাইছি ফোনটা ছাড়া আর কিছু পেয়েছো কিনা।"

"তা জেনে কি হবে?"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

ফ্র্যাংক ওয়াকারের দিকে তাকালো। ওয়াকার মাথা ঝাঁকালো। "ওর এক্স-ওয়াইফ," ফ্র্যাংক বললো। "হেইলি ওর এক্স-ওয়াইফের মেয়ের বন্ধু। ড্যান ওর এক্স-ওয়াইফের বাসায় প্রায়ই যেতো।"

"সেখানেই ওর সাথে হেইলির দেখা হয়েছে?"

"আমরা তাই ধারণা করছি।"

হেস্টার মাথা ঝাঁকালো। "আমার ক্লায়েন্টকে যেতে দাও।"

"তুমি ঠাট্টা করছো, তাই না?"

"এখনই।"

"তোমার ক্লায়েন্ট আমাদের একমাত্র ক্লুকে খুন করে ফেলেছে।"

"না," হেস্টার বললো। "তোমরা যা বলছো তা যদি সত্যি হয় তাহলে এড গ্রেসন তোমার কেসের একমাত্র ক্লু দিয়েছে।"

"কি আবোলতাবোল বকছো?"

"হেইলি আর ড্যান, দু'জনের ব্যাপারেই তো তোমরা অনেকদিন ধরে তদন্ত চালাচ্ছিলে, তাই না? কিন্তু এতদিন কিছু পাও নি। এখন তোমরা হঠাৎ করে ক্লু পেয়েছো, তার কারণটা কি? কারণ আমার ক্লায়েন্ট তোমাদের নতুন করে তদন্তে নামতে বাধ্য করেছে। আর তোমরা আমার ক্লায়েন্টকেই ফাঁসাতে চাইছো? নিজেদের আলসেমির জন্য?"

ফ্র্যাংক আর ওয়াকার চুপসে গেলো।

হেস্টার এডকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "আমরা যাচ্ছি।"

ওয়াকার অসহায়ের মতো ট্রেমন্টের দিকে তাকালো। ও কিছু বলছে না দেখে ওয়াকার নিজেই বললো "না, যেতে পারবে না। তোমার ক্লায়েন্ট এখনও আন্ডার অ্যারেস্ট।"

"ভালো করে আমার কথা শোনো," হেস্টার বললো। ওর গলা নরম হয়ে গেছে। "তোমরা সময় নষ্ট করছো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিভাবে?"

হেস্টার তীব্র দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকালো। "মেয়েটাকে সাহায্য করার মতো কিছু আমাদের জানা থাকলে তোমাদের বলে দিতাম।"

নীরবতা।

ওয়াকার সাহসী ভাব দেখানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু খুব মেকি মনে হলো ওর চেষ্টাটা। "তুমি কিভাবে বুঝবে মেয়েটার সাহায্য কিসে হবে?"

"বুঝবো। সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমার ক্লায়েন্টের পেছনে শুধু শুধু না দৌড়ে ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। কাজে দিবে।"

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হওয়াতে হেস্টারের বক্তৃতায় বাধা পড়লো। দরজা খুলে মাথা গলালো অফিসার স্ট্যানটন।

"কি ব্যাপার, স্ট্যানটন?" ওয়াকার জিজ্ঞেস করলো।

"হেইলির ফোনে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস খুঁজে পেয়েছি। এসে দেখে যাও।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

ট্রেমন্ট আর ওয়াকার স্ট্যানটনের পিছে পিছে করিডর ধরে হাঁটতে লাগলো। "হেস্টার ক্রিমস্টাইন রাস্তার কুত্তীর মতো হিংস্র আর খানকীর মতো নির্লজ্জ।" ওয়াকার বললো। "আমাদের ব্যর্থতার কথা কেন বলেছে জানো তো? যাতে আমরা ঘাবড়ে যাই।"

"হুম্‌ম্‌।"

"তুমি এই কেসে যতোটা ভালো কাজ করেছো অন্য কেউ এতোটা করতে পারতো না।"

"মিকি?"

"কি?"

"আমার মন ভালো করাতে হলে আমি তোমার চেয়ে সুন্দরী আর কমবয়সী কাউকে খুঁজে বের করে নিবো, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা ঠিক আছে।"

ওরা একটা ঘরে এসে থামলো। এখানে হেইলির ফোনটা কেবল দিয়ে কম্পিউটারের সাথে লাগানো আছে।

"এখন বলো," ফ্র্যাংক বললো। "কি ব্যাপার?"

"ওর ফোনটা বেশ নতুন মডেলের একটা আইফোন। এটাতে ইন্টারনেট থেকে গান ডাউনলোড করা যায়। আর চেক করে আমার মনে হয়েছে হেইলি গান শুনতে ভালোবাসে, প্রচুর গান আছে ওর ফোনটায়।"

"বেশ," ফ্র্যাংক বললো। "তো?"

"এখানে গানগুলো কবে ডাউনলোড হয়েছে তাও দেখা যায়। এখন সমস্যা হচ্ছে, হেইলি হারিয়ে যাবার আগে অনেকগুলো গান ডাউনলোড করেছে, কিন্তু হারাবার পর একটাও না। শুধু তাই নয়, ও হারাবার পর ফোনটা থেকে ইন্টারনেটে যাওয়াই হয় নি।"

"হুম্‌ম্‌," ওয়াকার বললো।

"ওর ফোনে আরেকটা কাজের সফটওয়্যার আছে। গুগল আর্থ। এটা একটা জিপিএস সার্ভারের মতো। মানে ফোনের মালিক কোথায় কোথায় গেছে সেটা স্যাটেলাইট দিয়ে খোঁজ রাখতে পারে।"

ওয়াকারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "মানে আমরা কি এটা ব্যবহার করে দেখতে পারবো হেইলি কোথায় ছিলো? কোথায় আছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না, তা পারা যাবে না। হেইলি সফটওয়্যারটা অন করে রাখে নি।"

"তাহলে?"

"কিন্তু হেইলি এই ফোনটা ব্যবহার করেছে ম্যাপে দু'টো জায়গা দেখতে। সেই জায়গাগুলো কি কি তা দেখা যাবে।"

"দেখাও তাহলে।"

"একটা হচ্ছে ওর নিজেরই বাসা। এটা নিয়ে বোধহয় বেশি মাথা ঘামানো উচিত নয়, কারণ আমার ধারণা হেইলি যখন প্রথম সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করেছিলো তখন নিজের বাসা খুঁজেছে টেস্ট করার জন্য।"

"বেশ। অন্য জায়গাটা কি তাহলে?"

"রিংউড স্টেট পার্ক," স্ট্যানটন ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বললো। "নিউ জার্সিকে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলোর ভেতরে। আরও স্পষ্ট করে বললে, রিংউড স্টেট পার্কের ভেতরে একটা বাড়িতে। বাড়িটার আশেপাশে পাঁচ হাজার একর জুড়ে জঙ্গল।"

পুরো এক মিনিট কেউ কোনো কথা বললো না। ফ্র্যাংক দৃষ্টি বিনিময় করলো ওয়াকারের সাথে। একটা শব্দও উচ্চারিত হলো না। কিন্তু দু'জনই বুঝতে পারলো আরেকজন কি মনে করছে। এরকম বড় ক্লু পাওয়ার মানে কি ওরা সেটা জানে।

রিংউড স্টেট পার্ক ওরা চেনে। বেশ গভীর জঙ্গল একটা। ওখানে মানুষের চোখের আড়ালে একটা ছোট ঘর বানানো কোনো ব্যাপার না। সেই ঘরে কাউকে লুকিয়ে রাখাও ব্যাপার না।

ট্রেমন্ট প্রথম সময়টা লক্ষ্য করলো। ঠিক কখন ঠিকানাটা সার্চ করা হয়েছে। মধ্যরাত।

ও দ্রুত ফোন বের করে জেনা হুইলারের নম্বর ডায়াল করলো। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না।

"হ্যালো?"

"ড্যানের তো একা একা ক্যাম্পিং করার অভ্যাস ছিলো, তাই না?"

"হ্যা।"

ওর প্রিয় কোনো জায়গা ছিলো? যেখানে ও প্রায়ই যেতো?"

"ওয়াচাং নামে একটা জায়গায় যেতো প্রায়ই।"

"কখনও রিংউড স্টেট পার্কে গেছে ও?"

কোনো উত্তর নেই।

"জেনা?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা?" জেনার গলাটা কেমন যেনো শোনালো, যেনো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। "অনেক আগে, আমাদের বিয়ের পর পর, আমরা ওখানে প্রায়ই যেতাম।"

"রেডি হয়ে নাও। তোমাকে নিয়ে আসার জন্য আমি একটা গাড়ি পাঠাচ্ছি," ফ্র্যাংক ফোনটা কেটে ওয়াকার আর স্ট্যানটনের দিকে তাকালো। "হেলিকপ্টার, ডগ স্কোয়াড, বুলডোজার, টর্চ, বেলচা, আর বেশ কয়েকজন অফিসার। সবকিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। চলো।"

ওয়াকার আর স্ট্যানটন দু'জনই ঘাড় নাড়লো।

ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট আবার নিজের ফোন হাতে নিলো। তারপর লম্বা একটা দম নিয়ে ডায়াল করলো টেড আর মার্সিয়া ম্যাকওয়েইডের বাসার নম্বর।

ওদিকে, ভোর পাঁচটার দিকে ফোনের রিং-এ ওয়েন্ডির ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ওকে ভিক গ্যারেট জানালো ক্যামেরা ক্রু'র সাথে ওর যতো দ্রুত সম্ভব রিংউড ন্যাশনাল পার্কে থাকতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

হেইলির ছোট বোন প্যাট্রিসিয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে আশেপাশের সবার ব্যস্ততা দেখছিলো। পুলিশ হেইলির ফোনটা খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই ওই পুরনো অন্ধকার দিনগুলো যেনো ফিরে এসেছে। যখন হেইলি প্রথম হারিয়ে গিয়েছিলো। তখন প্যাট্রিসিয়া নিজের সাধ্যমতো সবকিছু করেছে বোনকে খুঁজে বের করার জন্য। দেয়ালে দেয়ালে হেইলির ছবিসহ পোস্টার লাগিয়েছে। ওর সব বন্ধুকে ফোন করে চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে হেইলির কথা বলেছে।

অফিসার ট্রেমন্টকে দেখে মনে হচ্ছিলো গত কয়েক দিনে তার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। ফ্র্যাংক ট্রেমন্টকে প্যাট্রিসিয়া অনেকবার দেখেছে। ওকে প্যাট্রিসিয়ার ভালোই লাগে। দুঃখী কোনো আঙ্কেলের মতো চেহারা। ও এখন এসে প্যাট্রিসিয়াকে জিজ্ঞেস করলো : "কি অবস্থা তোমার?"

"ভালো আছি।"

ফ্র্যাংক ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে আরেকদিকে চলে গেলো। প্যাট্রিসিয়ার আবার মনে পড়ে গেলো হেইলির সাথে ওর কতো পার্থক্য। হেইলির মানুষের নজর কাড়তে ভালোবাসতো, প্রতিযোগিতা ভালোবাসতো। প্যাট্রিসিয়া এমন নয়। ও চুপচাপ, একা থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু হেইলি হারাবার পর থেকে স্কুলের সবাই ওর প্রতি আলগা আগ্রহ দেখায়। সবাই দয়া দেখাতে চায়। যাতে ওরা নিজেদের বন্ধুদের কাছে যেয়ে বলতে পারে "আরে ওই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটা? ওর বোন তো আমার বন্ধু!"

প্যাট্রিসিয়ার চোখে পড়লো ওর মা কয়েকজনকে নিয়ে সার্চ পার্টি তৈরি করছে। মা এমনই। আত্মবিশ্বাসী। সাহসী। হেইলির মতো। অথবা হেইলি মায়ের মতো। মা প্রায়ই প্যাট্রিসিয়াকে বলে এতো চুপচাপ না থেকে মানুষের সাথে কথা বলতে। প্যাট্রিসিয়া তর্ক করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে, এতো কথা বলে কি হবে? ও থাকুক না ওর মতো। নিজের জগৎ নিয়ে। কাউকে তো ও বিরক্ত করছে না।

রিপোর্টাররা যে মাইক্রোবাসগুলোতে করে এসেছে সেগুলোকে একটা দড়ি দিয়ে ঘেরা গোল জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে। গরুর খামারে যেমন দেখা যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন রিপোর্টার অন্যদের থেকে একটু দূরে সরে এসে প্যাট্রিসিয়াকে ডাকলো। লোকটা দাঁত বের করে হেসে ওকে একটা মাইক্রোফোন দেখালো, যেনো চকলেট সাধছে। ট্রেমন্ট ব্যাপারটা খেয়াল করে প্রচন্ড ধমক দিলো লোকটাকে, আর বললো দড়ির পেছনেই যেনো থাকে।

আরেকটা মাইক্রোবাস থেকে রিপোর্টারদের এক ক্রু নেমে ক্যামেরা ঠিকঠাক করছিলো। ওদের সাথে যে সুন্দরী রিপোর্টারটা আছে তাকে প্যাট্রিসিয়া চেনে। ওর ছেলে, চার্লি টাইনস প্যাট্রিসিয়ার স্কুলেই পড়ে। চার্লির জীবনটাও বেশ দুঃখের বোধহয়। ওর বাবা অনেক আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।

আরেকদিকে বাবা কয়েকজন পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলছিলো। বাবাকে দেখে প্যাট্রিসিয়ার মায়া লাগলো। মা যেমন হেইলির মতো, তেমন বাবা হচ্ছে ওর মতো। বেশি হইহল্লা করে না, কিন্তু খুব ভালো মানুষ। হেইলির হারিয়ে যাবার পর থেকে বাবা যেনো দিন দিন আরও চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। বাবার ভেতরের একটা কিছু ভেঙ্গে গেছে মনে হয়।

হেইলি হারিয়ে যাবার পর ওদের সবার জীবন বদলে গেছে। এখন ওকে খুঁজে পেলে কি আবার বদলাবে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

ওয়েন্ডি পুলিশের তাড়াহুড়োর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ক্যামেরায় তাকিয়ে বললো, "আমরা সবাই এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, পুলিশের এই সার্চ পার্টিগুলো হেইলি ম্যাকওয়েইডের কোনো খোঁজ করতে পারে কিনা দেখবার জন্যে।" একটু থেমে ও শেষ করলো। "আমি রিংউড পার্ক থেকে ওয়েন্ডি টাইনস বলছি, এনটিসি নিউজ।"

ও মাইক্রোফোনটা মুখের সামনে থেকে সরাবার পর, ওর ক্যামেরাম্যান স্যাম বললো "এই টেকটা আরেকবার নিলে ভালো হয়।"

"কেন?"

"তোমার চুলের ব্যান্ড ঢিলা হয়ে গেছে।"

ওয়েন্ডি মাইকটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলো। "আমার এসবের টাইম নেই, স্যাম।"

হেটে চলে আসবার সময় ওয়েন্ডির একটু খারাপ লাগলো। ও নিজেই আগে স্যামকে ধমকাধমকি করতো যদি টেক ওকে হবার পর দেখা যেতো মেকআপে কোনো সমস্যা আছে। এখন ওর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে দেখে স্যামকে ঝাড়ি মারার কোনো মানে হয় না।

এখন ও গাড়ির দিকে আগাচ্ছিলো। ও আসার আগে চেয়েছিলো ফিল টার্নবুলকে একবার ফোন করতে, কিন্তু তারপর ওর মনে পড়েছে ওর বৌ শেরি একবার বলেছিলো ফিল প্রতি সকালে এখানের কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে বসে থাকে।

বিশ মিনিটের মধ্যেই ওয়েন্ডি রেস্টুরেন্টটায় পৌঁছে গেলো। ভেতরে ঢুকতে ফিলকে চোখে পড়লো ওর, কোণার একটা টেবিলে বসে আছে। এক কাপ কফির দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে।

ওয়েন্ডি ওর পাশে এসে দাঁড়াবার পরও মাথা তুললো না। কফি কাপের দিকে চোখ রেখেই প্রশ্ন করলো, "তুমি আমাকে খুঁজে পেলে কিভাবে?"

"তোমার বৌ বলেছিলো তুমি মাঝে মাঝে এখানে আসো।"

ফিল একটা তিক্ত হাসি দিলো। "বলেছে নাকি?"

ওয়েন্ডি চুপ করে থাকলো।

"কি চাও তুমি আমার কাছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি কি একটু বসতে পারি?" ওয়েন্ডি বললো।

"তোমাকে আমার আর কিছু বলার নেই।"

ফিলের পাশে একটা খবরের কাগজ খোলা পড়ে ছিলো। সেটা দেখে ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো : "ড্যানের ব্যাপারে শুনেছো?"

"হ্যা। তুমি কি এখনও বলতে চাও তুমি ওর পক্ষে?"

"মানে?"

"ড্যান যে এই মেয়েটাকে কিডন্যাপ করেছে এটা কি তুমি জানতে? এটা জেনেই কি তুমি আমার কাছে এসেছিলে? আর মিথ্যা বলেছো তুমি ড্যানের পক্ষে তদন্ত করতে এসেছো?"

ওয়েন্ডি ওর দিকে তাকালো। "আমি কারও পক্ষে তদন্ত করতে আসি নি। আমি সত্য খুঁজতে এসেছি।"

"বাহ্। একদম নায়িকা।"

"তুমি এমন করছো কেন?"

এড কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিলো না। তারপর বললো "জানি না...কয়েকদিন আগে পর্যন্তও আমার মনে হোতো ড্যানকে ফাঁসানো হয়েছে...কিন্তু এখন আর এসব ভেবে কি লাভ?"

"হয়তো ওই হারানো মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে তুমি সাহায্য করবে।"

ফিল মাথা নাড়লো।

"কি?"

"তোমাকে এখন যা বলবো, এগুলো কাউকে বলতে পারবে না, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা।"

"দেখো, ড্যান আর এসব সেক্সুয়াল ব্যাপারস্যাপার..."

ওর গলা অন্যমনস্ক হয়ে হারিয়ে গেলো। ওয়েন্ডি কিছু না বলে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"আমাকে ভুল বুঝবে না, ঠিক আছে? আমি বলছি না ড্যানের মধ্যে যৌন বিকৃতি ছিলো, বা ও বাচ্চাদের সাথে কিছু করেছে।"

"কিন্তু?"

"কিন্তু...ড্যান আগে থেকেই একটু কমবয়সী মেয়ে পছন্দ করতো। তা বলে বাচ্চা নয়। ওর চেয়ে বয়সে ছোট আরকি।"

ওয়েন্ডি ঢোক গিললো। "কতো ছোট?"

"আমরা তো আর কখনও ওদের বয়স জিজ্ঞেস করি নি–"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কতো ছোট, ফিল?"

"শিওর না। তখন আমরাই আঠারো-ঊনিশ বছর বয়সী ছিলাম। ড্যানের চেয়ে ধরো তিন-চার বছরের ছোট হবে।" একটু থেমে ফিল যোগ করলো, "আমি কখনই ভাবতে পারবো না ড্যান কোনো বাচ্চার সাথে কিছু করেছে। কিন্তু হয়তো...হয়তো কোনো কিশোর বয়সী মেয়ের সাথে..."

ওয়েন্ডি চুপ করে থাকলো। ওর মুখ পাথরের মতো শক্ত।

"কিন্তু ড্যান কাউকে কিডন্যাপ করবে, কাউকে কষ্ট দিবে এটা ভাবাই যায় না। ও যেকোনো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"

"হুম্‌ম্‌," ওয়েন্ডি বললো। "কোনটা যে বিশ্বাস করবো বুঝতে পারছি না।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

ওয়েন্ডি গাড়িতে এসে ওয়াকারকে ফোন দিলো।

"কোথায় তুমি?" প্রশ্ন করলো ও।

"জঙ্গলে।"

নীরবতা।

"কিছু খুঁজে পেলে?"

"না।"

"আমার সাথে পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারবে?"

"আমি এখন ফিরছি। ওখানে ফ্র্যাংক ট্রেমন্ট নামে একজন আছে। ও হেইলি ম্যাকওয়েইডের কেসের ইন-চার্জ।"

নামটা শুনে চিনলো ওয়েন্ডি। "হুম্‌ম্‌, চিনি ওকে," ও ফোনে বললো।

আবার মিনিট বিশেক ড্রাইভ করে ওয়েন্ডি রিংউডে ফিরে এলো। সাংবাদিকদের ঘের দেয়া জায়গাটার বাইরে ওর জন্য একজন অফিসার অপেক্ষা করছিলো। ও এসে ওর নাম বলার পর ওকে ভেতরে নিয়ে গেলো।

জঙ্গলের ভেতরে খোলা জায়গাটায় প্রচুর ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার ছুটে বেড়াচ্ছে। প্রায় দেড় ডজনের মতো পুলিশের গাড়ি চোখে পড়লো ওর। সবার মধ্যে প্রচন্ড ব্যস্ততা।

এসবকিছু থেকে একটু দূরে, এক কোণায় একটা মেয়েকে চোখে পড়লো ওয়েন্ডির। মেয়েটাকে দেখে চিনলো ও। প্যাট্রিসিয়া ম্যাকওয়েইড। হেইলির ছোট বোন। ওয়েন্ডি ওর দিকে এগিয়ে গেলো।

ওয়েন্ডির মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলা করছে। প্যাট্রিসিয়ার সাথে কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে।

"কেমন আছো?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

মেয়েটা চমকে তাকালো ওর দিকে। "ভালো।"

"আমার নাম ওয়েন্ডি টাইনস।"

"আমি জানি," প্যাট্রিসিয়া বললো। "আমি আপনাকে টিভিতে দেখেছি। আপনি আমাদের শহরেই থাকেন।"

"হ্যাঁ।"

"এটাও জানি হেইলির ফোনটা যার কাছে পাওয়া গেছে আপনি তার উপরে রিপোর্ট করেছেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঠিক।"

"আপনার কি মনে হয় ও হেইলির কোনো ক্ষতি করেছে?"

ও সরাসরি প্রশ্ন করাতে ওয়েন্ডি একটু অবাক হলো। "আমি তো জানি না সেটা।"

"আপনার কি মনে হয়?"

"না, আমার মনে হয় না ও হেইলির কোনো ক্ষতি করেছে।"

"কেন?"

"এমনি। কোনো কারণ নেই আসলে এমন মনে করার। বললাম না, জানি না আমি।"

প্যাট্রিসিয়া মাথা ঝাঁকালো। "হুম্‌ম্‌।"

ওয়েন্ডি মনে মনে ঠিক করলো এই মেয়েটাকে ও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, যা করবে সরাসরি।

"তোমার বোন কি কখনও ড্যান মার্সারের কথা বলেছিলো তোমাকে?"

"পুলিশও আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করেছে। না, বলে নি।"

"হেইলির কি বয়ফ্রেন্ড ছিলো?"

"এই কথাটাও পুলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে।"

"ছিলো?"

"মনে হয়। কিন্তু আমি শিওর না। হেইলি কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলতো না।"

"তাহলে তুমি বুঝলে কিভাবে?"

"মাঝে মাঝে ও লুকিয়ে কার সাথে যেনো দেখা করতে যেতো।"

"এটাই বা তুমি জানলে কিভাবে?"

"ওই আমাকে বলেছে। যাতে বাবা-মা জিজ্ঞেস করলে কিছু একটা বানিয়ে বলতে পারি।"

"ও কি এমন প্রায়ই করতো?"

"সপ্তাহে দুই-তিন বার।"

"যেদিন ও হারিয়ে গিয়েছে তার আগের রাতে কি ও বের হয়েছিলো?"

"না। তার আগে এক সপ্তাহের মতো ও বের হয় নি।"

ওয়েন্ডি কিছুক্ষণ চিন্তা করলো ব্যাপারটা। "তুমি পুলিশকে এসবকিছু বলেছো?"

"অবশ্যই। প্রথনদিনই বলেছি।"

"ওরা কি বয়ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করতে পেরেছে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা। অন্তত ওরা তো তাই বলেছে। কার্বি স্ট্যানেট নামে একটা ছেলে। আমাদের স্কুলেরই।"

"তোমার কি তাই মনে হয়?"

"কি? যে কার্বি ওর বয়ফ্রেন্ড ছিলো?"

"হ্যা।"

প্যাট্রিসিয়া কাঁধ ঝাঁকালো। "হতে পারে।"

"আবার নাও হতে পারে?"

"বললামই তো, ও কখনও বলে নি আমাকে।"

ওয়েন্ডি দীর্ঘ একটা মিনিট চুপ করে থাকলো। হেলিকপ্টারটা প্রচন্ড শব্দ করে উড়ে গেলো ওদের মাথার উপরে।

"প্যাট্রিসিয়া?"

"জি?"

"তোমার কি মনে হয় হেইলি নিজে থেকে পালিয়ে গিয়েছে?"

"না।"

উত্তরটা দিতে ওর এক মুহূর্তও সময় নিতে হয় নি।

"কেন এমন মনে হয় তোমার?"

"কেন পালাবে ও? হেইলির মতো ভালো মেয়ে আমি আর কখনও দেখি নি। ও খেলতে ভালোবাসতো, পড়ালেখা ভালোবাসতো, স্কুল ভালোবাসতো। আমাদের সবাইকে ভালোবাসতো। আমাদের ফেলে ও কেন পালাবে?"

ওয়েন্ডি এ কথাটাও চিন্তা করে দেখলো।

"মিস টাইনস?" প্যাট্রিসিয়া প্রশ্ন করলো।

"কি?"

"আপনি কি ভাবছেন?"

ওয়েন্ডি চাচ্ছিলো না এই মেয়েটাকে মিথ্যা কথা বলতে। তাই ও উত্তর দেবার আগে ইতস্তত করলো।

"কি হচ্ছে এখানে?" ফ্র্যাংক ট্রেমন্টের গলা শোনা গেলো। ওয়েন্ডি মাথা ঘুরিয়ে দেখলো ফ্র্যাংকের সাথে ওয়াকারও এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ফ্র্যাংকের চেহারা ব্যাজার। ও ওয়াকারের দিকে তাকাতে ওয়াকার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো : "প্যাট্রিসিয়া, তুমি একটু আমাদের সাথে আসবে?"

ওয়াকার আর প্যাট্রিসিয়া চলে যাওয়ার পর ট্রেমন্ট ওয়েন্ডিকে জিজ্ঞেস করলো "তুমি কি এই বাচ্চাটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তথ্য বের করার চেষ্টা করছিলে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না।"

"হুম্‌ম্‌। তা তুমি কি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলে?"

"ড্যান মার্সার কমবয়সী মেয়ে পছন্দ করতো।"

ট্রেমন্টের দৃষ্টি বদলালো না। "জানা কথা।"

"ড্যান মার্সারের কেসটা আমি যেদিন থেকে নিয়েছি সেদিন থেকেই আমার কেমন যেনো খটকা লাগছে," ওয়েন্ডি বললো। "এখন আমি সবকিছু ভেঙ্গে বলতে পারবো না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ড্যান হয়তো সেরকম ভয়ংকর কোনো যৌন শিকারী ছিলো না আমরা যতোটা মনে করেছি। আমি মাত্র ওর এক পুরনো বন্ধুর সাথে কথা বললাম। সে বিশ্বাস করতে পারছে না ড্যান এরকম কিছু করতে পারে।"

"এটাও জানা কথা।"

"কিন্তু সেই বন্ধুই আমাকে বলেছে যে ড্যান কমবয়সী মেয়ে পছন্দ করতো। আমি বলছি না লোকটা একটা নিকৃষ্ট পশু ছিলো না। কিন্তু আমি এটা ঠিকই বলছি ও হয়তো জোরাজুরি করতো না, তার বদলে...পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে করতো।"

ট্রেমন্টের চেহারায় এখনও বিরক্তি ফুটে আছে। "তো?"

"তো প্যাট্রিসিয়া বলছিলো হেইলির বয়ফ্রেন্ড ছিলো।"

"হ্যা, তাকে তো আমরা খুঁজেও বের করেছি। কার্বি স্ট্যানেট নামে একটা ছেলে।"

"তোমরা কি শিওর?"

"কি ব্যাপারে শিওর?" ট্রেমন্ট একটু থমকে দাঁড়ালো। "দাঁড়াও, কি বলতে চাও তুমি?"

" কার্বিই হেইলির বয়ফ্রেন্ড ছিলো?"

"পুরোপুরি না, কিন্তু আমরা টুকরো টুকরো প্রমাণ পেয়েছি। কয়েকটা এসএমএস, কয়েকটা ই-মেইল, এরকম। হেইলি কখনও কারও সাথে নিজের বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারে আলোচনা করতো না। ছেলেটা বেশ বড়লোকের সন্তান। তাড়াতাড়ি উকিল এনে ওরা আমাদের তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলো। হেইলি যখন হারিয়েছে তখন কার্বি শহরেই ছিলো না। ওর শক্ত অ্যালিবাই আছে।"

"আমার কি মনে হয় জানো?"

"বলে বাধিত করো আমাকে," ট্রেমন্ট বিদ্রুপপূর্ণ গলায় বললো।

"ড্যান মার্সার কমবয়সী মেয়ে পছন্দ করতো। হেইলি যেদিন হারিয়েছে সেদিন ওর রুমে কোনো ধস্তাধস্তি বা জোরাজুরির চিহ্ন পাওয়া যায় নি। মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে হেইলি নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়েছে। এখন ভেবে দেখো, এমন কি হতে পারে না, কার্বি আসলে হেইলির বয়ফ্রেন্ড ছিলো না, ছিলো ড্যান মার্সার।"

এবার ট্রেমন্ট সাথে সাথে জবাব দিলো না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর ও বললো "তো তোমার মনে হয় হেইলি স্বেচ্ছায় এই জানোয়ারটার সাথে গেছে?"

"না, এ ব্যাপারে শিওর হওয়ার মতো যথেষ্ট ইনফরমেশন নেই আমাদের হাতে।"

"গুড। আমি চাই না এ কথাটা হেইলির বাবা-মা'র কানে যাক।" ফ্র্যাংকের গলা কঠিন হয়ে গেছে।

"চিন্তা কোরো না, এ কথা ছড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই আমার।" বলে ওয়েন্ডি যোগ করলো, "কিন্তু তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নেই হেইলি স্বেচ্ছায় ওর সাথে গেছে তাহলে কিন্তু ড্যানের রুমে ফোন খুঁজে পাওয়ার রহস্যটার সমাধান হয়।"

"হুম্‌ম্‌," ফ্র্যাংক বললো।

"আর তোমরা এই জায়গাটার ব্যাপারে হেইলির ফোন থেকে জানতে পেয়েছো, তাই না? ব্যাপারটা হেইলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করে দেখো। তুমি ম্যাপে কোন জায়গাটা খুঁজবে, তোমার কিডন্যাপার যেখানে নিয়ে যাবে নাকি তোমার বয়ফ্রেন্ড তোমাকে নিয়ে যাবে?"

ট্রেমন্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"ঠিক আছে, ধরলাম তুমি ঠিক বলছো। কিন্তু তাহলে হেইলি এখন কোথায়?"

"জানি না।"

"আর ও হোটেলে নিজের ফোনটা ফেলে গেলো কেন?"

"হয়তো ওর তাড়াহুড়ো করে পালাতে হয়েছে। হয়তো ড্যান মারা গেছে এটা বুঝতে পেরে ও ভয় পেয়েছিলো।"

"এতো তাড়াহুড়ো যে ও নিজের মোবাইলফোন বিছানার নিচে ফেলে গেলো?"

এটার জবাব ওয়েন্ডি দিতে পারলো না।

"আচ্ছা, আমরা এক এক করে আগাই," ফ্র্যাংক বললো। "প্রথমে ড্যান যেসব হোটেলগুলোয় থেকেছে সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য আমি লোক পাঠাবো–ওরা জিজ্ঞেস করবে ড্যানের সাথে কোনো কিশোরী মেয়েকে দেখেছে কিনা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা, আরও একটা জিনিস আছে কিন্তু।"

"কি?"

"ড্যানকে আমি শেষ যখন দেখেছি তখন বোঝা যাচ্ছিলো কেউ ওকে অনেক মেরেছে।"

ট্রেমন্ট বুঝতে পারলো ও কি বলতে চাচ্ছে। "তোমার মনে হয় হেইলি সে মারামারিটা দেখেছে? এ কারণেই পালিয়েছে ও?" একটু থেমে ও যোগ করলো "হতে পারে।"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো। "তোমাদের এখন খুঁজে বের করা দরকার ড্যানের সাথে কার মারামারি হয়েছিলো।

ট্রেমন্টের ঠোঁটে অর্ধেকটা হাসি ফুটে উঠলো। "হেস্টার ক্রিমস্টাইন আমাদের এ ব্যাপারে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা থিওরি শুনিয়েছে।"

"কোন্ হেস্টার ক্রিমস্টাইন? টিভিতে জাজ সাজে যে মহিলা?"

"হ্যা। ও এড গ্রেসনের উকিল হয়েছে। তার গল্প অনুযায়ী, গ্রেসনই নাকি ড্যানকে পিটিয়েছে। সেখান থেকেই ড্যানের রক্ত গ্রেসনের গাড়িতে লেগেছে।"

"তাই?"

"হ্যা। ক্রিমস্টাইন এটাও জানে আমাদের সাক্ষী, মানে তুমি, ড্যানের মার খাওয়া চেহারা দেখেছে।"

"বলো কি? তোমরা ওর গল্প বিশ্বাস করেছো?"

"পুরোপুরি না, কিন্তু আসলে আমাদের বিশ্বাস করাটা এখানে বড় কথা নয়।"

"হুম্‌ম্। হেস্টার ভালোই চাল চেলেছে।"

"হ্যা। এডের বিরুদ্ধে যা যা প্রমাণ আছে তার কোনোটাই তেমন জোরালো নয়।"

ওয়েন্ডি মাথা নাড়লো। ওর কোথায় যেনো একটা খটকা লাগছে। কিছু একটা খচখচ করছে ওর মনে। কিন্তু জিনিসটা কি সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।

দড়ির ঘেরাও পার করে নিজের গাড়ির কাছে আসার পর ওয়েন্ডি যখন দেখলো এড গ্রেসন ওর জন্য অপেক্ষা করছে, ও খুব একটা অবাক হলো না। এডকে দেখতে কেমন যেনো চিন্তিত, নার্ভাস লাগছে।

"কি, আমার গাড়িতে আরেকটা বাগ লাগাতে এসেছেন?" ওয়েন্ডির গলায় খোঁচা।

"আমি জানি না তুমি কিসের কথা বলছো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হুম্‌ম্‌। সেটাই।"

এড কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালো। ওর চোখে লালের ছোপ পড়েছে।

"আপনি কি আসলেই ভেবেছিলেন আমি আপনাকে খুন করতে সাহায্য করবো?" ওয়েন্ডি ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলো।

"সত্যি কথা শুনতে চাও?"

"অবশ্যই।"

"তোমার সাথে কথা বলার সময় আমার একবারও মনে হয় নি তুমি তা করবে।"

"তাহলে আমার সাহায্য চাইলেন কেন?"

এড কিছু বললো না।

"নাকি শুধু আমার গাড়িতে বাগ লাগানোটাই ছিলো আপনার উদ্দেশ্য?"

এড আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো।

"কি?"

"তুমি কিচ্ছু জানো না, তাই না ওয়েন্ডি?"

ওয়েন্ডি আরেক ধাপ এগিয়ে গেলো গাড়ির দিকে। "আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"তোমার কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয় আপনার ভেতরে অপরাধবোধ কাজ করছে।"

এড সিগারেটে একটা লম্বা টান দিলো। "আমাকে নিয়ে তোমার গবেষণা করতে হবে না।"

"আপনি আমার কাছে কি চান?"

"তোমার মতামত।"

"কিসের ওপর?"

এড আবার একটা লম্বা টান দিয়ে সময় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। "তোমার কি মনে হয়, ড্যান ওকে মেরে ফেলেছে?"

ওয়েন্ডি চিন্তা করলো এটার উত্তর ও কিভাবে দেবে। ও পালটা প্রশ্ন করলো : "আপনি ওর লাশ নিয়ে কী করেছেন?"

"প্রথমে আমার কথার জবাব দাও। ড্যান কি হেইলিকে মেরে ফেলেছে?"

"জানি না। এমন হতে পারে ড্যান ওকে কোথাও আটকে রেখেছে। আপনি কিছু বলছেন না দেখে মেয়েটা না খেয়ে মারা যাচ্ছে।"

"হয়েছে, থামো। এসব কথা পুলিশ আমাকে আগেই শুনিয়েছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার কিছু হয় নি তাতে?"

"নাহ্।"

"আপনি কি বলবেন ড্যানের লাশ নিয়ে আপনি কি করেছেন?"

"হা হা হা," এড নকল হাসি দিলো। ওর গলায় কেমন যেনো ফাঁপা শোনালো শব্দটা। "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না। ওর মনের খচখচানিটা আবার ফিরে এসেছে।

ও চুপ করে আছে দেখে এড সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে চলে যাবার জন্য তৈরি হলো।

"তুমি কিছুই জানো না ওয়েন্ডি। কিচ্ছু না।" ওর গলা পাহাড়ের চূড়ার বরফের মতো ঠাণ্ডা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

ওয়েন্ডি আবার ওই স্টারবাকসে এলো যেখানে ফিল টার্নবুল ওর বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারে। আসলে ওয়েন্ডি আর কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছে না। একটা জিনিসই ওর মাথায় ঘুরছে এখন, ড্যানের ইউনিভার্সিটিতে যারা ওর রুমমেট ছিলো তাদের ব্যাপারে আরও জানতে হবে।

ভেতরে ঢুকে ও দেখলো ফিল এখনও আসে নি, কিন্তু ওর তিন বন্ধু ওদের সেই টেবিলটায় বসে আছে। ফ্লাই, টেনিস প্লেয়ার আর বাচ্চা কোলে লোকটা। ওয়েন্ডি ওদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলো, তখন ওর পেছনে স্টারবাকসের দরজাটা খুলে আরেকজন কে যেনো ঢুকলো।

ওয়েন্ডিকে দেখেই ফিলের চেহারা কঠিন হয়ে গেলো।

"তুমি আবার কি চাও?"

"তোমার সাথে কথা আছে।"

"কথা যা বলার বলে দিয়েছি।"

"আরও কথা আছে।"

"আমি আর কিছু জানি না।"

ওয়েন্ডি এক ধাপ এগিয়ে এলো। "তুমি কি জানো একটা বাচ্চা মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?"

ফিল চোখ বন্ধ করলো। "জানতে চাই না..." ও বললো। "আমি কিচ্ছু জানতে চাই না।"

"আমি পাঁচ মিনিটের বেশি নিবো না। হেইলির জন্য হলেও কথা বলো।"

ফিল মাথা ঝাঁকালো। কোণার একটা টেবিলে যেয়ে বসলো ওরা দু'জন।

"ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে তোমার আর ড্যানের সাথে আর কে কে থাকতো?" ওয়েন্ডি সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো।

ফিল একটু ইতস্তর করে বললো "আমরা পাঁচজন ছিলাম। আমি, ড্যান, ফার্লি, কেলভিন টিলফার আর স্টিভ মিচিয়ানো।"

"তোমরা ফার্স্টইয়ার বাদে অন্য কোনো সময় একসাথে ছিলে?"

"তাতে কি আসে-যায়?"

"প্লিজ, উত্তর দাও।"

"হ্যা," ফিল বললো। "স্টিভ এক সেমেস্টার স্পেনে ছিলো। বার্সেলোনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বা মাদ্রিদ। শহরটার নাম ভুলে গেছি। আর ফার্লি একটা ফ্ল্যাট হাউসে ছিলো।"

"ফ্ল্যাট হাউস? মানে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা যে ক্লাবগুলো বানায়?"

"হ্যা।"

"তুমি ছিলে না ওর সাথে?"

"না। ওহ্, আর আমি লাস্ট ইয়ারে লন্ডনে একটা সেমেস্টার করেছি। ব্যস্, এই।"

"তোমাদের মধ্যে কি এতোদিন যোগাযোগ ছিলো?"

"না।"

"কেলভিন টিলফারের কি হলো?"

"ইউনিভার্সিটি পাস করার পর থেকে আর ওর সাথে কথা হয় নি।"

"তুমি কি জানো ও কোথায় থাকে?"

ফিল মাথা নেড়ে না বললো। তারপর যোগ করলো "কেলভিন ব্রংক্সে থাকতো। হয়তো সেখানেই আছে। আমি জানি না।"

"আর অন্যরা?"

"ফার্লির সাথে কথা হয়েছে, তবে সেটাও অনেকদিন আগে। শেরি আর আমি ওর জন্য একটা পার্টি দিয়েছিলাম গত বছর। ও কংগ্রেসম্যান হবার জন্য ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু লাভ হয় নি। কি যেনো একটা প্যাঁচ লেগেছিলো।"

"এটাই হচ্ছে ব্যাপারটা, ফিল।"

"মানে?"

"মানে প্যাঁচ তোমাদের সবার জীবনেই লেগেছে।"

ফিল চোখ পিটপিট করলো। "বুঝলাম না।"

ওয়েন্ডি একটা ম্যানিলা খাম বের করে টেবিলে রাখলো।

"কি এটা?" ফিল জানতে চাইলো।

"আমি ইন্টারনেটে সার্চ করে যা জানতে পেরেছি সেগুলোর প্রিন্টআউট। তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক। বছর খানেক আগে তোমার ওপর ব্যাংকের দুই মিলিয়ন ডলার এদিক-ওদিক করার অভিযোগ আনা হয়েছিলো।"

"তুমি সেটা জানলে কিভাবে?"

"তদন্ত করে।"

"ওই অভিযোগগুলো একদম ফালতু ছিলো। আমি কিছুই করি নি।"

"আমি বলছি না তুমি কিছু করেছো। আগে আমার কথা শোনো। প্রথমে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার নামে এসব অভিযোগ এনে তোমার ক্যারিয়ার, জীবন ধ্বংস করা হলো।" ওয়েন্ডি খাম থেকে আরেকটা কাগজ বের করলো। "তার দুই মাস পরে, ফার্লির ক্যারিয়ার আর জীবন নষ্ট হলো বেশ্যাসংক্রান্ত একটা স্ক্যান্ডালের কারণে।" আরেকটা কাগজ। "মাসখানেক পর, ড্যান মার্সার ধরা পড়লো আমার টিভি শোতে। তার এক মাস পর কি হলো জানো? ডক্টর স্টিভ মিচিয়ানোর নামে বেআইনি ওষুধ বিক্রি করার অভিযোগ আসলো।"

ফিল কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। কোনো কথা বের হচ্ছে না ওর মুখ দিয়ে।

"এসব কি তোমার কাকতালীয় মনে হয়?"

"কেলভিনের কী হয়েছে?"

"ওর ব্যাপারে এখনও কিছু বের করতে পারি নি।"

"এসব কিছু তুমি একদিনে বের করেছো?"

"তেমন কিছু তো করতে হয় নি। শুধু ইন্টারনেট ঘেটে দেখেছি।"

ফিল আবার চুপ। ওয়েন্ডি তাড়া দিলো ওকে। "চিন্তা করে দেখো, ফিল। কে তোমাদের সবার ক্ষতি চাইতে পারে?"

"কে চাইবে? আমরা বাচ্চা ছিলাম তখন। ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম।"

"কোনো রকম ঝামেলা হয় নি কারও সাথে? কোনো ঝগড়া?"

"না।"

"কেলভিন টিলফারের সাথে কখনও সমস্যা হয়েছিলো তোমাদের?"

"কি? না! কেন? ও একটু অদ্ভুত ছিলো, অংকের ব্যাপারে জিনিয়াস ছিলো, কিন্তু ওর সাথে কখনও কারও ঝগড়া হয় নি।"

"অদ্ভুত মানে?" ওয়েন্ডি খপ করে কথাটা ধরে ফেললো।

"অদ্ভুত মানে খুব বুদ্ধিমান মানুষরা যেমন হয় আরকি। সারারাত জেগে থাকতো। রাত বারোটার পর হাঁটতে বের হোতো, এসব আরকি।"

"ইদানিং ওর কি অবস্থা বলতে পারবে?"

"না, পাস করার পর আর ওর সাথে আমার কথা হয় নি।"

"তোমার ওই কাগজগুলো কি আমি একটু পড়ে দেখতে পারি?"

পেছন থেকে একজনের গলা শুনে ওয়েন্ডি চমকে উঠলো। ফ্লাই। ও কতক্ষণ পিছে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েন্ডি খেয়ালই করে নি। ফিল টেবিলে রাখা কাগজগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিলো।

ওয়েন্ডি কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে ফিলকে চিন্তা করার সুযোগ দিলো। আর তার মধ্যে ফ্লাই একনিষ্ঠভাবে পড়ে যেতে লাগলো ওয়েন্ডির প্রিন্টআউটগুলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রায় চার মিনিট পর প্রথম কথা বলে উঠলো ফ্লাই, ফিল নয়। "এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাচ্ছি।"

"কি?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

"ইন্টারনেটে প্রচারের একটা নিয়ম আছে। যদি নতুন কোনো সিনেমা বা গান বের হয়, তাহলে গান বা সিনেমাটা যে স্টুডিও বের করেছে তারা কিছু লোক ঠিক করে রাখে। এসব লোকের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ দর্শক সেজে সিনেমাটার গালভরা প্রশংসা করা। এই ফার্লি পার্কস আর স্টিভ মিচিয়ানোর বেলায়ও একই জিনিস হয়েছে মনে হচ্ছে, কিন্তু উলটোভাবে। কেউ ইচ্ছা করে নিরপেক্ষ সেজে ওদের নামে খারাপ কথা ছড়িয়েছে।"

"তাই? দেখি?" ওয়েন্ডি এগিয়ে গেলো। ফ্লাইকে এখন আর ছ্যাঁচড়া মনে হচ্ছে না। একজন সিরিয়াস, বুদ্ধিমান লোক মনে হচ্ছে। এটাই কি ওর আসল চেহারা? মনে মনে ভাবলো ওয়েন্ডি।

"এই যে দেখো। একই ছদ্মনাম বা ইউজারনেমওয়ালা লোক বার বার কমেন্ট করেছে ফার্লি পার্কস আর ডক্টর মিচিয়ানোর খবরে।"

ওয়েন্ডি কাগজগুলোয় চোখ বুলাতে লাগলো। তাই তো! আগে ও এটা খেয়াল করেনি কেন?

"আচ্ছা, ড্যান মার্সারের খবরটা তুমি কিভাবে পেয়েছিলে?" ফিল প্রশ্ন করলো।

ওয়েন্ডির গলা বেয়ে একটা শুকনো বাতাস নেমে গেলো। "একটা ই-মেইল এসেছিলো। অজানা অ্যাড্রেস থেকে। দাবি করেছিলো ও একজন কিশোরী মেয়ে। ওকে অনলাইনে ড্যান মার্সার নামে এক লোক পটানোর চেষ্টা করছে।"

"তুমি পালটা ই-মেইল করেছিলে?"

"করেছিলাম, কিন্তু রিপ্লাই আসে নি।"

"আমি কেসটার ব্যাপারে পড়েছিলাম মার্সার দাবি করেছিলো তোমরা যখন ওকে ধরেছো তখন ও ওর সেন্টারের একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো? ওকে সাহায্য করতে?" ফ্লাই বললো।

"হ্যা।" ওয়েন্ডি চাপা গলায় বললো।

টেনিস প্লেয়ার ডাগ আর বাচ্চা কোলে ওয়েনও এখন উঠে ওদের টেবিলে চলে এসেছে। ডাগ বললো, "আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।" অন্য দুইজন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ওর কথায়।

"কেন?" ওয়েন্ডি জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমরা প্রমাণ করতে চাই ফিল নির্দোষ। ওকে ফাঁসানো হয়েছে।"

"শোন..." ফিল বাধা দিতে গেলো। ফ্লাই একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলো ওকে। "তুই আমাদের বন্ধু, ফিল। এটা করা আমাদের দায়িত্ব।"

ওয়েন্ডির মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো। এই মানুষগুলোকে ছোটো করে দেখা ওর উচিত হয় নি। এরা দেখতে হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু এদের মন অনেক বড়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

দুইদিন টানা তল্লাশির পুলিশ রিংউড স্টেট পার্কের বাইরে একটা বেনামি কবরে হেইলি ম্যাকওয়েইডের লাশ খুঁজে পেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

হেইলির মৃত্যুর খবরে পুরো শহরের উপর শোকের ছায়া নেমে এলো। সবার মধ্যে একটা চাপা শংকা, চাপা অপরাধবোধ কাজ করছিলো। আর করছিলো ভয়।

কিন্তু ওয়েন্ডি জানে এসব বেশিদিন থাকবে না। কারও মৃত্যু হলে শোক আর শংকা তার প্রতিবেশিদের বাড়িতে শুধু অতিথি হয়ে আসে, কিন্তু তার নিজের বাসায় আসে চিরকালের জন্যে। জন মারা যাবার পরও এমন হয়েছিলো। খবরটা যারা যারা শুনেছে সবাই মন খারাপ করেছে, সত্যি সত্যি কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু ওদের কষ্টটা বেশিদিন থাকে নি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ওয়েন্ডিও এসেছিলো। চার্চের একদম পেছনে বসেছে। একবারও মার্সিয়া আর টেডের চোখের সাথে চোখ মেলাতে পারে নি। যতোবার ওই ভয়ংকর, কালো কফিনটার ওপর চোখ পড়েছে ওর মনে হয়েছে ওই জায়গায় চার্লিও থাকতে পারতো। দশ মিনিটের মধ্যে ও বেরিয়ে এসেছে চার্চ থেকে।

চার্চ থেকে বেরিয়ে ও কিছুদূর ড্রাইভ করে একটা হসপিটালের সামনে এসে গাড়ি থামালো। গাড়ি থেকে নামার পর দেখলো ওয়াকার আগেই এসে অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

"কি, খুব ব্যস্ত দিন গেছে, না? আমারও একই অবস্থা," ওয়াকার বললো।

হেইলির লাশ পাওয়ার সাথে সাথে ওয়েন্ডিকে ওর আগের চাকরি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্য নিউজ এজেন্সিগুলো এখন ওর ইন্টারভিউ নিতে চায়। ও এখন হিরো। ওর নির্ভীক সাংবাদিকতা একজন খুনির রহস্য ফাঁস করেছে।

"অফিসার ট্রেমন্ট কোথায়?"

"রিটায়ার করেছে।"

"কেসের শেষ দেখতে চাইলেন না?"

"আর কি বাকি আছে কেসের? হেইলি মারা গেছে, ওকে খুন করেছে মার্সার। মার্সারও খুন হয়ে গেছে। আমরা মার্সারের লাশ খুঁজতে থাকবো, কিন্তু পাবো কিনা কে জানে–আমার অন্য আরও অনেক কেস আছে। আর এড গ্রেসন ওই শূওরের বাচ্চাটাকে মেরে ভালোই করেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কে, মার্সার?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

"আর কে?"

"তুমি কি শিওর ড্যানই খুনটা করেছে?"

ওয়াকার ভ্রু কুঁচকালো। "কেন, তুমি শিওর না?"

"এমনি জানতে চাইলাম আরকি।"

"প্রথম কথা হচ্ছে, এটা আমার কেস ছিলো না। ছিলো ট্রেমন্টের। এখনও তদন্ত চলছে, কিন্তু অতো জোড়ালোভাবে নয়। সারা দেশে এভাবে শত শত মেয়ে হারায়। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে যারা বেঁচে আছে, তাদের রক্ষা করা। এখানে এরকম একটা খুনের তদন্ত অতো প্রায়োরিটি পাবে না। কথাটা দুঃখের হলেও সত্যি।"

ওরা কথা বলতে বলতে হসপিটালটায় ঢুকলো। তারপর উঠে এলো টারা ওনিলের অফিসে। মেডিক্যাল অফিসার টারা ওনিল। এর সাথে দেখা করতেই ওরা এসেছে।

টারার অফিসটা তেমন জাঁকজমকপূর্ণ কিছু নয়। ছোটখাটো ঘরটায় টারা একটা ডেস্কে বসেছিলো। ওর সাথে ওয়েন্ডির আগেও দেখা হয়েছে, কিন্তু তাও ওয়েন্ডির চোখ এড়ালো না মহিলা কতোটা সুন্দর। ওর ত্বক একটু ফ্যাকাশে হলেও, কালো ড্রেসটায় ওকে চমৎকার লাগছে। লম্বা, কালো চুল লুটিয়ে আছে ওর ঘাড়ের ওপর। ওর চুল যতোটা কালো, চোখ দু'টো ততোটাই উজ্জ্বল।

"কি খবর, ওয়েন্ডি?" টারা প্রশ্ন করলো।

"ভালো, টারা।"

"এভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা করার মানেটা কি এটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না," টারা বললো।

"ধরুন আমরা একটা ব্যাপারে সাহায্য চাইছি আপনার কাছে।" ওয়াকার বললো।

"কিন্তু শেরিফ ওয়াকার, এই হসপিটালটা তো আপনার থানার মধ্যে পড়ে না।"

ওয়াকার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আপনি চাইলে আমি অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু তাতে সময় লাগবে।"

"থাক," টারা বললো। "বলুন, আপনার কি সাহায্য করতে পারি?"

"ফোনে আপনাকে যেমন বলছিলাম," ওয়াকার জবাব দিলো। "হেইলির ব্যাপারে আপনারা যা যা জানতে পেরেছেন আমাদের সেসব তথ্য দরকার।"

"অবশ্যই," টারা বলতে বলতে ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। "প্রথমে বলি আমরা কিভাবে শিওর করেছি এটা হেইলিরই লাশ, কেমন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"লাশটা পচে গলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো, এটা ঠিক। কিন্তু সৌভাগ্যবশত, ওর কংকালটার তেমন ক্ষতি হয় নি। তাই সহজেই আগের এক্স-রে গুলোর সাথে মিলিয়ে আমরা বের করেছি এটা হেইলির লাশ। এছাড়াও আমরা ডিএনএ টেস্ট করেছি। সব মিলিয়ে ধরে নিতে পারেন আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

"ও কিভাবে মারা গেছে এ ব্যাপারে কোনো ধারণা দিতে পারবে?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

টারা ডেস্কের ওপর নিজের হাত দু'টো ভাঁজ করে রাখলো। "এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না এ ব্যাপারে।"

"কখন বলা যাবে?"

টারা ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করলো। ফাইলের কভারে লেখা ম্যাকওয়েইড, হেইলি। ফাইলটা খুলে কয়েকটা ছবি বের করে ছড়িয়ে রাখলো টেবিলে। ওয়েন্ডি এক ঝলক তাকিয়ে সাথে সাথে চোখ সরিয়ে ফেললো। ছবিগুলো হেইলির লাশের।

টারা কিছুক্ষণ চুপচাপ ভ্রু কুঁচকে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে তারপর জবাব দিলো : "কখনওই না বোধ হয়।"

"কি? আসলেই?"

টারার মুখে একটা বিষন্ন হাসি ফুটে উঠলো। "হ্যা। মানতে কষ্ট হলেও কথাটা সত্যি। আমরা তো গল্প-উপন্যাস বা সিনেমার মেডিকাল এক্সামিনার নই। বাস্তবে অনেক প্রশ্নের উত্তরই হাজার তদন্ত করেও বের করা যায় না। ধরো, আমরা জানতে চাই হেইলি ম্যাকওয়েইডকে গুলি করা হয়েছে কিনা। তাহলে প্রথমে বুলেটটার খোঁজ লাগাতে হবে। কিন্তু পুলিশ লাশের আশেপাশে বুলেট খুঁজে পায় নি, আর আমরাও লাশের ভেতর বুলেট খুঁজে পাই নি। তাও কিন্তু ওকে গুলি করে মারা হয়েছে এই সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কারণ গুলিটা হয়তো ওর কোনো মাংসপেশি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। হয়তো অন্য কোথাও গুলি করে ওকে এখানে এনে কবর দেয়া হয়েছিলো। ছুরির ব্যাপারেও কিন্তু একই সমস্যা।"

"হুম্‌ম্‌। বুঝতে পেরেছি।"

"আরও কথা আছে। ধরো, হেইলিকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মারা হয়েছে। মুখের ওপর বালিশ চেপে, ডিটেকটিভ গল্পে যেমন দেখায়। লাশটা যদি তাজা হোতো তাহলে এটা বের করতে তেমন অসুবিধা হোত না, কিন্তু তিন মাস মাটির নিচে থাকা, প্রায় কংকাল হয়ে যাওয়া এই লাশ থেকে সেটা বলা অসম্ভব।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা, হেইলিকে যে-ই খুন করা হয়েছে এ ব্যাপারটা কি তোমরা নিশ্চিত করে বলতে পারবে?"

"না। আমি, মেডিক্যাল এক্সামিনার হিসাবে পারবো না।"

ওয়েন্ডি ওয়াকারের দিকে তাকালো। ওয়াকার ব্যাপারটা বুঝে মাথা ঝাঁকালো। "আমরা পারবো। চিন্তা করে দেখো। আমরা ড্যান মার্সারের লাশ এখনও খুঁজে পাইনি। কিন্তু লাশ পাওয়া যায় নি এমন বহু কেস আমি কোর্ট পর্যন্ত যেতে দেখেছি। টারা যেমন বললো, অনেক সময় কেটে যাবার পর লাশ খুঁজে পাওয়াটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

টারা উঠে দাঁড়ালো। বোঝাই গেলো ওদের মিটিং শেষ। "আর কিছু?"

"ওর উপর কি যৌন নির্যাতন করা হয়েছে?"

"জবাব একই। আমরা জানি না।"

ওয়েন্ডিও উঠে দাঁড়ালো। "বেশ। আমাদের সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ, টারা।"

ও আর ওয়াকার হসপিটাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

"কিছু বুঝতে পারলে?" ওয়াকার জিজ্ঞেস করলো ওকে।

"না।"

"তাহলে এখানেই শেষ। আমার আর কিছু করা সম্ভব নয়," ওয়াকার বললো। তারপর চোখ তুলে তাকালো ওয়েন্ডির দিকে। "আর তোমার কি বক্তব্য, ওয়েন্ডি?"

"মানে?"

"মানে তোমার জন্য কেসটা কি শেষ হয়েছে না হয় নি?"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো। "মনে হয় না।"

ওয়াকারও আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো। "আমি মাঝে মাঝে তোমাকে ফোন দিলে কি অসুবিধা আছে?"

"না," ওয়েন্ডি হাসলো। "আমি খুশিই হবো।"

হেস্টার ক্রিমস্টাইনের অফিসের হেস্টার আর এড গ্রেসন বসেছিলো। ঘরটা নীরব হয়ে আছে। এডের নীরবতায় তেমন অসুবিধা হয় না, তবে হেস্টারের মধ্যে একটু অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ও একবার পেন্সিল চিবাচ্ছে, একবার ড্রয়ার খুলছে, বন্ধ করছে, তো একবার ফাইল চেক করছে।

হঠাৎ এড বলে উঠলো : "বুঝতে পারছি না কি করবো।"

"আমি জানি। তোমার এখন কিচ্ছু করতে হবে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমার বৌ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। বলেছে আমার বাচ্চাকে দেখতে চাইলে কুইবেকে ওর নতুন বাড়িতে যেতে হবে আমাকে।"

"শুনে আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু তোমার তো এখানে কোনো দোষ ছিলো না।"

"পুরোটাই আমার দোষ, হেস্টার। আমি একজন মানুষকে মেরেছি, ওকে গুলি করেছি।"

"এখন এসব ফালতু চিন্তা করার সময় নয়, এড।"

"হেইলি ম্যাকওয়েইডের কি হয়েছে এ ব্যাপারে পুলিশ কিচ্ছু জানে না।" গ্রেসন জেদি গলায় বললো।

"আমরা কি জানি?" হেস্টার ভ্রু উঁচিয়ে প্রশ্ন করলো।

এড জবাব দিলো না। আবার নীরবতা নেমে এলো ঘরটার ভেতরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

ফ্র্যাঙ্ক ট্রেমন্টের বাড়িটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। ওয়েন্ডি দরজায় টোকা দেবার প্রায় সাথে সাথে দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। দুই সেকেন্ড পর দরজাটা খুলে ট্রেমন্টের চেহারা দেখা দিলো।

ট্রেমন্টও কিছুক্ষণ আগে হেইলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে এসেছে। এখনও ওর পরনে কালো সুট। ওয়েন্ডিকে দেখে ও কিছু বললো না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো। ওয়েন্ডি ভেতরে ঢুকে লিভিং রুমের সোফায় যেয়ে বসে পড়লো। ওর পিছে পিছে ট্রেমন্টও এলো।

"কি ব্যাপার, ওয়েন্ডি?"

"শুনলাম তুমি রিটায়ার করেছো।"

"হ্যা। এ কাজ আর সহ্য হচ্ছে না।"

"কেসটা কি তাহলে একদম শেষ?"

"আর কি আছে বলো?" ট্রেমন্ট হেলান দিয়ে বসলো। "হেইলি খুন হয়েছে, ওর খুনি খুন হয়েছে। আমি বাদে এই কেসের সবাই খুন হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

ওয়েন্ডি ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মুখ খুলতে গিয়েছিলো, কিন্তু ট্রেমন্ট একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলো। "শুধু শুধু কথা বলে দম নষ্ট কোরো না, ওয়েন্ডি।"

ওয়েন্ডি আবার মুখ বন্ধ করে ফেললো। একটু চুপ থেকে ও জিজ্ঞেস করলো : "তোমার কি মনে হয়, ড্যান ওকে কেন খুন করেছে?"

"কতোগুলো কারণ চাও? সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে, ড্যানের যৌন বিকৃতি ছিলো।"

"কিন্তু এখানে কি এই কারণটা আসলেই সবচেয়ে বড়, হ্যাংক? আমার রিসার্চ বলছে হেইলির বয়স ছিলো সতের। আমাদের এই নিউ জার্সি স্টেট-এ মেয়েদের সাবালক ধরা হয় ষোল বছর থেকেই।"

"হয়তো ও ভয় পাচ্ছিলো হেইলি ওর ব্যাপারে মুখ খুলবে।

"কি ব্যাপারে? ও হেইলির বয়ফ্রেন্ড হলেও সেটা বেআইনি কিছু ছিলো না।"

"তারপরও। মার্সারের নামে যখন কেস ছিলো তখন এই কথাটা জানাজানি হলে ওর মারাত্মক অসুবিধা হোতো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি মাথা নাড়লো। "আমার কাছে যুক্তিটা তেমন সলিড মনে হচ্ছে না।"

"তাই? তোমার কার্বির কথা মনে আছে? যাকে হেইলির বয়ফ্রেন্ড বলে সন্দেহ করছিলাম?" ট্রেমন্টের চোখ সরু হয়ে গেছে।

"হ্যা। মনে আছে।"

"হেইলির লাশ পাওয়ার পর ওর সাথে পুলিশ আরেকবার কথা বলেছে। এবার ওর উকিল বেশি বাগড়া দেয় নি, যেহেতু ওর উপর আর সন্দেহ নেই। তো ও বলেছে হেইলি আর ও মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখা করতো ঠিকই, কিন্তু ওদের মধ্যে প্রেম তেমন ছিলো না। আরও বলেছে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটিতে চান্স না পাওয়ার পর নাকি হেইলি খুব বেশি রকমের মন খারাপ করেছিলো। সেসময় হয়তো ও কোনো নেশা-টেশাও করে থাকতে পারে।"

"নেশা?" ওয়েন্ডি একটু অবাকই হলো।

"ধারণা করছি আর কি। এ কথাটাও ওর বাবা-মার জানার দরকার নেই।"

"সেটা আর আলাদা করে বলতে হবে না।"

ওয়েন্ডি আরও কিছু টুকটাক কথা বলে উঠে দাঁড়ালো।

নিজের গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে দিতে ওয়েন্ডির মোবাইলে একটা মেসেজ আসলো। ওয়েন্ডি ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলো মেসেজ পাঠিয়েছে ফ্লাই, ফিল টার্নবুলের বন্ধু।

"নতুন খবর। কেলফিন টিলফারের ব্যাপারে।"

গত কয়েকদিন ধরে ফিল আর ওর বন্ধুরা মিলে ফিলের প্রিন্সটনের ক্লাসমেটদের ব্যাপারে তথ্য খুঁজছে। তেমন কিছু খুঁজে পায় নি অবশ্য। ফার্লি পার্কস পিটসবার্গে থাকে। নিউ জার্সি থেকে অনেক দূরে। চাইলেই সেখানে যাওয়া যাবে না। আর ওয়েন্ডি যতোবার ফোন করেছে ফার্লি একবারও ধরে নি।

ডক্টর স্টিভ মিচিয়ানো অবশ্য ফোন ধরেছে। ওয়েন্ডি ওনার সাথে মিটিংয়ের সময় ঠিক করেছে। কালকে যাবে। ডক্টর মিচিয়ানো জানতে চায় নি কেন ও দেখা করতে চায়, ওয়েন্ডিও আগ বাড়িয়ে কিছু বলে নি।

কিন্তু এখন, এই মেসেজটা পেয়ে ওয়েন্ডি বেশ খুশি হলো। কেলভিন টিলফারের ব্যাপারে ওরা কিছুই জানে না। নতুন যা যা জানা যায় সবই কাজে লাগবে।

ও ফ্লাইকে ফোন করলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যালো?"

"কি জানতে পেরেছো?"

"ওর এক ভাইকে খুঁজে পেয়েছি। রোনাল্ড টিলফার। ম্যানহাটানে কাজ করে, ইউপিএস ডেলিভারিতে। কেলভিনের বাবা-মা বেঁচে নেই। রোনাল্ড ছাড়া আর কোনো আত্মীয়কেও খুঁজে পেলাম না।"

"বেশ। কোথায় থাকে ও?"

"কুইনসে। কিন্তু তার চেয়েও ভালো খবর আছে তোমার জন্য। ও ডেলিভারি দিতে প্রত্যেকদিন কোথায় কোথায় যায় আমরা সেটা বের করে ফেলেছি। ওকে বের করা তেমন কঠিন কিছু হবে না।"

"দারুণ। তাহলে আমাকে জানাও ও এখন কোথায় আছে। দেখা করে আসি। দেরি করে লাভ নেই।"

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট গাড়ি চালাবার পর ওয়েন্ডি টেলিপ্যান নামের একটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে থামলো। এখানেই ইউপিএস-এর একটা বাদামী রঙের ট্রাক পার্ক করা।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর রেস্টুরেন্টের ভেতর থেকে ইউপিএস-এর বাদামী ইউনিফর্ম পড়া এক লোক হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। ও ট্রাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় ওয়েন্ডি গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর রাস্তা আটকালো।

"রোনাল্ড টিলফার?"

"আপনি কে?" ওর উজ্জ্বল চোখে বিস্ময় দেখা দিলো।

"আমার নাম ওয়েন্ডি টাইনস। আমি একজন সাংবাদিক। আপনি কি আমাকে একটু সময় দিতে পারবেন?"

"কিসের জন্য?" এবার বিস্ময় সরে গিয়ে সন্দেহ।

"আপনার ভাই কেলভিনের ব্যাপারে আমার কিছু প্রশ্ন ছিলো। উনি কোথায় বলতে পারবেন?"

কেলভিন ওকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো। "কেলভিনের সাথে কথা বলা যাবে না।"

"কেন?"

"এতো প্রশ্ন কিসের? আমাকে যেতে দিন। আমার কাজ আছে।"

"প্লিজ, মিঃ টিলফার। আমি জানি আপনার আজকে আর কোনো ডেলিভারি নেই।"

রোনাল্ড বেচারা একের পর এক শক খাচ্ছে। ও এটা জিজ্ঞেস করতেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভুলে গেলো ওয়েন্ডি কিভাবে সেটা জানে। ও ঘাড় নিচু করে গোঁয়ারের মতো বললো : "কেলভিনকে পাওয়া যাবে না।"

"মিঃ টিলফার, এটা সিরিয়াস ব্যাপার। আমাদের ধারণা কেলভিনের কোনো ক্ষতি হতে পারে। প্রিন্সটনে ওর যেসব রুমমেট ছিলো তাদের সবার বিপদ হচ্ছে।"

"ওর কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।"

এবার ওয়েন্ডির মেজাজ চড়তে শুরু করলো। "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার ভাই মারা গেছে।"

"ওরকমই কিছু ধরে নিন।"

"ব্যাপারটা জীবন-মৃত্যুরই মিঃ টিলফার। আপনি চাইলে আমি পুলিশ ডেকে আপনাকে বাধ্য করতে পারি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে, কিন্তু আমি আশা করছিলাম আপনি আপনার ভাইকে সাহায্য করতে চাবেন।"

রোনাল্ড মাথা নিচু রেখেই হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।"ঠিক আছে। আপনিই জিতলেন। চলেন কেলভিনের কাছে নিয়ে যাই আপনাকে।"

মোটা কাঁচের অন্যপাশ থেকে ওয়েন্ডি দেখলো কেলভিন টিলফারকে।

"কতোদিন ধরে উনি এখানে?" ও প্রশ্ন করলো।

"এবার?" রোনাল্ড কাঁধ ঝাঁকালো। "তিন সপ্তাহের মতো হবে। সপ্তাহখানেক পরে হয়তো আবার ছেড়ে দিবে।"

"তারপর উনি কোথায় যাবেন?"

"রাস্তায়ই থাকে। যখন আবার বেশি ক্ষেপে যায় তখন এখানে ফিরিয়ে আনে।"

কেলভিন প্রচন্ড বেগে খসখস করে একটা নোটবুকে কি যেনো লিখছিলো। ওদের দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না। দেখে মনে হয় না ওকে একটা পাগলাগারদে বন্দি করে রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে ওর কোনো মাথাব্যাথা আছে।

"খুব ভালো অংক করতো কেলভিন," রোনাল্ডের গলায় প্রচ্ছন্ন বেদনা। "সারাদিন অংকই করতো। মাথাটাকে কখনও বিশ্রাম দেয় নি। মা অনেক চেষ্টা করেছিলো ওকে স্বাভাবিক করতে। লাভ যে হয় নি তাতো দেখতেই পাচ্ছেন।"

"কি হয়েছিলো উনার?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি হয়েছিলো মানে? অসুখ। মানসিক অসুখ। মানুষের যেমন ক্যান্সার হতে পারে, তেমন মানুষের মানসিকতারও ক্যান্সার হতে পারে। ও প্রিন্সটন থেকে পাস করার পর একটা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলো। টিকতে পারে নি। বার বার অফিসে অনুপস্থিত থাকার কারণে চাকরিটা চলে গিয়েছিলো। তারপর ও গায়েব হয়ে যায়। আট-আটটা বছর ধরে আমরা জানতাম না ও কোথায় আছে। যখন খুঁজে পেয়েছি, ও একটা কার্ডবোর্ড বক্সের ভেতর ছিলো। সারা শরীর ময়লা। শরীরের বেশ কয়েকটা হাড় ভাঙ্গা, যেগুলো আর কখনও ঠিকমতো জোড়া লাগে নি।"

কেলভিন চেঁচিয়ে উঠলো "হিমলার! হিমলার টুনা স্টেক খেতে ভালোবাসে!"

ওয়েন্ডি রোনাল্ডের দিকে ফিরলো। "হিমলার? হিটলারের ডান হাত ছিলো যে হিমলার?"

"কে জানে। ওর কথার বেশিরভাগ সময়ই কোনো অর্থ থাকে না।"

"আমি কি উনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?"

রোনাল্ড ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। "অবস্থা তো দেখছেনই। তাও কথা বলতে চান?"

"কোনো ক্ষতি তো নেই।"

রোনাল্ড আবার চোখ ফিরিয়ে কেলভিনের দিকে তাকালো। "আমি অনেকবার চেয়েছি ওকে আমার সাথে রাখতে," ওর গলা উদাস হয়ে গেছে। "কিন্তু আমার একটা বৌ আছে, বাচ্চা আছে..." কথাটা ও শেষ করতে পারলো না।

"কেলভিন কি কখনও প্রিন্সটনের কথা বলে?"

"ও অনেক কিছু বলে। কিন্তু সব কিছুর মানে বোঝা যায় না।"

ওয়েন্ডি ওর সাথে কথা বলতে চায় শুনে পাগলা গারদের এক কর্মচারি ওকে কয়েকটা ফর্ম সাইন করতে বললো। তারপর ওকে আর রোনাল্ডকে একজন গার্ড নিয়ে এলো কেলভিনের রুমে। ওরা যাতে বসতে পারে এজন্য একটা চেয়ার দেয়া হলো।

"কেমন আছিস, কেলভিন?" রোনাল্ড বললো।

"বুদ্ধিহীন পোকারা ব্যাপারটা ধরতে পারে না।"

রোনাল্ড ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। হাত দিয়ে ইশারা করলো যাতে ওয়েন্ডি প্রশ্ন করে এবার।

"কেলভিন, তোমার কি মনে আছে তুমি প্রিন্সটনে পড়তে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বললাম না, হিমলার টুনা স্টেক খেতে ভালোবাসে?" কেলভিন এখনও একমনে লিখে যাচ্ছে।

"তোমার কি ড্যান মার্সারের কথা মনে আছে?"

"হুম্‌ম্‌।" গলাটা গম্ভীর, জোড়ালো।

"আর ফিল টার্নবুল?"

"বেশি গ্যাসের গন্ধ পেলে শুভানুধ্যায়ীর মাথা ব্যাথা করে।"

"ওরা সবাই খুব বিপদে আছে, কেলভিন। ফিল, ড্যান, ফার্লি, স্টিভ, সবাই।"

"বিপদ?" কেলভিন ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো ওর দিকে। তারপর হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। "স্কারফেস!" ও চিৎকার করে উঠলো। "স্কার ফেস! আমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে!"

ও উঠে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলো। গার্ডটা এগিয়ে এলো ওকে শান্ত করবার জন্য। ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবার পড়ও চেঁচাতে লাগলো "আমাদের শিকারে যাওয়াই উচিত হয় নি! স্কারফেস আগেই বলেছিলো। আমাদের শিকারে যাওয়া উচিত হয় নি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

স্কারফেস যে আসলে কি এ ব্যাপারে রোনাল্ড টিলফার কোনো ধারণাই দিতে পারলো না। বললো "কেলভিন আগেও এই কথাগুলো কয়েকবার বলেছে। আমার কাছে স্পেশাল কিছু লাগে নি।"

ওকে বিদায় জানিয়ে ওয়েন্ডি গাড়িতে উঠে বসলো। তারপর সোজা বাসায়।

বাড়িতে ঢুকে ও দেখলো চার্লি সোফায় বসে টিভি দেখছে।

"কি অবস্থা?" ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো।

"রাতে কি খাবো?" চার্লি বললো।

"আমার অবস্থা ভালোই, জিজ্ঞেস করার জন্য ধন্যবাদ," ওয়েন্ডি মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে বললো।

"আমাদের কি আর ভদ্রতা করার মতো সম্পর্ক, বলো?" চার্লি উত্তর দিলো।

"আমি তো তোমাকে ভদ্র বাচ্চাই ভেবেছিলাম।"

চার্লি কিছু বললো না।

"তুমি ঠিক আছো?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো। ওর চেহারায় চিন্তা ফুটে উঠেছে।

"আমি? হ্যা। কেন?"

"তোমার অনেক বন্ধুকে হেইলি ম্যাকওয়েইডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে দেখলাম, তুমি তো গেলে না। ও তো তোমার ক্লাসমেট ছিলো, তাই না?"

চার্লি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "দেখো, যা হয়েছে সেটা খুব খারাপ হয়েছে। এরকম কারও সাথেই হওয়া উচিত না। কিন্তু আমি ওকে চিনতামও না। শুধু ভদ্রতা দেখানোর জন্য ওখানে গিয়ে কি লাভ, বলো? এতে বরং যারা সত্যি শোক প্রকাশ করছে তাদের অপমান করা হবে।"

ওয়েন্ডি স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলো এতক্ষণ ওর দিকে। ও থামার পর ওয়েন্ডি বললো : "মনে হচ্ছিলো তোমার বাবা কথা বলছে।"

চার্লি কিছু বললো না। ও মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমি তোমাকে অনেক, অনেক ভালোবাসি চার্লি।"

"বাবার মতো আরেকটা কথা বলি? রাতে কি খাবো?" চার্লি উত্তর দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি হেসে ফেললো। "দেখি কি আছে। আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবে?"

"কি?"

"তোমার স্কুলে কার্বি স্ট্যানেট নামে একটা ছেলে পড়ে না? ওর ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিও তো।"

চার্লি মাথা ঝাঁকালো, কিন্তু বেশি খুশি মনে হলো না ওকে দেখে। কার্বিকে বোধহয় ও তেমন পছন্দ করে না।

ওয়েন্ডি উপরে উঠে এসে কম্পিউটারে বসলো। কার্বিকে পাকড়াও করার আরেকটা বুদ্ধি এসেছে ওর মাথায়। ও ফেসবুকে একটা নকল প্রোফাইল খুলে কার্বির সাথে বন্ধুত্ব করবে। কিছুক্ষণ সার্চ করতেই একটা সুন্দরী, কিশোরী মেয়ের ছবি পেয়ে গেলো। তারপর সেটাকে নিয়ে খুলে ফেললো একটা প্রোফাইল।

ওকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর পর ওয়েন্ডি নিজের প্রোফাইল থেকে প্রিন্সটনের প্রোফাইলে একটা মেসেজ পাঠালো। ও একজন সাংবাদিক, ও ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সাথে দেখা করতে চায়।

মেসেজটা পাঠানোর সাথে সাথে ওর মোবাইলটা কেঁপে উঠলো। ফিল টার্নবুল মেসেজ পাঠিয়েছে।

"আমাদের এখনই কথা বলা দরকার। সামনাসামনি।"

ওয়েন্ডি পাল্টা মেসেজ পাঠালো : "কোথায়?"

"জেব্রা বার এ আসো।"

"কখন আসবো?"

"আধাঘন্টার মধ্যে।"

ওয়েন্ডির মনে পড়লো আজকে রাতে ওর চার্লির স্কুলের একটা মিটিং-এ যাওয়ার কথা। কয়েকদিন পরে স্কুলে একটা ফাংশন হচ্ছে। সেটা যারা আয়োজন করছে তাদের মধ্যে ওয়েন্ডিও একজন। ও ফিলকে মেসেজ পাঠালো "রাত ১০টায় আসলে হবে?"

বেশ কিছুক্ষণ কোনো উত্তর এলো না। তারপর আবার ফোনটা কেঁপে উঠলো।

"ঠিক আছে।"

ও বের হওয়ার সময় পপস ওকে জিজ্ঞেস করলো "এরকম পোশাকেই আবার বের হবি?" ওর চেহারা ব্যাজার।

"হ্যা, কেন?" ওয়েন্ডি জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাহলে তোর আর প্রেম হচ্ছে না।"

ওয়েন্ডির মুখে হাসু ফুটে উঠলো। ও পপসের গালে একটা চুমু দিয়ে বললো "আমাকে আজকে বিকালেই অফিসার ওয়াকার বলেছে ও আমার সাথে আরও কথা বলতে চায়। আমি একদম হতাশ না এখনও, কি বলো?"

পপ্‌সও হাসলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

ওয়েন্ডির গাড়িটা জেব্রা বারের সামনে এসে থামলো। জেব্রা বার হচ্ছে একটা স্পোর্টস বার। এ ধরনের জায়গায় যারা খেলা-পাগল তারা মদ খেতে আসে। একটার পর একটা বিয়ার খায় আর নিজের প্রিয় দলের খেলা দেখে বারের কাউন্টারের ওপরে বসানো টেলিভিশনে। তবে সাধারণত এক স্পোর্টস বার-এ দুই ভিন্ন দলের সাপোর্টার কমই দেখা যায়। একসাথে দুই দলের ভক্ত থাকলে সেখানে মারামারি লেগে যেতে পারে।

ওয়েন্ডি জেব্রা বার-এর দরজা ঠেলে ঢুকলো মুখে একটা হাসি নিয়ে। স্কুলের মিটিং থেকে ও একটা কাজের জিনিস জানতে পেরেছে। হেইলির লাশ খুঁজে পাওয়ার পর পরই জেনা হুইলার আর তার পরিবার শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। সম্ভবত ওরা ভয় পাচ্ছিলো মানুষ এখন ওদের ওপর আরেকপ্রস্থ অত্যাচার করবে। কিন্তু ওয়েন্ডি চাচ্ছিলো আরেকবার জেনার সাথে কথা বলতে। ওয়েন্ডির বদ্ধমূল ধারণা ড্যান মার্সারের সাথে কলেজে কিছু একটা হয়েছিলো। সেটা কি, তা জানার জন্য জেনার সাথে কথা বলা দরকার। কিন্তু জেনা এখন কোথায় আছে সেটা কেউ বলতে পারছে না। আজকে স্কুলে এক আলাপী মহিলা ওকে জানিয়েছে জেনা ওর পরিবারসহ আপাতত হোটেল ম্যারিয়ট-এ থাকছে।

ফিল ওর অভ্যাস অনুযায়ী কোণার একটা টেবিলে বসেছে। ওয়েন্ডি ওর সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো। ফিল একটা হালকা সবুজ রঙের টি-শার্ট পরে আছে। ওর মুখে আধো আধো একটা হাসি। দৃষ্টি উদাস।

"আমরা অনেক আগে ঠিক এরকম একটা বার-এই বসতাম। আমরা অফিসের কলিগরা সবাই একসাথে বাস্কেটবল খেলতাম ছুটির পরে। তারপর রেস্ট নেয়া আর রিচার্জ করার জন্য বার-এ এসে আবার বাস্কেটবল খেলা দেখতাম। মাঝে মাঝে শেরিও আসতো। কি দিন ছিলো সেগুলো!"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো। ফিল একটু টেনে টেনে কথা বলছে। ওয়েন্ডির আসতে যতক্ষণ লেগেছে ততক্ষণ ও বোধহয় মদ খাচ্ছিলো।

"শেরি এখন আর আমার দিকে আগের মতো তাকায় না," ফিল বললো।

ওয়েন্ডি এবারও কিছু বললো না। ইন্টারভিউ নেবার সময় এই কৌশলটা বেশ কাজে দেয়। মানুষের কথার মাঝখানের শূন্যতাগুলো পূরণ করতে হয় না। ওদের নিজেদেরই সেটা করতে দেয়া ভালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি কি ড্রিংক করবে?" ফিল জানতে চাইলো।

"হ্যা। আমার জন্য একটা বিয়ার অর্ডার করো।"

"আর কিছু খাবে?"

"তুমি কিছু খেয়েছো এখনও?" ওয়েন্ডি জানতে চাইলো।

"না।" খালি পেটে ওকে মাতাল থাকতে দেয়া যাবে না, মনে মনে বললো ওয়েন্ডি। তাহলে একটু পরে পেট গুলিয়ে বমি আসবে। তাই ও বললো "তাহলে এক প্লেট বড় দেখে নাচো চিপস অর্ডার করো। একসাথেই খাই।"

ফিল হাত দিয়ে ইশারা করে একটা ওয়েট্রেসকে ডাকলো। মেয়েটার বয়স বেশি নয়। একটা টাইট হাফ-প্যান্ট আর ফুটবলের রেফারির ইউনিফর্ম পরে আছে। নিশ্চয়ই এই বার-এর সব কর্মচারিকে খেলাধুলার সাথে সম্পর্কিত কোনো পোশাক পরতে হয়।

মেয়েটা কাছে আসার পর ফিল জানালো ওরা কি কি চায়।

ও যখন হেঁটে চলে যাচ্ছে তখন ফিল ওয়েন্ডির দিকে ফিরলো। "এতক্ষণ লাগলো কেন তোমার আসতে?"

"আমার ছেলের স্কুলে গিয়েছিলাম। একটা ফাংশনের কাজে।"

"কিসের ফাংশন?"

"তুমি কি নিয়ে কথা বলতে চাছিলে, ফিল?" ওয়েন্ডি না চাইতেও ওর গলাটা একটু রুক্ষ শোনালো।

ফিল কিছু বললো না। ওর চোখ আবার উদাস হয়ে গেছে। ও কি বেশি মাতাল হয়ে গেছে? তাহলে তো আর কথা না বাড়িয়ে ওকে বাসায় দিয়ে আসা উচিত।

ওয়েন্ডি আরেকটা প্রশ্ন করে ওকে বাস্তবে নিয়ে আসার চেষ্টা করলো। "ফিল, স্কারফেস মানে কি? তুমি এ ব্যাপারে কিছু জানো?"

ফিলের চেহারায় খুব সুক্ষ্ম একটা পরিবর্তন আসলো। ওকে আগে থেকে লক্ষ্য না করলে ওয়েন্ডি বুঝতে পারতো না। কিন্তু ওকে দেখে মনে হলো ও অনেক কষ্ট করে চেহারা স্বাভাবিক রেখেছে।

"কি?"

"স্কারফেস।"

"স্কারফেস কি? আমি জানি না।"

"তুমি মিথ্যা কথা বলছো।"

"স্কারফেস?" ফিল ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করার ভান করলো। "এটা একটা সিনেমার নাম না? অ্যাল প্যাচিনো ছিলো মনে হয়। নায়ক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শিকারে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি কি জানো?"

"এসব কথা তুমি কোথায় শুনেছো, ওয়েন্ডি?"

"কেলভিন।"

নীরবতা।

ওয়েট্রেস মেয়েটা এসে ওদের বিয়ার দিয়ে গেলো। "চিপস দিয়ে যাচ্ছি একটু পরেই," বলে আবার নিতম্ব দুলিয়ে চলে গেলো।

"আজকে আমি ওর সাথে দেখা করেছি।"

এর জবাবে ফিল যা বললো তাতে ওয়েন্ডি বেশ অবাক হলো।

"হ্যা, আমি জানি।"

ফিল ঝুঁকে এলো ওর দিকে। ওদের পেছনের টেবিলে যারা বসে আছে তারা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো। খেলায় ওদের প্রিয় দল স্কোর করেছে।

"আমি বুঝতে পারছি না," ফিল বললো। "তুমি কি করতে চাচ্ছো?"

"মানে?"

"ওই নিষ্পাপ মেয়েটা মারা গেছে। ড্যান মারা গেছে।"

"তো?"

"তার মানে ঘটনাটা এখানেই শেষ, তাই না? শেষ।"

ওয়েন্ডি জবাব দিলো না।

"কি চাও তুমি?"

"ফিল, তুমি কি আসলেই তোমার কোম্পানি থেকে টাকা সরিয়েছিলে?"

"করি বা নাই করি, তাতে কি এসে যায়?"

"করেছো কিনা সেটা বলো।"

"তুমি কি এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছো? আমি নির্দোষ?"

"আমি যা যা প্রমাণ করতে চাচ্ছি তাদের মধ্যে এটা একটা, হ্যা।"

"আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা কোরো না, ঠিক আছে? কোনো দরকার নেই। নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, এমনকি আমার জন্য, আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা বন্ধ করো।"

ও চোখ ফিরিয়ে নিলো অন্যদিকে। বিয়ারের বোতলটায় চেপে বসে আছে ওর আঙুলগুলো।

"প্লিজ। তোমার তদন্ত বন্ধ করো।" ওর গলা বোঝাই যাচ্ছে না প্রায়। ফিসফিস করছে।

ওর চোখ বিয়ারের বোতলটায় এসে স্থির হলো। গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইলো বোতলটার দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমার যদি ধারণা হয়ে থাকে ওরা আমাদের এখন কষ্ট দিচ্ছে," ফিল বললো। "তাহলে জেনে রাখো, এটা কিছুই না। এটা হচ্ছে কাঁধের ওপর একটা হালকা চাপড়। যদি আমরা এখনই জিনিসটাকে খোঁচানো বন্ধ করি, তাহলে আর কিছু হবে না। কিন্তু আমরা যদি আরও গভীরে যাই, তাহলে..."

"ফিল?" ওয়েন্ডি ডাকলো।

ফিল চোখ তুললো ওর দিকে।

"তুমি কাদের কথা বলছো আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, হ্যা? মনোযোগ দিয়ে। পরিস্থিতি এখনকার চেয়ে আরও খারাপ হবে। অনেক, অনেক খারাপ।"

"কারা করবে সেটা?"

"তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।"

"অবশ্যই আছে।"

ওয়েট্রেস মেয়েটা চিপসের প্লেট নিয়ে ফিরে এলো। ছোটখাট একটা পাহাড়ের মতো লাগছে চিপসের স্তুপটাকে। প্লেটটা ওদের টেবিলে নামিয়ে রেখে মেয়েটা আবার চলে গেলো।

"কারা করছে এসব, ফিল?"

"ব্যাপারটা এরকম নয়।"

"তাহলে কিরকম? ওরা একটা নিষ্পাপ মেয়েকে খুন করেছে।"

"খুনটা ড্যানই করেছে।"

"তুমি শিওর এই ব্যাপারে?" ওয়েন্ডি একটু থামলো।

"একশ ভাগ," ফিল আবার ওর চোখের সাথে চোখ মেলালো। "এ ব্যাপারটায় আমার কথা বিশ্বাস করো, ওয়েন্ডি। যদি আমরা আর গভীরে না যাই তাহলে আর কোনো ঝামেলা হবে না।"

ওয়েন্ডি কোনো উত্তর দিলো না।

"ওয়েন্ডি?"

"আমাকে বলো কি হয়েছে। আমি আর কাউকে বলবো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। আমি আর তুমি ছাড়া কেউ জানবে না।"

"বাদ দাও, ওয়েন্ডি। প্রশ্ন করা বন্ধ করো।"

"আমাকে শুধু এটা বলো যে এসবের পিছে কে আছে।"

"আমি জানি না।"

এটা শুনে ওয়েন্ডি সোজা হয়ে বসলো। "তুমি জানো না? মানে?"

ফিল দু'টো দোমড়ানো নোট টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কোথায় যাও তুমি?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো

"বাসায় ।"

"তুমি বেশ মাতাল, ফিল । তোমার এ অবস্থায় গাড়ি চালানো উচিত হবে না ।"

"আমি ঠিকই আছি ।"

"না ফিল, তুমি একদমই ঠিক নেই ।"

"এখন?" ফিল চেঁচিয়ে উঠলো । ওয়েন্ডি চমকে গেলো ওর গলা শুনে । "এখন আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা হচ্ছে?"

অন্য কোনো জায়গা হলে ওদের চারপাশে ভিড় জমে যেতো । কিন্তু এখানে এতো মানুষের কোলাহল, টিভির শব্দে ফিলের গলা ঢাকা পড়ে গেলো ।

"কি হয়েছে আমাকে বলো, ফিল ।"

"তদন্ত বন্ধ করো, ওয়েন্ডি । বুঝলে? এখনই বন্ধ করো । তুমি, তোমার ছেলে, কেউই নিরাপদ নও ।" ফিলের গলা আবার খাদে নেমে গেছে ।

"তুমি কি আমার ছেলেকে হুমকি দিচ্ছো?"

"না, তুমি কথাটা বুঝতে পারছো না...আমার নিজের সন্তানেরও বিপদ হতে পারে । আমার কথা শোনো, প্লিজ । কেলভিনের সাথে আর কথা বলতে যেও না । ড্যান মারা গেছে, হেইলি মারা গেছে, আর কারও যাতে মারা যেতে না হয় ।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

ওয়েন্ডি বাসায় ফিরে এসে দেখলো পপস আর চার্লি এখনও বসে বসে টিভি দেখছে।

"অনেক হয়েছে, এবার ঘুমাতে যাও," ওয়েন্ডি নকল ধমক দিলো।

"আম্মু! আরেকটু পরে যাই?" পপস বাচ্চাদের গলা নকল করে বললো। গলাটা বাচ্চাদের ধারে-কাছে দিয়েও যায়নি অবশ্য।

"পপস!" ওয়েন্ডি আবার ঝাড়ি মারলো।

"শুধু শুধু পপসকে জ্বালাও কেন, মা?" চার্লি টিভি থেকে চোখ না সরিয়েই বললো।

"ঠিক আছে," ওয়েন্ডি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "এই সিনেমাটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত।"

ওয়েন্ডি ধপ করে বসে পড়লো ওদের পাশে। ওরা একটা কমেডি সিনেমা দেখছে। দেখতে দেখতে ওয়েন্ডিও একটু হাসার চেষ্টা করলো। চেষ্টা করলো মাথা থেকে যৌন অপরাধী, খুনি, নির্দোষদের মৃত্যু, ষড়যন্ত্র, নিজের ছেলের বিপদ, এসবকিছু মাথা থেকে মুছে ফেলতে। অন্যসবকিছু কিছুটা ভুলে থাকতে পারলেও ছেলের বিপদের শংকাটা বসেই থাকলো ওর মাথায় চেপে। এটা কি স্বার্থপরের মতো চিন্তা? হয়তো। কিন্তু সন্তানের ব্যাপারে মা স্বার্থপর হবেই।

ফিল হয়তো ঠিকই বলেছে। হয়তো ড্যান মার্সার আর হেইলি ম্যাকওয়েইড মারা যাওয়ার পরই এই কেসটা শেষ হয়ে গেছে। আর যদি স্বার্থপরের মতোই ও চিন্তা করে, তাহলে ওর নিজের জন্যে ভালোভাবেই শেষ হয়েছে। ওর পুরনো চাকরি ফেরত এসেছে। মানুষের চোখে ও নির্ভীক সাংবাদিক। এই কেস নিয়ে আরও মাথা ঘামানোর কি আসলেই দরকার আছে?

ওর পাশে বসা চার্লি হাহা করে হেসে উঠলো সিনেমার একটা সিন দেখে। ওয়েন্ডির মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এর চেয়ে বেশি খুশির কি আর কিছু থাকতে পারে? তারপর ওর মনে হলো মার্সিয়া আর টেড কখনও হেইলিকে হাসতে দেখবে না।

এসব চিন্তা করতে করতেই ওয়েন্ডি ঘুমালো সেদিন রাতে।

সকালে উঠেই একটা ভয়ংকর শংকা উঁকি দিলো ওয়েন্ডির মাথায়। ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাফ দিয়ে উঠে চার্লির রুমের সামনে এলো। দরজা লক করা। ও জোরে ধাক্কা দিলো দরজায়।

"চার্লি! চার্লি!"

কোনো জবাব এলো না। ওয়েন্ডির মনে হলো ওর দম আটকে আসছে। ও আবার ধাক্কা দিলো, এবার আরও জোরে।

"চার্লি! কথা বলো না কেন?"

ভেতর থেকে চার্লির গোঙানোর শব্দ এলো। তারপর ঘুমজড়ানো গলায় উত্তর : "কি হয়েছে? ক্ষেপে গেলে কেন?"

ওয়েন্ডির বুক থেকে একটা পাথর নামলো। "উঠে পড়ো বাবা। স্কুলের সময় হয়ে গেছে।"

কিছুক্ষণ পর চার্লি স্কুলে চলে যাবার পর ওয়েন্ডি মোবাইলটা হাতে নিয়ে লিভিংরুমের সোফায় বসলো। ও জেনা হুইলারকে ফোন করতে যাবে এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠলো ওর মুঠোর ভেতর।

এনটিসি নেটওয়ার্কের নম্বর। ওয়েন্ডি একটু অবাক হয়েই ফোনটা ধরলো।

"হ্যালো?"

"মিসেস ওয়েন্ডি টাইনস?"

"হ্যা।"

"আমি লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি। আপনাকে আজ ১২টার দিকে অফিসে আসতে হবে।"

"কি ব্যাপার?"

"আমাদের অফিস ১৬ তলায়। মিঃ ফ্রেডেরিক মন্টেগুর অফিস। দেরি করবেন না।"

ক্লিক করে লাইনটা কেটে গেলো।

আজব তো! কে জানে কি হয়েছে। হয়তো তেমন কোনো ব্যাপার না। ওকে আবার চাকরিতে নেয়ার কারণে হয়তো কিছু কাগজপত্রে সাইন-টাইন করতে হবে।

ও এবার ফোন থেকে ডায়াল করলো হোটেল ম্যারিয়টে। জেনা হুইলার যেখানে আছে।

রিসেপশনিস্ট ফোন ধরার পর ওয়েন্ডি বললো জেনা হুইলারকে দেবার জন্য। রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞেস করলো হুইলার কিভাবে বানান করেন উনি, তারপর ওয়েন্ডিকে অপেক্ষা করতে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঁচিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর ওপাশ থেকে জেনার সতর্ক গলা শোনা গেলো।

"হ্যালো?"

"আমি ওয়েন্ডি টাইনস বলছি।"

"কি চাও তুমি?"

"আরেকবার দেখা করতে চাচ্ছি।"

"তোমার সাথে দেখা করার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।"

"তোমার পরিবারের কোনো ক্ষতি হোক আমি সেটা চাই না, জেনা।"

"তাহলে আমাকে ফোন করা বন্ধ করো।"

"কথা তো তোমাকে বলতেই হবে, জেনা। আমি জানি তুমি কোথায় আছো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আসছি।"

ফোনটা কেটে ওয়েন্ডি দশ সেকেন্ডের মধ্যে বাসা থেকে বের হয়ে গেলো।

ওর বাসা থেকে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ম্যারিয়টে আসতে সময় লাগলো দশ মিনিটেরও কম।

ম্যারিয়ট অনেক বড়লোকি হোটেল। হোটেলের সামনে বিশাল খোলা জায়গায় দামি দামি সব গাড়ি পার্ক করা। আশেপাশে সুট পরা অতিথি আর উর্দি পরা বেয়ারাদের চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

ওয়েন্ডি রিসেপশনে ঢুকে কাউন্টারে বসে থাকা মেয়েটাকে বললো যাতে জেনা হুইলারকে এখানে আসতে বলে। মেয়েটা ফোন করার মিনিট তিনেকের মধ্যেই জেনা এসে উপস্থিত হলো।

জেনা একটা ঢোলা টি-শার্ট পরে আছে। ওর চুল শক্ত করে পেছনে বাঁধা। ওর চেহারাটা কেমন যেনো চোখা চোখা লাগছে দেখতে।

"কি? তোমার এখনও শান্তি হয় নি? আমার পরিবারকে তুমি বাড়িছাড়া করে ছেড়েছো।"

ওয়েন্ডি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "জেনা, আমার সাথে যতোবার কথা বলেছো, তোমার কি একবারও মনে হয়েছে আমি তোমাকে বা তোমার পরিবারকে অপছন্দ করি? আমি তোমাদের ক্ষতি চাই?"

জেনা কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিলো না। তারপর ওয়েন্ডি যে সোফাটায় বসে ছিলো সেটার একপাশে বসলো।

"সরি," জেনা বললো। "আমি জানি এই কেসটা তোমাকেও অনেক ভুগিয়েছে।"

ওয়েন্ডি মাথা নাড়লো। "আমিও ক্ষমা চাই তোমার কাছে। তোমার জীবনে তো ঝড় বয়ে গেলো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জানো," জেনার চোখে বিষন্নতা ফুটে উঠলো। "যতোবার আমার মনে হয় নিজের ওপর করুণা করবো, ততোবার টেড আর মার্সিয়ার কথা মনে পড়ে। আমার আর তোমার কষ্ট তো ওদের তুলনায় কিছুই না।"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না। অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করলো কিছুক্ষণ ওদের মাঝে।

"শুনলাম তুমি শহর ছেড়ে দিচ্ছো?" ওয়েন্ডি একটু পরে প্রশ্ন করলো।

"হ্যা। কে বললো তোমাকে?"

"আমাদের শহরটা তো বেশি বড় নয়। সবাই সবার কথা জানে।"

ওয়েন্ডি হাসলো, কিন্তু ওর হাসিতে কোনো আনন্দ নেই। "হ্যা, আমরা সিনসিনাটিতে যাচ্ছি। সেখানে একটা হাসপাতালে নোয়েল কার্ডিয়াক সার্জারির চিফ হিসাবে জয়েন করবে।"

"বেশ। যাক, ও অনেক তাড়াতাড়ি চাকরি পেয়ে গেছে তাহলে।"

"আমরা বেশ আগে থেকেই প্ল্যান করছিলাম।"

"কি, যখন থেকে ড্যানের ব্যাপারে মানুষ তোমাদের জ্বালানো শুরু করলো তখন থেকেই?"

ওয়েন্ডি আবার তিক্ত হাসি হাসলো। "বলতে পারো, হ্যা। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের জীবন বদলে যাচ্ছে।" কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ও প্রশ্ন করলো : "তুমি কি জানতে এসেছো, ওয়েন্ডি?"

"তুমি একবারও ড্যানের বিপক্ষে যাও নি।"

"হ্যা, তো?"

"তুমি সবসময় শিওর ছিলে ও নির্দোষ। তুমি আমাকে এটা বারবার বলেছো, আমি একটা নির্দোষ মানুষের জীবন ধ্বংস করছি।"

"তো এখন তুমি কি শুনতে চাও আমার কাছে? তুমি ঠিক ছিলে, আর আমি ভুল ছিলাম?"

"আসলেই কি তুমি ভুল ছিলে?"

"মানে?"

"মানে তুমি কি আসলেই ভুল করেছো? তুমি কি এখন শিওর ড্যানই হেইলিকে খুন করেছিলো?"

হঠাৎ করে যেনো পুরো লবিটা নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এখন তুমি বলতে চাও ড্যান আসলেই নির্দোষ ছিলো?" জেনার গলা কঠিন হয়ে গেছে।

ওয়েন্ডি বুঝতে পারলো না কিভাবে এ কথাটার উত্তর দিবে। ও একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেমে থেমে বললো "আমার মনে হয় ধাঁধার কয়েকটা টুকরো ঠিকমতো জোড়া লাগছে না।"

"কি কি?"

"সেটা বুঝতেই এখানে এসেছি।"

জেনা এমনভাবে ওয়েন্ডির দিকে তাকালো যেনো ও আশা করছে ওয়েন্ডি আরও কিছু বলবে। ওয়েন্ডি চুপ করেই থাকলো। ওরও জানা আছে জেনা এর চেয়ে ভালো কোনো উত্তর পাবার অধিকার রাখে। কিন্তু উত্তরটা এখনও ওর নিজেরই জানা নেই।

"আমি তোমাকে একটা কথা বলি, ঠিক আছে?" ওয়েন্ডি বললো। "আমি সাধারণত আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করি না। যতোবার করেছি, ঠকতে হয়েছে। কিন্তু এবার কেন যেনো মনে হচ্ছে আমার মন ঠিক কথা বলছে।"

জেনা মাথা ঝাঁকালো।

"বাস্তবিকভাবে চিন্তা করলে, কোনো সন্দেহ নেই যে ড্যানই হেইলিকে খুন করেছে। আমি যখন তের-বছর বয়সী মেয়ে সেজে ওর সাথে কথা বলেছি, ও আমাকে পটানোর চেষ্টা করেছে। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরেও, আমার মন আমাকে বলছে ও নির্দোষ হলেও হতে পারে।"

জেনা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "তোমাকেও একটা কথা বলি। আমি সবসময় শিওর ছিলাম ড্যান নির্দোষ। কিন্তু তোমাকে তো আগে বলেছি ড্যান খুব চাপা স্বভাবের, তাই না? তোমার মতো আমার মনও কয়েকবার বলেছে আমি হয়তো ভুল করছি। ড্যান হয়তো ওর সত্যিকারের স্বভাব আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছে।"

"তো তুমি কি বলতে চাও আসলে ড্যান নির্দোষ ছিলো না?"

"কোনো মানুষকে কি কখনও পুরোপুরি চেনা যায়?"

এটা বলার পর জেনা আর ওয়েন্ডি দু'জনই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো।

ওয়েন্ডি আবার নীরবতা ভাঙলো। "তোমার সাথে যখন কথা হয়েছিলো, তখন তুমি বলেছিলে প্রিন্সটনে থাকতে ড্যানের সাথে কিছু একটা হয়েছিলো। সেটা কি?"

জেনা একটু অবাক হলো। "তোমার ধারণা প্রিন্সটনের সাথে এসবকিছুর সম্পর্ক আছে?"

ওয়েন্ডি এটা নিয়ে বেশি কথা বলতে চাচ্ছিলো না। ও শুধু বললো "আমি শুধু তদন্তের কয়েকটা দিক মিটমাট করছি।"

জেনা কিছু মুহূর্ত চিন্তা করে দেখলো। তারপর বললো "যখন আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে ওর প্রথম প্রেম হলো, তখনকার দিনগুলোতে ও প্রতি শনিবারে গায়েব হয়ে যেতো। কোথায় যেতো, কি করতো কিছুই বলতো না।"

ওয়েন্ডি চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলো জেনা আরও কি বলবে শোনার জন্যে।

"এটা ও অনেকদিন করেছে, এমনকি আমাদের বিয়ে হওয়ার পরের এক বছর পর্যন্ত। প্রথমদিকে পাত্তা না দিলেও আস্তে আস্তে কৌতুহলের কাছে আমার হার স্বীকার করতে হলো। আমি এক শনিবারে ওর পিছু নিলাম।"

"কি?" ওয়েন্ডি না চাইতেও ওর মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেলো।

জেনা মাথা ঝাঁকালো। "আমি কাউকে বলি নি এটা। এমনকি ড্যানকেও না। যাই হোক, ওকে ফলো করে প্রিন্সটনের রাস্তা পর্যন্ত এলাম। ও আরও একটু এগিয়ে একটা কফি শপের সামনে গাড়ি থামালো। তারপর ঢুকলো দোকানটার ভেতর। তখন আমার নিজেকে বোকা বোকা লাগছিলো। ড্যান কিছুক্ষণ বসে কফি খেয়ে তারপর উঠে দাঁড়ালো। তারপর রাস্তায় হাঁটতে চলে গেলো।"

"কোথায় গেলো ও? তুমি কি সেটা দেখেছো?"

"একটু দূরে, একটা পুরনো আমলের, সুন্দর দেখতে বাড়িতে। ও নক করার পর দরজা খুলে গেলো, আর ও ঢুকলো ভেতরে। ঘন্টাখানেক ওর কোনো দেখা নেই। এক ঘন্টা পর ও বেরিয়ে গাড়িতে উঠলো, তারপর বাসার দিকে রওনা দিয়ে দিলো।"

"বাসাটা কার ছিলো আসলে?"

"এটাই হচ্ছে মজার ব্যাপার। ওই বাড়িটা নাকি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ডিন স্টিফেন স্লটনিকের। সেখানে সে তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে থাকে।"

"তো ড্যান ওর বাসায় যেতো কেন?"

"কে জানে। ড্যানকে আমি আর জিজ্ঞেস করি নি, ও আমাকে কখনও বলে নি।"

ওয়েন্ডি চুপ করে থাকলো। মানে কি এসবের?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

না?"

"সেটা জানানোর স্বাধীনতা আমাদের নেই।"

"হুম্‌ম্‌। তাহলে তো চিন্তার কথা। আপনারা আমার নামে অনেক বড় একটা অভিযোগ এনেছেন। এখন তো আমাকে প্রমাণ দেখাতেই হবে।"

কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা চাইনিজ মহিলার দিকে তাকালো। চাইনিজ মহিলা তাকালো শ্বেতাঙ্গের দিকে। শ্বেতাঙ্গ আবার ফিরলো কৃষ্ণাঙ্গের দিকে।

ওয়েন্ডি দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিলো। "আপনারা কি নাটক করছেন নাকি আমার সাথে?"

ওরা ঝুঁকে একজন আরেকজনের সাথে ফিসফিস করে কি যেনো আলোচনা করলো। তারপর চাইনিজ মহিলা একটা ফাইল খুলে আরেকটা কাগজ এগিয়ে দিলো ওয়েন্ডির দিকে।

"আপনার বোধহয় এটা পড়া উচিত।"

ওয়েন্ডি কাগজটায় চোখ বুলালো। লেখা :

আমি এনটিসিতে কাজ করতাম। আমার আসল নাম আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি এখন আর এখানে চাকরি করি না। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই ওয়েন্ডি টাইনস একজন জঘন্য মানুষ। ও যে এতো সফল হয়েছে, অফিসে এতো উপরে উঠতে পেরেছে, এসবের পিছে কারণ শুধু একটাই। ও জানে প্রমোশন পেতে হলে কার কার সাথে শুতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, গত সপ্তাহে ওকে চাকরি থেকে বের করা দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ওর বস ভিক গ্যারেট ওকে ফিরিয়ে এনেছে, কারণ ভিক ভয় পাচ্ছিলো ওদের সম্পর্কের কথা ওয়েন্ডি ছড়িয়ে দিতে পারে। শুধু তাই না, ওয়েন্ডি বার বার প্লাস্টিক সার্জারি করে নিজেকে সুন্দরি রেখেছে। ওর নাক, থুতনী, বুক, সবকিছু সার্জারি করা...

এভাবে কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে চলেছে লেখাটা। ফিল টার্নবুলের সতর্কবাণীটা ওয়েন্ডির আবার মনে পড়লো। ফার্লি পার্কস, স্টিভ মিচিয়ানো, এদের সবার জীবন ঠিক এভাবেই ধ্বংস করা হয়েছে। বেনামী সূত্র থেকে একটার পর একটা উড়ো খবর।

ড্যান মার্সারও তো ওকে এরকম একটা কথাই বলেছিলো?

ও চুপ করে আছে দেখে শ্বেতাঙ্গ লোকটা গলা খাঁকাড়ি দিলো। "কিছু বলবেন না?"

ওয়েন্ডি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ওদের দিকে নিজের বুক এগিয়ে দিলো। "এগুলো সার্জারি করা নয়। চাইলে টিপে দেখতে পারেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্বেতাঙ্গ লোকটা চোখ নামিয়ে ফেললো। লজ্জা পেয়েছে। "এটা জোক করার মতো ব্যাপার নয়, মিস টাইনস।"

"আমি শুধু এটা বলতে চাই এগুলো সব ফালতু কথা। ভিত্তিহীন। আপনারা এটা পেলেন কোথায়?"

লোকটা আবার গলা খাঁকাড়ি দিলো। "গতকাল ইন্টারনেটের একটা ব্লগে পোস্ট করা হয়েছে। লেখক বা লেখিকা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছ। আপনি কমেন্টগুলো দেখুন। পরের পৃষ্ঠায় আছে।"

ওয়েন্ডি সাহসী চেহারাটা ধরে রাখলেও, ভেতরে ভেতরে ওর বুক কাঁপতে শুরু করেছে। ও পৃষ্ঠা উলটে প্রথম কমেন্টটা পড়লো।

মন্তব্য ১ 'আমি শেষ যেখানে চাকরি করেছি সেখানে ওয়েন্ডি টাইনসও কাজ করতো। সেখানেও একই জিনিস হয়েছে। আমাদের বিবাহিত বসের ডিভোর্স হয়, ওনাকে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়।'

মন্তব্য ২ 'ও ইউনিভার্সিটিতে থাকতে কমপক্ষে দুইজন প্রফেসরের সাথে শুয়েছে। এমনকি যখন ও প্রেগন্যান্ট ছিলো তখনও ও প্রফেসরদের পটাতে ছাড়ে নি।'

ওয়েন্ডির মনে হলো ওর চেহারায় আগুন ধরে গেছে। এ কমেন্টগুলো যে সময়ের কথা বলছে সেসময় ও নিজেও বিবাহিতা ছিলো, জনের সাথে।

"কি মনে হয়?" শ্বেতাঙ্গ প্রশ্ন করলো।

"এগুলো," ওয়েন্ডি দাঁতে দাঁত চেপে বললো, "পুরোপুরি মিথ্যা কথা।"

"ইন্টারনেটের বহু জায়গায় আমরা একই ধরনের খবর দেখেছি। এমনকি আমাদের স্পন্সরদের কাছে পর্যন্ত এরকম খবর পাঠানো হয়েছে। কয়েকজন স্পন্সর বলছে ওরা আমাদের টাকা দেয়া বন্ধ করে দেবে।"

"এগুলো সব নোংরা মিথ্যা কথা।"

"আপনার একটা রিলিজে সাইন করতে হবে।"

"কিসের রিলিজ?"

"মিস্টার গ্যারেট আপনার বস ছিলেন। আপনি চাইলে ওনার নামে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মামলা করতে পারেন। সেটা যে আপনি করছেন না, এটার স্বীকৃতি দিয়ে একটা রিলিজ।"

"এখন কি আপনারা জোক করছেন?"

লোকটা আঙুল তুলে ফাইলটা দেখালো। "ওখানে একটা মন্তব্য বলছে আপনি আপনার আগের এক অফিসে এই কাজ করেছেন। আমরা সেই ঝুঁকি নিতে চাই না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডির দৃষ্টির চারপাশে মনে হলো একটা লাল রঙ চেপে আসছে। ওর জোর করে গলা স্বাভাবিক রাখতে হলো।

"মিস্টার...সরি, আপনার নামটা আমার খেয়াল নেই..."

"মন্টেগু," শ্বেতাঙ্গ জবাব দিলো।

"মিঃ মন্টেগিউ।" ওয়েন্ডি লম্বা একটা দম নিলো। "মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন। আমি চাই না আপনার বুঝতে কোনো অসুবিধা হোক," ওয়েন্ডি ফাইলটা তুলে ধরলো। "এগুলো সব মিথ্যা কথা। ঠিক আছে? একশ' ভাগ মিথ্যা কথা। আমার আগের চাকরিতে বসকে মামলা করার কথাটা? মিথ্যা। আমার কোনো প্রফেসরের সাথে আমি শুয়েছি এই কথাটা? মিথ্যা। এগুলো শুধু বাড়িয়ে বলা চাপাবাজি নয়। এসব কথার মধ্যে এক ফোঁটা সত্যতা নেই। বুঝেছেন?"

মন্টেগু গলা খাঁকারি দিলো। "সেটা আপনার মতামত।"

"ইন্টারনেটে গিয়ে যে কারও নামে যে কেউ যা খুশি বলতে পারে," ওয়েন্ডি বলে যেতে লাগলো। "এটা কি আপনারা জানেন না? সেখানে কেউ আমার নামে ইচ্ছা করে গুজব ছড়াচ্ছে। দেখুন কত তারিখে এই কমেন্টগুলো পোস্ট করা হয়েছে। গতকাল! কেউ ইচ্ছা করে আমার জীবন ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।"

"সেটা যদি হয়ও," মন্টেগু শুরু করলো, "আমাদের মনে হয় আপনি কিছুদিনের জন্য অফিস থেকে ছুটি নিলে ভালো করবেন। আমাদের এই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে যতদিন লাগে।"

"না, সেটা হচ্ছে না।"

"মানে?"

"যদি আপনারা আমাকে এভাবে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করতে চান তাহলে আমি এই কোম্পানির ব্যাপারে এমন বাজে বাজে কথা ছড়াবো যে দর্শকদের কাছে আপনাদের সব সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে। আমি মার্কিলা করে আপনাদের সবার প্যান্ট খুলে ছাড়বো। আমি ইন্টারনেট ব্লগে এমন কথা ছড়াবো যে আপনি–" ও একটা আঙুল দিয়ে মন্টেগুকে দেখালো–"আর আপনি–" আরেক আঙুল দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গকে–"একজন আরেকজনের সাথে শোবার জন্য হোটেলরুম ভাড়া করেন। কথাটা কি সত্যি না মিথ্যা তা নিয়ে তো মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কারণ পুরো ইন্টারনেটে কয়েকদিনের মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়বে। বুঝতে পারছেন আমার কথা?"

কারও মুখ থেকে কথা বের হলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি উঠে দাঁড়ালো। "আমি কাজে যাচ্ছি।"

"না, মিস টাইনস। সেটা হচ্ছে না।"

রুমের দরজা খুলে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড এসে ঢুকলো।

মন্টেগু শীতল কণ্ঠে বললো "এরা আপনাকে বাইরে দিয়ে আসবে। আমরা আপনার কেসটা ভালো করে তদন্ত করে দেখার আগে দয়া করে অফিসের কারও সাথে যোগাযোগ করবেন না। আর আপনি আমাদের যেসব কথা বললেন সেগুলো আমরা হুমকি বলে ধরে নিচ্ছি। কথাগুলো রেকর্ড করা থাকবে। আমাদের সাথে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

ওয়েন্ডি ভিককে ফোন করার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভিকের সেক্রেটারি বললো ওর সাথে এখন কথা বলা যাবে না।

ঠিক আছে। ওয়েন্ডি চোয়াল শক্ত করে মাথা ঝাঁকালো। পরিস্থিতি তাহলে এ পর্যন্ত গড়িয়েছে।

ও অফিস থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। ওর অফিস থেকে প্রিন্সটন বেশ দুরেই। প্রায় দেড় ঘন্টার মতো লাগে। পুরো রাস্তাটায় ওয়েন্ডির মাথায় ওর মিটিং এর কথাগুলো ঘুরতে থাকলো, আর ওর মেজাজ ক্রমশ আরও খারাপ হতে লাগলো। এই গুজবগুলো যতোই বানোয়াট হোক, এগুলো ছড়াতে থাকলে ওর ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে।

আগেও ওকে নিয়ে কয়েকবার এরকম কথা ছড়িয়েছে–একজন সুন্দরী মেয়ে চাকরিক্ষেত্রে এতো সাফল্য পেলে পুরুষরা এসব বলবেই–কিন্তু কখনই কথাগুলো এতো সিরিয়াস ছিলো না। কিন্তু এখন, ইন্টারনেটের একটা ব্লগে রিপোর্ট হওয়ার সাথে সাথে সবাই ধরে নিচ্ছে এগুলো গুজব নয়, সত্যি। ইন্টারনেট যেমন মানুষের বহু উপকার করেছে, তেমন ক্ষতিও কম করে না।

যথেষ্ট হয়েছে। এভাবে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

প্রিন্সটনের কাছাকাছি এসে ওয়েন্ডি আবার কেসটার কথা ভাবতে শুরু করলো। ফিল টার্নবুল, ড্যান মার্সার, স্টিভ মিচিয়ানো, ফার্লি পার্কস-সবাইকে গত বছর ফাঁসানো হয়েছে।

প্রশ্নটা হচ্ছে, কিভাবে?

তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, কে বা কারা করছে এসব?

ওয়েন্ডি সিদ্ধান্ত নিলো প্রথমে ফিলের ব্যাপারেই খোঁজ নিবে। ও ফোনটা হাতে নিয়ে উইনের নম্বর ডায়াল করলো।

একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করার সময়ও উইনের গলায় ঔদ্ধত্য ফুটে উঠলো। "বলো।"

"আমার একটা উপকার করতে পারবে?"

"একটা উপকার তো আগেই করেছি। এটা দুই নম্বর উপকার হবে।"

ওয়েন্ডি খোঁচাটা হজম করে নিলো। "তোমার মনে আছে তোমাকে আমি ফিল টার্নবুলের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা, মনে আছে।"

"ধরো, এমন যদি হয় ফিলকে আসলে ফাঁসানো হয়েছে। ব্যাংকের টাকা ও আসলে সরায় নি।"

"আচ্ছা ধরলাম।"

"ওকে এভাবে ফাঁসানোর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে?"

"আমার বিন্দুমাত্র আইডিয়া নেই। কেন জিজ্ঞেস করছো?"

"আমি মোটামুটি শিওর টাকাটা ও সরায় নি।"

"আচ্ছা। এতো শিওর কিভাবে হলে?"

"ও নিজেই আমাকে বলেছে সেটা।"

"বেশ বেশ। তাহলে তো আর তর্কের অবকাশ থাকে না।"

"আরও ব্যাপার আছে।"

"আমি কান খাড়া করেই রেখেছি। বলে ফেলো।"

"আচ্ছা। যদি ফিল দুই মিলিয়ন ডলার সরিয়েই থাকে, তাহলে ওর এখন হয় জেলে থাকার কথা নয়তো কোর্টে। কিন্তু ওকে কিছুই করা হয় নি, চাকরি থেকে বের করে দেয়া বাদে। ও ছাড়াও আরও কয়েকজন মানুষকে একইভাবে ফাঁসানো হয়েছে। ওর প্রাক্তন কলেজ রুমমেটদের। এদের একজনকে ফাঁসানোর কাজে আমিও না জেনে সাহায্য করেছি।"

উইন কিছু বললো না।

"উইন?"

"হুম্‌ম্‌, শুনলাম তোমার কথা। এখন তুমি কি চাও আমার কাছে?"

"এই ব্যাপারে একটু খোঁজ নেবে? আমার আরও তথ্য দরকার।"

ক্লিক করে ফোনটা কেটে গেলো।

এবার হঠাৎ ফোন কেটে যাওয়ায় ওয়েন্ডি বেশি চমকালো না। যদিও ও কিছুক্ষণ আশা করলো আগেরবারের মতোই উইন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফোন করে জানিয়ে দেবে ও যা জানতে চায়। কিন্তু পাঁচ মিনিট কেটে যাওয়ার পর ও আশা ছেড়ে দিলো।

প্রিন্সটন ক্যাম্পাসের ভেতর লরেন্স চার্সটনের বাসাটা বেশ সুন্দর। এ হচ্ছে সেই লোক যাকে ওয়েন্ডি ফেসবুকের প্রিন্সটন পেজ থেকে মেসেজ পাঠিয়েছিলো ও দেখা করতে চায়। বাড়িটায় সাদা পাথরের দেয়াল আর সাদা রঙ করা জানালা। বাসার সামনে উজ্জ্বল লাল গোলাপে ভরা একটা বাগান। লরেন্সের চেহারাটাও ওর বাড়ির মতো হাসিখুশি। গোল, লালচে গাল। ওর পরনে একটা নীল রঙের ব্লেজার, যেটার বুক পকেটে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোগো লাগানো।

ও ওয়েন্ডির সাথে হাত মিলিয়ে বললো : "চলে আসুন ভেতরে।"

ওরা দু'জন ভেতরে যেয়ে বসলো। লরেন্স ওকে চা এনে দিলো।

ও চা খেতে খেতে লরেন্স নিজে থেকেই ওর পুরনো ক্লাসমেটদের ব্যাপারে বকবক করতে শুরু করলো। "আমাদের ক্লাস থেকে পাস করা ছাত্রদের মধ্যে দু'জন পুলিৎজার প্রাইজ পেয়েছে! আরেকজন আবার ফিল্ম ডাইরেক্টর হয়ে অস্কার পেয়েছে।"

ওয়েন্ডি বোকার মতো মাথা নাড়লো। ও ভাবছিলো এই মেকি হাসিটা ও কতোক্ষণ ধরে রাখতে পারবে।

লরেন্স একটু পরে ইউনিভার্সিটির পুরনো অ্যালবামগুলো বের করে আনলো। এনে আরেকপ্রস্থ বকবক শুরু করলো, এবার ও নিজে ক্লাসে থাকতে কতো ভালো ছাত্র ছিলো এসব ব্যাপারে।

আর সহ্য হচ্ছে না।

ওয়েন্ডি একটা অ্যালবাম হাতে তুলে পৃষ্ঠা উলটালো। হঠাৎ একটা ছবিতে একটা চেনা মুখ চোখে পড়লো ওর।

"আরে," ও বললো। "এটা ডক্টর স্টিভ মিচিয়ানো না?"

"হ্যা, সেই।"

"হ্যা, উনি আমার মায়ের চিকিৎসা করেছিলেন।"

লরেন্স মনে হলো একটু অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো।

"ওনার সাথে কথা বলতে পারলে খারাপ হোতো না।"

"হ্যা, কিন্তু ও এখন কোথায় আছে সেটা আমি জানি না।"

ওয়েন্ডি ছোট্ট একটা অভিনয় করলো। বিস্মিত স্বরে ও বললো "আরে ডক্টর মিচিয়ানো দেখি ফার্লি পার্কসকেও চিনতেন! উনি না কংগ্রেসম্যান হবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন?"

লরেন্স হাসলো ওর দিকে তাকিয়ে।

"মি: চার্সটন?"

"এতো ভদ্রতা করতে হবে না। আমাকে লরেন্স আর তুমি বলে ডাকতে পারো। আর মাইন্ড না করলে আমিও তোমাকে ওয়েন্ডি বলে ডাকবো।"

"ঠিক আছে, লরেন্স।"

"ওয়েন্ডি, আমরা কি এই খেলাটা বন্ধ করতে পারি?"

ওয়েন্ডি ধাক্কা খেলো। "মানে?"

লরেন্স হতাশভাবে মাথা ঝাঁকালো। "আমি যে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে আছি সেটা তুমি যেমন ইন্টারনেটে সার্চ করে পেয়েছো তেমনই আমিও তোমার ব্যাপারে সার্চ করেছি।"

ওয়েন্ডি চুপ করে থাকলো।

"আমি জানি তুমি প্রিন্সটনের ফেসবুকে এর মধ্যেই লগ-ইন করেছো। আমি এটাও জানি তুমি ড্যান মার্সারের ব্যাপারে রিপোর্ট করেছো। এক দিক দিয়ে দেখলে, তুমিই ওর জীবন বদলে দিয়েছো।"

ও তাকালো ওয়েন্ডির দিকে।

"এই চা-টা দারুণ হয়েছে," ওয়েন্ডি বললো।

লরেন্স মাথা ঝাঁকালো।

"তুমি কি আমার সাথে এতক্ষণ অভিনয় করছিলে যাতে আমি তোমাকে সহজে সবকিছু বলে দেই?"

"তুমি যদি এতোকিছু জানোই, তাহলে আমার সাথে দেখা করলে কেন?"

"কেন নয়?" লরেন্স পাল্টা প্রশ্ন করলো। "তুমি একজন প্রিন্সটন গ্র্যাজুয়েটের ওপর রিপোর্ট করছো। আমি এটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলাম যে যা তথ্য তুমি জনগণকে দাও সেটা যেনো সত্যি হয়।"

"আচ্ছা। আমার সাথে দেখা করার জন্যে ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে। এখন বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি।"

"তুমি কি ড্যান মার্সারকে চিনতে?"

লরেন্সের চোখের পাতা একটুও কাঁপলো না। "হ্যা, চিনতাম। কিন্তু অতো ভালোভাবে না।"

"ওকে তোমার কেমন লেগেছিলো?"

"মানে, ওকে দেখে কি খুনি বা যৌন অপরাধী মনে হয়েছে নাকি?"

"তাই ধরে নিতে পারো।"

"না, ওয়েন্ডি। ওকে দেখে আমার সেটা কখনই মনে হয় না। কিন্তু আমার একটা খারাপ অভ্যাস আছে। আমি শুধু সবার ভালো দিকটা দেখি।"

"ওর ব্যাপারে আমাকে কি জানাতে পারবে?"

"ড্যান ছাত্র হিসাবে অনেক সিরিয়াস ছিলো। গরিব ঘরের ছেলে। আর এদিকে আমার পরিবার গত চার প্রজন্ম ধরে প্রিন্সটন থেকে পাস করছে। এর ফলে স্বভাবতই আমাদের মধ্যে সবসময় একটা দূরত্ব ছিলো। আমি প্রিন্সটনকে ভালোবাসি। কিন্তু ড্যান আমাদের ইউনিভার্সিটিকে যতোটা শ্রদ্ধা করতো এতোটা আর কেউ করতো কিনা সন্দেহ আছে।"

ওয়েন্ডি এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো যেনো ও অনেক জরুরি কিছু জানতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরেছে। "ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারা ছিলো?"

"দু'জনের নাম তো তুমি এরমধ্যেই বললে। অন্যদের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই জানো।"

"ওর রুমমেটরা?"

"হ্যা।"

"তুমি কি ওদের সবাইকে চিনতে?"

"চেহারায় চিনতাম। হয়তো দু'একবার কথা হয়েছে। ইউনিভার্সিটির ফ্রেশম্যান যারা, মানে মাত্র ক্লাস শুরু করেছে, তারা কে কোন রুমে থাকবে সেটা ইউনিভার্সিটি ঠিক করে দেয়। অনেক রুমমেটের মধ্যেই ঝগড়া-টগড়া লাগে। আমার রুমমেটের সাথেই আমার কয়েকবার লাগতে গিয়েছিলো। কিন্তু এই পাঁচজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। সবসময় ওদের একসাথেই দেখা যেতো।"

"প্রিন্সটনে ওরা যে সময় কাটিয়েছে সেটার ব্যাপারে কিছু বলুন।"

"মানে কিরকম?"

"মানে ওদের কি মানুষ অদ্ভুত বলতো? অন্যরা কি ওদের এড়িয়ে চলতো? ওদের কখনও আজব কিছু করতে দেখেছেন?"

লরেন্স ভ্রু কুঁচকালো। "এ প্রশ্নটার কারণ জানতে পারি?"

ওয়েন্ডি পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। "আমার রিপোর্টের জন্য লাগবে।"

"কিভাবে? ড্যান মার্সারের ব্যাপারে প্রশ্ন থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু তুমি যদি চাও ওর পুরনো বন্ধুদেরকে ওর অপরাধের সাথে যুক্ত করতে–"

"সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়।"

"তাহলে উদ্দেশ্যটা কি?"

ওয়েন্ডি চুপচাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করলো ও সত্যি কথাটা বলবে কিনা। তারপর ভাবলো, ক্ষতি কি?

লরেন্স কিছু বললো না।

"ফার্লি পার্কস বাধ্য হয়েছে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে," ওয়েন্ডি বললো

"আমি জানি সেটা।"

"স্টিভ মিচিয়ানোর নামে বেআইনি মাদক চালানের অভিযোগ এসেছে। ফিল টার্নবুলের চাকরি চলে গেছে। আর ড্যানের ব্যাপারে তো তুমি জানোই।"

"হ্যা, তাও জানি।"

"তোমার কাছে এই ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নাহ্, অতোটা না।" লরেন্স গলার টাইটা ঢিলে করলো, যেনো ওর দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। "তো, তুমি কি এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছো তোমার রিপোর্ট দিয়ে, প্রিন্সটনের পাঁচ বন্ধুর বিপদ হচ্ছে?"

ওয়েন্ডি এই প্রশ্নটার উত্তর দিলো না। "ড্যান মার্সার এখানে প্রায়ই আসতো। প্রিন্সটনে। তাই না?"

"হ্যা। ওকে ক্যাম্পাসে দেখেছি আমি কয়েকবার।"

"কেন আসতো তা কি জানতে?"

"না।"

"ও এসে ডিনের সাথে দেখা করতো।"

"তাই? জানতাম না।"

লরেন্সের উত্তর শুনতে শুনতে ওয়েন্ডির একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়লো। ওর হাতে এখনও প্রিন্সটনের অ্যালবামটা ধরা। ড্যানদের গ্র্যাজুয়েশনের ছবি। ওরা সবাই একসাথে হাসিমুখে গাউন আর টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ফিল ওদের সাথে নেই।

"ফিল টার্নবুল কোথায়?"

"কি?"

"ফিল টার্নবুলের নামটা এই গ্র্যাজুয়েটদের লিস্টে দেখতে পাচ্ছি না।"

"ফিল আমাদের ক্লাসের সাথে তো গ্র্যাজুয়েশন করে নি।"

ওয়েন্ডির বুকটা ধক করে উঠলো।

"মানে? ও কি কোনো সেমেস্টার দেরিতে করেছে?"

"না, ওকে ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি কি বলতে চাও ফিল টার্নবুল প্রিন্সটন থেকে পাস করে নি?"

"হ্যা, ঠিক তাই বলছি।"

ওয়েন্ডির মাথাটা কেমন যেন হালকা লাগছে। "কেন?"

"কারণটা আমি সঠিক জানি না। কয়েকটা গুজব ছড়িয়েছিলো অবশ্য। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ধামাচাপা দেয়া হয়েছিলো।"

ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো, ওর গলা স্বাভাবিক রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে। "গুজবগুলো কি আমাকে একটু বলো তো।"

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে লরেন্স বোধহয় একটু অবাকই হলো। একটু চিন্তা করে তারপর মাথা ঝাঁকালো।

"ফিল একবার এমন একটা জায়গায় ধরা পড়েছিলো যেখানে ও থাকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা নয়। ক্যাম্পাসের ভেতরেই একটা জায়গা।"

"ও কি কিছু চুরি করার চেষ্টা করছিলো?"

"না না," লরেন্স এমনভাবে উত্তর দিলো যেনো ওয়েন্ডি খুব হাস্যকর কোনো কথা বলেছে। "বরং এর উলটোটাই। মজার জন্য।"

"মজার জন্য মানে?"

"হ্যা। এটা একটা খেলা ছিলো, যেই খেলাতে পুরো ইউনিভার্সিটির প্রায় সব ছাত্র অংশ নিতো। আমি যেই হোস্টেলে ছিলাম সেই হোস্টেলের ছেলে-মেয়েরাও অংশ নিয়েছিলো। আমার দল এক প্রফেসরের গাড়িতে রঙ মেরে দিয়েছিলো। আরেক বন্ধু প্রফেসরদের লাউঞ্জের সব কলম চুরি করে নিয়ে এসেছিলো।"

"কি খেলা এটা?"

লরেন্স হাসলো। "আমরা খেলাটাকে বলতাম স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট। শকুনি শিকার।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

"আমাদের শিকারে যাওয়াই উচিত হয় নি..."

কেলভিন টিলফার এ কথাটাই বলেছিলো না?

এখন মনে হচ্ছে কথাটার কোনো মানে থাকলেও থাকতে পারে। লরেন্স চার্সটনকে ও এ ব্যাপারে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলো। স্কারফেসের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু লরেন্স আর তেমন কিছু জানাতে পারলো না ওকে।

ওয়েন্ডি গাড়িতে উঠতে উঠতে মোবাইল ফোনটা বের করলো। ফিলকে ফোন করা দরকার।

ফোনের দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে গেলো। ষোলটা মেসেজ এসেছে!

প্রথম যে চিন্তাটা বিশ্রী একটা সাপের মতো উঁকি দিলো ওর মাথায় সেটা হচ্ছে : নিশ্চয়ই চার্লির কিছু হয়েছে!

ও তাড়াতাড়ি প্রথম মেসেজটা দেখার জন্য বাটন চাপলো। না, চার্লির কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে ভালো খবরও নেই মেসেজটায়।

এবিসি নিউজ নামে একটা টিভি চ্যানেল থেকে এক রিপোর্টার পাঠিয়েছে মেসেজটা। ওয়েন্ডির ব্যাপারে যেসব গুজব ছড়িয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলতে চায়। এরকম মেসেজই অনেকগুলো। একটা পাঠিয়েছে ওর শোতে ধরা পড়া পুরনো এক যৌন অপরাধীর উকিল। বলছে ওয়েন্ডির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন আসাতে ও আগের কেসটা আবার খুলতে চায়।

ওয়েন্ডি ফোনটা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। ও ভেবেছিলো এই গুজবগুলোকে পাত্তা দিবে না। কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়।

হয়তো ফিল ঠিকই বলেছিলো। ওর এসব নিয়ে ঘাঁটানো উচিত হয় নি। গুজবগুলো যেহেতু একবার ছড়িয়ে গেছে, এদের নোংরা গন্ধ সবসময়ই ওর জীবনে কিছুটা হলেও লেগে থাকবে। যারা এসব ছড়িয়েছে তাদের হয়তো ও বের করতে পারবে, কিন্তু তাতেও লাভ নেই। মেয়েদের নামে একবার এসব কথা ছড়ালে কখনও যায় না।

তাই এটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, ঠিক না?

রহস্যটা সমাধান করতে হবে। এটাই ওর একমাত্র মিশন এখন।

ফিল টার্নবুলকে ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। শকুনি শিকার জড়িত কোনো কারণে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার মানে, ও যখন শিকারের ব্যাপারে ফিলকে জিজ্ঞেস করেছিলো তখন ওকে ফিল মিথ্যা বলেছে। এর মানে কি? ফিল কি কোনোভাবে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত?

ও ফিলকে ফোন করলো। একঘেয়েভাবে ত্রিশ সেকেন্ড ধরে রিং বেজে গেলো। কেউ ধরলো না।

ও একটা ভয়েস মেসেজ পাঠালো। "আমি শকুনি শিকারের ব্যাপারে জানি। আমাকে কল দাও।"

পাঁচ মিনিট পর ওয়েন্ডি প্রিন্সটনের ডিনের দরজায় ধাক্কা দিলো। কোনো সাড়া নেই। আবারও কিছুক্ষণ ঠকঠক করলো। এবারও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

ওয়েন্ডি ঠিক করলো ও একটা ঝুঁকি নেবে। ও ঘুরে বাড়িটার পেছনদিকে চলে এলো। জানালাগুলোয় পর্দা দেয়া নেই, কিন্তু ভেতরে লাইট নেভানো। ওয়েন্ডি চেষ্টা করলো জানালার সাথে নাক ঠেকিয়ে ভেতরে কি আছে দেখার। *হে ঈশ্বর,* ও মনে মনে বললো। সিকিউরিটি গার্ডরা এখন আমাকে দেখলে পুলিশের হাতে তুলে দিবে।

কি যেনো নড়ে উঠলো।

"এই!"

কোনো উত্তর নেই।

ও আবার ভালো করে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো। না, কিছু নেই। ও জানালাতে টোকা দিলো। কেউ এলো না সেটা শুনে। বাধ্য হয়ে দরজার সামনে ফিরে এসে আবার ধাক্কানো শুরু করলো।

"কাকে খুঁজছেন?" পেছন থেকে একজন প্রশ্ন করলো।

ওয়েন্ডি সাঁই করে ঘুরলো। ওর পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে মনে হয় আঠারো শ' শতাব্দীর রোমান্স উপন্যাস থেকে কোনো ইংরেজির প্রফেসর নেমে এসেছে। লোকটার মাথার চুল ঢেউ খেলানো, পরনে বাদামী রঙের কোট আর গলায় বো টাই।

"আমি ডিনকে খুঁজছি।"

"আমিই ডিন লুইস," লোকটা বললো। "আপনার জন্যে কি করতে পারি?"

এখন আর ভণিতা করার সময় নেই, ওয়েন্ডি ভাবলো। "আপনি ড্যান মার্সারকে চিনতেন?"

লোকটা একটু ইতস্তত করলো। "নামটা চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু..." ও হাত ছড়িয়ে দিলো দু'পাশে। "কেন, আমার কি ওকে চেনার কথা?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"চেনার তো কথা," ওয়েন্ডি কঠিন গলায় বললো। "গত দশ বছর ধরে ও নিয়মিত আপনার বাসায় এসেছে।"

"ওহ্," ডিন লুইস মৃদু হাসলো। "আমি এখানে এসেছি বছর চারেক আগে। তার আগে ডিন পাশায়ান থাকতেন। কিন্তু বুঝতে পেরেছি তুমি কার কথা বলছো।"

"ও কেন আসতো আপনার কাছে?"

"আমার কাছে তো আসতো না। মানে, এই বাসায় আসতো, কিন্তু আমার সাথে বা ডিন পাশায়ানের সাথে দেখা করতে নয়।"

"তাহলে?"

ডিন লুইস পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দরজাটা খুলে দিলো। তারপর মাথা ঢুকিয়ে হাঁকলো : "ক্রিস্টা?"

ভেতরে এখনও অন্ধকার। ডিন লুইস হাত নেড়ে ওয়েন্ডিকে ভেতরে ঢুকতে বললো। ওয়েন্ডি তাই করলো।

একটা মেয়ের গলা ভেসে এলো "ডিন?"

ওদের দিকে একজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো। ওয়েন্ডি ডিনের দিকে তাকালো। ডিন এমন চেহারা করলো যেনো ওয়েন্ডিকে সতর্ক করার চেষ্টা করছে।

ব্যাপার কি...?

"আমি দরজার এখানে আছি," ডিন বললো।

আরও পায়ের শব্দ। আবার মেয়ের গলা "যে লোকটা চারটার সময় তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলো সে নাকি আসবে না। এছাড়াও–"

ক্রিস্টা এসে ঢুকলো ডান দিকের ডাইনিং রুমটা থেকে। এসে ও থমকে দাঁড়ালো। "ওহ্। আমি জানতাম না তোমার কাছে কেউ এসেছে।"

ডিন লুইস হাসলো। "ও বোধহয় তোমার কাছেই এসেছে, ক্রিস্টা।"

মেয়েটা ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। ওর দৃষ্টিটা কেমন যেনো, ঠিক মানুষের মতো নয়। আহত কোনো কুকুরের চোখের মতো। মেয়েটা ঘাড় বাঁকা করে ওকে জিজ্ঞেস করলো : "তুমি কি ওয়েন্ডি টাইনস?"

"জি।"

ক্রিস্টা এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো যেনো ও অনেকদিন ধরে ওয়েন্ডির জন্য অপেক্ষা করছে। খোলা দরজা দিয়ে ওর মুখে একটু আলো পড়েছে। বেশি নয়।

ওকে দেখে ওয়েন্ডি আরেকটু হলে সশব্দে আঁতকে উঠেছিলো। মেয়েটার চেহারায় অনেকগুলো কাটা দাগ, যেনো কেউ একটা জিগস পাজলের টুকরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসিয়ে ওর চেহারাটা তৈরি করেছে।

কিন্তু ওয়েন্ডি ওর চেহারা দেখে আঁতকায় নি। ও আঁতকে উঠেছে কারণ ধাঁধার আরেকটা অংশ মিলে গেছে।

স্কারফেস। মানে যার মুখ ক্ষততে ঢাকা।

মেয়েটা জানালো ওর নাম ক্রিস্টা স্টকওয়েল।

ওর বয়স প্রায় চল্লিশের মতো হবে। অবশ্য ওর চেহারা দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। লম্বায় পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চির মতো হবে, শুকনো শরীর।

ওরা সবাই যেয়ে কিচেনে বসলো।

"লাইট বন্ধ থাকলে তুমি কিছু মনে করবে না তো?" ক্রিস্টা বললো। "আলো বেশি উজ্জ্বল থাকলে মানুষ আমার চেহারা থেকে চোখ সরাতে পারে না। তাছাড়া আলোতে আমার চোখ ব্যাথা করে।"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো।

"দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি," বলে ক্রিস্টা উঠে গেলো।

একটু পরে ও ফিরে এলো দুই কাপ চাপ নিয়ে। একটা কাপ ও রাখলো ওয়েন্ডির সামনে।

আরেক কাপ হাতে নিয়ে বসতে বসতে ও বললো "কি হয়েছিলো সেটা আমি তোমাকে বলতে পারবো না। আইনী বাধা আছে।"

"ড্যান মার্সার তো মারা গেছে।"

"জানি। কিন্তু তাতে তো আর যে কন্ট্রাক্টে আমি সাইন করেছিলাম সেটা বদলে যাবে না।"

"আপনি যা বলবেন সেটা গোপন রাখা হবে।"

"তুমি তো সাংবাদিক, তাই না?"

"হ্যা। কিন্তু আমি আপনাকে আমার কথা দিচ্ছি।"

ক্রিস্টা মাথা নাড়লো। "বললে লাভ কি হবে?"

"ড্যান মারা গেছে। ফিল টার্নবুলের চাকরি চলে গেছে। কেলভিন টিলফার পাগলা গারদে। ফার্লি পার্কসও বিপদে আছে।"

"তো? আমার কি ওদের জন্য খারাপ লাগার কথা?"

"ওরা আপনাকে কি করেছে?"

"নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছো না? নাকি আলো জ্বালাতেই হবে?"

ওয়েন্ডি টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলো। একটা হাত রাখলো ক্রিস্টার হাতের ওপর। "প্লিজ, আমাকে বলুন কি হয়েছিলো।"

"আবারও বলছি, কোনো লাভ নেই।"

"আমার মনে হয় এখানে ওরা যেটা করেছিলো সেটারই প্রায়শ্চিত্ত দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছে ওদের এখনও।"

"কিভাবে?"

"তা আমি এখনও জানি না। কিন্তু ওরা যা করেছে সেটা আজও ওদের পেছনে ঘুরছে, ওদের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর আমি কোনোভাবে এই ভয়ংকার চক্রটায় ধরা পড়ে গেছি।"

ক্রিস্টা শান্তভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিলো। ওর চেহারাটা এই অল্প আলোতেও ভয়ংকর লাগছে।

"এটা ওদের লাস্ট ইয়ারের কথা," ও শুরু করলো। "আমার অনার্স ওদের এক বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো, আমি সাহিত্যের ওপর মাস্টার্স করছিলাম। ড্যানের মতো আমারও সারাজীবন কিছুটা অর্থাভাবে কাটাতে হয়েছে। একটু এক্সট্রা টাকা কামানোর জন্য আমি কয়েকটা ছোটখাটো চাকরি করতাম। যেমন এখানে আসতাম মাঝে মাঝে ডিন স্লটনিকের বাচ্চাদের খেয়াল রাখার জন্য। ডিনের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিলো, তাই ওনার বাচ্চারা আমাকে খুব পছন্দ করতো। আমাকে মায়ের জায়গায় কল্পনা করতো আরকি। আস্তে আস্তে ওরা আমার সাথে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো যে ডিন আমাকে বললো মাস্টার্স শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি যেনো ওনার বাসার গেস্টরুমে থেকে যাই।"

জানালা দিয়ে দু'জন ছাত্রের হাসির শব্দ ভেসে এলো। এই অন্ধকার, রহস্যময় ঘরটার ভেতর শব্দটা কেমন যেনো বেমানান লাগলো ।

"যাই হোক, সেটা মার্চ মাস ছিলো। ডিন স্লটনিক একটা কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। আর বাচ্চারা ওদের মায়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো, মায়ের বাসায়। আমিও বের হয়েছিলাম, আমার হবু স্বামী মার্কের সাথে রেস্টুরেন্টে ডিনার করবো বলে। তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ করে ফিরে এসেছিলাম সেদিন, কারণ মার্কের পরেরদিন একটা পরীক্ষা ছিলো। এখন মাঝে মাঝে ভাবলে হাসি পায়। মার্কের পরের দিন পরীক্ষা না থাকলে আমি হয়তো এখানে ফিরে না এসে ওর বাসায় যেতাম। সেই অভিশপ্ত রাতটার মুখোমুখি হতে হোতো না আমাকে।"

ক্রিস্টা থামলো। ও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টেবিলটার দিকে, যেনো টেবিলে সেই দিনগুলোকে আবার দেখা যাচ্ছে।

"ডিনের বাসায় এসে আমি চা বানিয়ে খেলাম, এটা আমার অনেক পুরনো অভ্যাস। এই কিচেন টেবিলেই এসে বসলাম। আমারও কিছু পড়া বাকি ছিলো, ভেবেছিলাম সেগুলো শেষ করে ফেলবো। তখনই ওপরতলা থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা শুনে কি মনে করেছিলাম সেটা আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখনও মনে আছে। আমাদের এক ইংলিশ প্রফেসর একবার বলেছিলেন 'পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর শব্দ কি জানো? যখন গভীর রাতে তুমি বাসায় একলা শুয়ে আছো, তখন হঠাৎ যদি বাথরুমের ভেতর থেকে হাত ধোয়ার শব্দ শুনতে পাও।"

ক্রিস্টা ওয়েন্ডির দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওয়েন্ডিও চেষ্টা করলো পাল্টা হাসতে।

"যাই হোক, শব্দটা শুনে আমি ভয় পাই নি। হয়তো পাওয়া উচিত ছিলো। একটু পরে আরও শব্দ শুনতে পেলাম। ফিসফিসানি, চাপা হাসির শব্দ। আমি উঠে দেখতে গেলাম কি হচ্ছে। হাসির শব্দটা শুনে বুঝতে পারলাম এটা অন্য ছাত্রদেরই ফাজলামি হবে। আমার সাহস আরও বাড়লো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গলাগুলো আবার শুনতে পেলাম। মনে হলো ডিনের বেডরুম থেকে আসছে। সেদিকেই আগালাম। প্রথমে সন্তর্পণে ঢুকলাম গিয়ে রুমটায়। লাইট জ্বালাই নি তখনও। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার অপেক্ষা করছিলাম। তারপর মনে হলো, এটা কি বোকামি করছি? লাইট জ্বালানো উচিত। দেয়াল হাতড়ে লাইট সুইচটা খুঁজলাম।"

ক্রিস্টার গলা ধরে এসেছে। অল্প আলোতে ওয়েন্ডির মনে হলো ওর মুখের ক্ষতগুলো আরও গভীর হয়ে গেছে।

"এরপর কি হলো আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। অন্তত তখন পারি নি আরকি। কিন্তু পরে জেনেছি। তখন মনে হচ্ছিলো আমার মুখে আগুন ধরে গেছে। গালে হাত দেবার পর অনুভব করছিলাম সেখানে অনেকগুলো কাঁচের টুকরো ঢুকে গেছে। হাত দেয়ার সাথে সাথে আমার আঙুল কেটে গেলো। আমার চেহারা বেয়ে রক্ত পড়ছিলো। চিৎকার করার জন্যে যখন মুখ খুললাম তখন রক্ত ঢুকে গেলো আমার মুখে। মনে হচ্ছিলো গলায় রক্ত আটকে তখনই মারা যাবো। আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো? এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ডের জন্যে কোনো ব্যাথা অনুভব করি নি আমি। তারপর আচমকা এলো ব্যাথাটা। এমন যন্ত্রণা এর আগে কখনো বোধ করি নি। বর্ণনা দেয়াও কঠিন। মনে হচ্ছিলো একটানে আমার মুখের চামড়া কেউ তুলে নিয়েছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, মুখ থেকে ছিটকে রক্ত বেরিয়ে এলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।"

ওয়েন্ডির শুনেই বুক কাঁপছে। ওর কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিলো, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বের হলো না। ক্রিস্টা তখনও বলে যাচ্ছিলো

"আমি মাটিতে পড়ে তখনও চিৎকার করছি, এমন সময় কে যেনো দৌড়ে গেলো আমার পাশ দিয়ে। আমি পাগলের মতো হাত বাড়ালাম ওর দিকে, ও আমার হাতে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়লো। একটা গালি দিয়ে ছেলেটা আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত থেকে নিজের পা ছাড়ানোর চেষ্টা করলো। তখনই সর্বনাশটা হলো। আমি তখনও বুঝি নি, কিন্তু আমার চেহারাজুড়ে একটা ভাঙ্গা আয়নার টুকরো ঢুকে গিয়েছিলো। যখন ছেলেটা পা ছাড়ানোর জন্য লাথি দেয়া শুরু করলো, তখন ধাক্কা লেগে টুকরোগুলো আমার চেহারার আরও ভেতরে ঢুকে গেলো। চামড়া, মাংস কেটে একদম হাড় পর্যন্ত।" ক্রিস্টা ঢোক গিললো। "কিন্তু সবচেয়ে বড় টুকরোটা আমার ডান চোখের নিচে আটকে ছিলো। হয়তো আমার চোখ এমনিতেই নষ্ট হয়ে যেতো, কিন্তু লাথি লেগে টুকরোটা একদম ছুরির মতো ঢুকে গেলো..."

ক্রিস্টা থামলো। ওয়েন্ডির দম নিতেও কষ্ট হচ্ছিলো।

"এর পরে আমার আর কিছু মনে নেই। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এরপর তিন দিন ধরে অচেতন ছিলাম। কয়েক সপ্তাহ আমার কেটেছে চেতনা আর অচেতনতার মাঝামাঝি। ডাক্তাররা অপারেশনের পর অপারেশন করেছে। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। যাই হোক, আমি বেশি আগে চলে গিয়েছি। আরেকটু পিছাই। সেদিন রাতে ক্যাম্পাসের সিকিউরিটি গার্ডরা আমার চিৎকার শুনে ছুটে আসে। ওরা এসে দেখে ফিল টার্নবুলের ডিনের উঠান দিয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। ওকে সাথে সাথে ধরা হলো। ওর জুতোর আমার রক্ত লেগে ছিলো। আমরা জানতাম ওখানে আরও ছাত্র ছিলো, ও একলা না। তখন একটা স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট চলছিলো, বুঝলে, শকুনি শিকার। খেলাটা তো তুমি জানো? ছাত্রদের একটা লম্বা লিস্ট দেয়া হয়, যেখানে অনেকগুলো আইটেম লেখা থাকে। যেই দল সবচেয়ে বেশি আইটেম জোগাড় করতে পারবে, তারা জিতবে। ডিন এর চশমাও ছিলো সেই লিস্ট এ। ওরা সেগুলো চুরি করতেই এসেছিলো।"

"তুমি বললে তুমি অন্যদের গলাও শুনতে পেয়েছিলে? ফিসফিস, হাসির শব্দ?"

"হ্যা, কিন্তু ফিল দাবি করেছিলো ও একলাই এসেছে। ওর বন্ধুরা সবাই অবশ্য ওকে সাপোর্ট দিয়েছিলো। ওর কথার বিরুদ্ধে বলার মতো আমার কাছে কোনো প্রমাণ ছিলো না। ফিল পুরো দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেয়।"

"ফিল?"

"হ্যা।"

"কেন?"

"আমি জানি না।"

"আমি এখনও বুঝতে পারছি না। ওরা আসলে করেছিলো কি? আপনার মুখ কাটলো কেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি যখন রুমে ঢুকলাম তখন ফিল বিছানার ওপাশে লুকিয়ে ছিলো। যখন ও দেখলো আমি লাইট জ্বালাতে যাচ্ছি, ও চেষ্টা করেছিলো আমাকে থামাতে। আমার চোখ অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও একটা কাঁচের অ্যাশট্রে ছুঁড়ে মেরেছিলো। সেটা ভুল করে আয়নায় লেগে গিয়েছিলো। আয়নাটা ফেটে কাঁচের টুকরোগুলো আমার মুখ কেটে ফেলে। অ্যাক্সিডেন্ট, বুঝলে"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না।

"আমার পুরো তিন মাস হসপিটালে কাটাতে হয়েছে। আমার একটা চোখ এখন আর কাজ করে না। আলোতে যে অসুবিধা হয় সেটা তো বললামই।" ক্রিস্টা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"আমি দুঃখিত," ওয়েন্ডি বললো।

"না, অসুবিধা নেই। মার্ক অনেকদিন আমাকে সাপোর্ট দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমিই পরে একসময় বললাম এভাবে ওর জীবন নষ্ট না করতে। ও প্রথমে শোনে নি, কিন্তু আমি জোরে করেছিলাম।"

ও আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলো।

"এর পরে কি হয়েছে সেটা বোধহয় তুমি আন্দাজ করতে পারছো। আমাকে চুপ থাকার জন্য ফিলের পরিবার অনেক টাকা দেয়। আমাকে দিয়ে একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করিয়ে নেয়। যদি ওরা জানে আমি তোমাকে সবকিছু বলে দিয়েছি, ওরা আমার নামে মামলা করবে।"

"আমি কাউকে কিছু বলবো না।"

"তোমার কি মনে হয়, সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত?"

"আমি জানি না।"

"না, একদমই না। আমার কোনো কিছু নিয়েই খুব একটা মাথাব্যাথা নেই।"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না।

"এখন বলো, এসবের সাথে ড্যানের কি সম্পর্ক?"

"আপনার কি মনে হয়?"

"ওরা সবাই সে রাতে এখানে ছিলো?"

"হ্যা। পাঁচজনই।"

"তুমি কিভাবে জানলে?"

"আমাকে ড্যান বলেছে।"

"তাও ফিল সবার হয়ে নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়েছে।"

"হ্যা।"

"ও সবসময়ই ভালো ছেলে ছিলো। কিন্তু আরও ব্যাপার আছে। ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিবার ধনী ছিলো, অন্যদেরগুলো এতোটা ছিলো না। হয়তো ও ভেবেছিলো ওর একার জন্যে জিনিসটা ধামাচাপা দিতে সহজ হবে।"

এটা হতে পারে, ওয়েন্ডি ভাবলো।

"তো, ড্যান কি আপনাকে দেখতে আসতো?" ও ক্রিস্টাকে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

"ও এসে কি করতো?"

"গল্প করতো। ওই রাতের জন্য ও প্রচন্ড অপরাধবোধ অনুভব করতো। ও অনেকবার ক্ষমা চেয়েছে আমার কাছে। আমিও ওর প্রতি রাগ ধরে রাখতে পারি নি। আমরা আস্তে আস্তে বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।"

ওয়েন্ডি আবার চুপ করে রইলো। ও তাকিয়ে রইলো ক্রিস্টার দিকে।

হঠাৎ ক্রিস্টা জোরে হেসে উঠলো।

"তুমি কি ভেবেছিলে, ওদের জীবনে যেসব ঝামেলা হচ্ছে সেগুলোর জন্যে আমি দায়ি? এতোদিন ধরে বসে বসে আমি প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র করেছি?"

ওয়েন্ডি তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। চিন্তাটা ওর মাথায় এসেছিলো, হ্যা। কিন্তু এখন ওর নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হচ্ছে।

"না, ওয়েন্ডি। আমি এতোদিনে চিন্তা করার অনেক সুযোগ পেয়েছি। আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছি ওরা কখনই চায় নি আমার সাথে এমন হোক। আমি ওদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

ওয়েন্ডির চোখে পানি এসে পড়লো। পৃথিবীতে ভালো মানুষগুলোর সাথে এতো খারাপ হয় কেন?

ও অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললো "আপনার হয়ে কি অন্য কেউ প্রতিশোধ নিচ্ছে?"

"না। মার্ক আরেকজনকে বিয়ে করে সুখে আছে। আমার বাবা-মা অনেক আগেই মারা গেছে। আর কেউ নেই এমন।"

ও একটু থেমে প্রশ্ন করলো "তুমি আসলে আমার কাছে কেন এসেছো, ওয়েন্ডি? ওদেরকে ওদের জীবন ফেরত দিতে? নাকি ড্যান নির্দোষ ছিলো এটা ভেবে তুমি অপরাধবোধে ভুগছো?"

ওয়েন্ডি বললো : "দু'টোই, মনে হয়।"

"তোমার সাথে আমি একটা বিষয়ে একমত," ক্রিস্টা বললো। "আমারও মনে হয় ড্যান নির্দোষ ছিলো। হয়তো তুমি আসলেই একজন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুতে সাহায্য করেছো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

ফিল।

ওর সাথে কথা বলা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওয়েন্ডি গাড়িটা প্রিন্সটনের ক্যাম্পাস থেকে বের করে ফিলের বাসার দিকে রওনা দিলো। ফোন-টোন করে লাভ নেই। এখন ফিল ওর ফোন ধরবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

কিছুক্ষণ পর ফিলের বাসার সামনে গাড়িটা থামিয়ে ও হেঁটে গিয়ে কলিং বেল বাজালো।

দরজা খুললো শেরি।

"ফিল বাসায় নেই," ও বললো।

"কোথায় গেছে?" ওয়েন্ডি মনে মনে ভাগ্যকে অভিশাপ দিলো।

"ওর বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। স্টারবাকসেই আছে বোধহয়।"

"আচ্ছা," ওয়েন্ডি বললো। ও যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যোগ করলো "আমি যে ওর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি সেটা ওকে বোলো না, ঠিক আছে?"

শেরি কি বুঝলো কে জানে, মাথা ঝাঁকিয়ে বললো "আচ্ছা ঠিক আছে।"

ওয়েন্ডি আবার গাড়িতে উঠে বসলো। স্টারবাকসে আসতে ওর বেশিক্ষণ লাগলো না।

ভেতরে ঢুকে ও আর এবার ডানে-বাঁয়ে তাকালো না। ওর জানা আছে ফিলরা কোথায় বসে আছে। ও সোজা কোণার টেবিলটার দিকে হাঁটা ধরলো।

ওকে দেখতে পেয়ে ফিলের মুখ শুকিয়ে গেলো। ও চোখ বন্ধ করে ফেললো। ওয়েন্ডি পাত্তা দিলো না। ও টেবিলের কাছে এসে কঠিন দৃষ্টিতে বিদ্ধ করলো ফিলকে। তাতে ফিল আরও চুপসে গেলো।

"ক্রিস্টা স্টকওয়েলের সাথে আমার কথা হয়েছে," ওয়েন্ডি বললো।

ফিলের বন্ধুরা কেউ কোনো কথা বললো না। ফ্লাই ওয়েন্ডির দিকে তাকালো। ও মাথা নেড়ে ওয়েন্ডিকে নিষেধ করলো কিছু বলতে। ওয়েন্ডি শুনলো না। এখন চুপ করে থাকার সময় নয়।

"ওরা এখন আমার পিছেও লেগেছে," ও বললো।

"আমরা জানি," ফ্লাই জবাব দিলো। "ইন্টারনেটে গুজবগুলো দেখলাম।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি মানা করেছিলাম...মানা করেছিলাম তোমাকে..." ফিল ধীর গলায় বললো।

"আর আমি শুনি নি তোমার কথা," ওয়েন্ডি ঠাণ্ডা গলায় বললো। "এখন বলো, আসলে কি হচ্ছে। আমার জবাব চাই।"

ফিল বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু ওয়েন্ডি ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওর রাস্তা আটকে ফেললো।

"সরো," ফিল বললো।

"না।"

"তোমার ক্রিস্টার সাথে কথা হয়েছে? ও কি বলেছে তোমাকে?" ফিল জিজ্ঞেস করলো।

ওয়েন্ডি এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো জবাব দেয়ার আগে। সেই সুযোগে ফিল ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। ওয়েন্ডি ভাবতে লাগলো ও আবার ফিলকে থামাবে কিনা, কিন্তু ফ্লাই উঠে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে ওকে থামালো।

ওয়েন্ডি ক্রুদ্ধ চেহারা নিয়ে ঘুরলো ওর দিকে।

ফ্লাই আস্তে করে বললো "ওকে যেতে দাও, ওয়েন্ডি। তুমি জোর করে ওর সাথে কথা বলতে পারবে না।"

"তুমি জানো না আমি এইমাত্র কি শুনে এসেছি, ফ্লাই।"

"ওকে প্রিন্সটন থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। জানি। ও বলেছে আমাদের।"

"কি জন্যে ওকে বের করে দিয়েছিলো সেটা কি বলেছে?"

"সেটা দিয়ে কি আসে-যায়?"

ওয়েন্ডি থামলো। ক্রিস্টা নিজেই যখন ওদের ক্ষমা করে দিয়েছে, তখন ওয়েন্ডির এতো রাগারাগি করা কি উচিত?

"ওয়েন্ডি," ফ্লাই ওকে আবার আস্তে করে ডাকলো।

"কি হয়েছে?"

"আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পেয়েছি।"

"কি সেটা?"

"ফার্লি পার্কস নামে যে মেয়েটা অভিযোগ করেছিলো, সে এটাও বলেছিলো, ওর আর ফার্লির নাকি একটা নোংরা ভিডিও আছে।"

"হ্যা, এটা তো জানতাম। তো?"

"আমরা সেই ভিডিও থেকে মেয়েটার চেহারা বের করেছি।" ফ্লাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিলের ওপর রাখা একটা ল্যাপটপ তুলে ওয়েন্ডিকে দেখালো। ছবিটা একটু ঝাপসা, কিন্তু কোমড় থেকে শুরু করে মেয়েটার শরীরের ওপরের অংশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে।

চেহারাটা দেখার সাথে সাথে ওয়েন্ডির গা গুলিয়ে এলো, ওর মনে হলো বমি আসছে।

ড্যান মার্সার পুলিশের আর্টিস্টের কাছে চায়না নামের মেয়েটার বর্ণনা দিয়েছিলো। সেই বর্ণনা শুনে আর্টিস্ট যে চেহারা স্কেচ করেছিলো সেটা আর এই ফটোর চেহারাটা প্রায় হুবহু একরকম।

ফ্লাই বললো : "অনেক কমবয়সী দেখতে মেয়েটা, তাই না?"

ওয়েন্ডি কষ্ট করে মাথা ঝাঁকালো। আর কোনো সন্দেহ নেই। ওদের সবাইকে ফাঁসানো হয়েছে।

কিন্তু কে করেছে কাজটা? কেন?

এসব ভাবতেই ভাবতেই ওয়েন্ডি স্টারবাকস থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে পা দেবার সাথে সাথে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। পার্কিংলটে শুধু দু'টো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা ওর নিজের, আরেকটা এনটিসির নিউজ ভ্যান। ভ্যানটার পাশে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করছে মিশেল।

এই মিশেল মেয়েটা ওদের চ্যানেলেই কাজ করে। জুনিয়র রিপোর্টার হিসাবে জয়েন করেছিলো। বেশ দ্রুত পদোন্নতি হয়েছে ওর। এখন ওয়েন্ডিকে বের করে দেয়ার পর স্টার রিপোর্টারের জায়গাটা সম্ভবত ওই পাবে।

মিশেল এখানে কি চায়? নিশ্চয়ই ভিক আর ওর স্ক্যান্ডালটার ব্যাপারে ইন্টারভিউ নিতে এসেছে।

ওকে বের হতে দেখে মিশেলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ও হাত নাড়লো ওয়েন্ডির উদ্দেশ্যে।

ওয়েন্ডি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলো ওর দিকে।

"কি চাও, মিশেল?"

মিশেল কিছু না বলে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলো ওর হাতে।

ওয়েন্ডি কাগজটায় চোখ বুলালো। লেখা এনটিসি নিউজ এটা পরিষ্কার করে বলতে চায় যে ওয়েন্ডি টাইনসের ব্যাপারে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই, তবে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি ভিক গ্যারেট কর্মক্ষেত্রে কোনো নোংরামির সাথে জড়িত ছিলেন না। এমন হতে পারে যে মিস টাইনস ওনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওনার পিছে লেগেছিলেন...

ওয়েন্ডি চোখ তুললো মিশেলের দিকে। "এটা কি জোক?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিশেল মাথা নাড়লো। "ফাঁদটা বেশ সুন্দর সাজিয়েছে, এটা তো অস্বীকার করতে পারবে না।" ও একটু থেমে যোগ করলো "ওয়েন্ডি, আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ করো না। কিন্তু এটা জেনে রাখো, সাংবাদিকতা শুধু আমার পেশা নয়, আমার জীবন। সত্যের চেয়ে জরুরি আমার কাছে আর কিছু নেই। আর তোমার আর ভিকের নামে ছড়ানো এই কথাগুলোর মধ্যে আমি একবিন্দু সত্যতা দেখতে পাচ্ছি না।"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো। ও অবাক হয়েছে। মিশেলকে ওর ছোট করে দেখা উচিত হয় নি।

"তোমার যে কোনো সাহায্য লাগলে আমাকে বলবে, ঠিক আছে?" মিশেল বললো।

ওয়েন্ডি আবার ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। ও জিজ্ঞেস করলো "অফিসের কি অবস্থা?"

"সবাই একটা নতুন কেস নিয়ে দৌড়ের ওপর আছে। আর্থার লামেইন নামে এক যৌন অপরাধী ছিলো, তুমি নাম শুনেছো বোধহয়।" মিশেলের গলা এক মুহূর্তের জন্য খাদে নেমে গেলো, "তোমার এই ঝামেলা না হলে এই কেসটা তোমারই সামলানোর কথা ছিলো–" পরমুহূর্তেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলো ও। "সেই শয়তানটাকে কেউ গুলি করে ওর পা ভেঙ্গে দিয়েছে। সেটা নিয়ে এনটিসি জোরদার তদন্ত চালাচ্ছে।"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো। আর্থার লামেইনের নাম ও শুনেছে।

"কি আজব ব্যাপার, না?" মিশেল বলে যাচ্ছে। "এরকম একটা দাগী যৌন অপরাধী নাকি বাচ্চাদের একটা হকি টিমের কোচ ছিলো।"

ওয়েন্ডির ঘাড়ের লোমগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেলো।

হকি?

"আচ্ছা, লামেইন তো আগে যৌন অপরাধের দায়ে জেল খেটেছে, তাই না?" ও মিশেলকে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

"তাহলে ওকে টিমের কোচ বানানোর আগে ব্যাকগ্রাউন্ড চেকেই তো ওর ধরা পড়ে যাওয়ার কথা।"

"না, কথা নয়। কারণ আমেরিকায় ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করলে শুধু আমেরিকায় অভিযুক্ত অপরাধীদের ব্যাপারে জানা যায়।" মিশেল একটু থামলো। "কিন্তু লামেইন তো আমেরিকান না, কানাডিয়ান।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

বাকি অংশগুলো জোড়া দিতে ওয়েন্ডির বেশিক্ষণ লাগলো না। মিশেলও ওকে সাহায্য করলো। ওর কাছে আগে থেকেই লামেইনের ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য ছিলো। যতো সময় যাচ্ছে ওয়েন্ডির মেয়েটাকে ততোই ভালো লাগছে।

"এখন কি করবো?" মিশেল জানতে চাইলো।

"আমাদের শেরিফ ওয়াকারের কাছে যাওয়া উচিত," ওয়েন্ডি বললো। "সে ড্যান মার্সারের কেসটার তদন্ত করছে।"

মিশেল বললো "ঠিক আছে, ফোন দাও।"

দুইবার রিং হওয়ার পর ওয়াকারের গলা শোনা গেলো। "হ্যালো?"

"আমি ওয়েন্ডি বলছি।"

"ওহ্। আহ্...কেমন আছো?"

ওয়াকারের গলাটা কেমন আড়ষ্ট লাগছে না?

"আমার নামে গুজবগুলো তোমার কানে গেছে তাহলে?"

"হুম্‌ম্।"

"চমৎকার।"

ওয়েন্ডি জানে এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয়, জরুরি কাজ আছে ওর হাতে–তাও ওর ভেতরটা মুচড়ে উঠলো।

যাই হোক।

"তুমি আর্থার লামেইনের নাম শুনেছো? যে কয়েকদিন আগে দুই হাঁটুতে গুলি খেয়েছে?" ওয়াকারকে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, কিন্তু সেটার তদন্ত তো আমি করছি না।"

"তুমি কি এটা জানতে আর্থার লামেইন আগে যৌন অপরাধের দায়ে জেল খেটেছে? এমনকি ও বাচ্চাদের নিয়ে পর্নোগ্রাফি পর্যন্ত বানাতো? ইন্টারনেটে বাচ্চাদের নগ্ন ছবি পোস্ট করতো?"

"হ্যা, শুনেছি।"

"এটা শুনেছো আর্থার এড গ্রেসনের শালা হয়?"

দুই সেকেন্ড কোনো কথা নেই। তারপর ওয়াকার বললো : "কি?"

"আরও শুনবে? আর্থার বাচ্চাদের একটা হকি টিমের কোচ ছিলো, যে টিমে এড গ্রেসনের ছেলে খেলতো। এড গ্রেসনের ছেলে, যার নগ্ন ফোটোগ্রাফ পাওয়া গেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হে ঈশ্বর!" ওয়াকারের গলা শুনে মনে হলো ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

"আরও আছে। আর্থার লামেইনের হাঁটুতে বেশ দূর থেকে গুলি করা হয়েছে। কিন্তু নিশানা অব্যর্থ ছিলো। দু'টো গুলি, দুই হাঁটুতে। এরকম দারুণ নিশানা থাকতে পারে এমন লোকেরই যে নিয়মিত শুটিং গ্যালারিতে প্র্যাকটিস করে।"

"এড গ্রেসন।" ওয়াকারের গলা থেকে হতভম্ব ভাবটা এখনও যায় নি। "কিন্তু বুঝলাম না। এড গ্রেসন না ড্যানকে খুন করলো কারণ ড্যান ওর ছেলের নগ্ন ছবি তুলেছিলো?"

"হ্যা।"

"তাহলে ও আবার আর্থারকে গুলি করবে কেন?"

"তোমার মনে আছে আমার সাথে রিংউড স্টেট পার্কে এড গ্রেসনের দেখা হয়েছিলো?"

"হ্যা। তো?"

"ও তখন বলেছিলো আমি আসলে কিছুই জানি না। এখন আমার মনে হচ্ছে ও অপরাধবোধে ভুগছিলো, ভুল মানুষকে খুন করেছে দেখে।"

মিশেল একটানা ওর হাতের প্যাডে কি যেনো লিখে চলেছে।

"আমার কি মনে হয় শোনো," ওয়েন্ডি ওয়াকারকে বলতে লাগলো। "ড্যান মার্সারকে জাজ ছেড়ে দেবার পর এডের মাথায় আগুন ধরে যায়। ও ড্যানকে খুন করে প্রমাণ হাপিস করে ফেলে। ওর বৌ ম্যাগি বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। ও তখন এডকে বলতে বাধ্য হয় যে ওদের ছেলের নগ্ন ছবি আসলে তুলেছে আর্থার, ড্যান নয়।"

"তখন এডের মাথায় ঝড় বয়ে যায়। হুম্‌ম্‌। বুঝতে পেরেছি," ওয়াকার বললো।

"তখন এড আর্থারকে পঙ্গু করে দেয়। হাজার হোক, ওর বৌয়ের ভাই। একেবারে খুন করতে মন সায় দেয় নি আরকি।"

"শিট," ওয়াকার বললো। "শিট। গ্রেসনের বৌ কয়েকদিন আগে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ওদের ছেলেকে নিয়ে।"

ওয়েন্ডি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "মুখে মুখে সবকিছুর সমাধান করে ফেলা তো সহজ। কিন্তু আমরা এসবের প্রমাণ দেবো কিভাবে?"

"বুঝতে পারছি না। লামেইনের মুখ খোলার সম্ভাবনা কম। আর কোনো সাক্ষীও তো নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েন্ডি হ্যা বলে বললো পরে আবার ফোন করবে, তারপর লাইনটা কেটে দিলো। মিশেল প্যাড থেকে মুখ তুললো। ওর ভ্রু জোড়া কুঁচকে আছে।

"কি হয়েছে?" ওয়েন্ডি জানতে চাইলো।

"একটা জিনিস মিলছে না।"

"কি জিনিস?"

"লামেইন যেদিন গুলি খেয়েছে তার পরের দিন ড্যানকে খুন করা হয়েছে।"

ওয়েন্ডির ফোনটা আবার কেঁপে উঠলো। ও হাতে নিয়ে দেখে উইন কল করেছে। ও একটা আঙুল তুলে মিশেলকে অপেক্ষা করতে বললো।

"হ্যালো?" ও ফোনে বললো।

"ফিল টার্নবুলের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি।"

"কি জানতে পারলে?"

"আমার অফিসে এসো। তোমাকে একটা জিনিস দেখানো দরকার।"

উইন আর ওর পরিবার শুধু ধনী নয়। ওরা শহরের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারগুলোর একটা। উইনের নামের মধ্যেও একটা রাজকীয় ব্যাপার আছে। ওর পুরো নাম হচ্ছে উইন্ডসর হর্ন লকউড দ্য থার্ড। ওর অফিসটাও শহরের সবচেয়ে বড়লোকী এলাকায়।

উইনের অফিসের সামনে গাড়ি থামাতে থামাতে ওয়েন্ডির মুখ দিয়ে একটা শিষ বেরিয়ে এলো। এই বিশাল, কাঁচে মোড়ানো বিল্ডিংটার পাশে ওর নিজের অফিসটাকে ছাপড়া মনে হবে।

চকচকে মার্বেলের মেঝের উপর হেঁটে ওয়েন্ডি রিসেপশন টেবিলে গেলো। সেখানে বসে থাকা মেয়েটাকে বললো ও উইনের সাথে দেখা করতে এসেছে। মেয়েটা ফোন করে ডাকলো আরেকটা সেক্রেটারিকে। সে ডাকলো আরেকজনকে। তিন নম্বর সেক্রেটারি এসে ওয়েন্ডিকে উইনের রুম পর্যন্ত নিয়ে এলো।

ওকে দেখে উইন ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালো। উইন অনেক, অনেক সুন্দর দেখতে। ঢেউ খেলানো সোনালী চুল, গভীর নীল চোখ, ধারালো চেহারা। কিন্তু একদম সত্যি বলতে ওয়েন্ডির এরকম চেহারার ছেলেদের ভালো লাগে না। একটু মেয়েলি লাগে।

উইন হাতের ইশারায় ওকে বসতে বললো। ও বসার পর উইন ওর পাশে ডেস্কের কোণায় বসলো।

"তোমাকে দেখতে বেশ ভালো লাগছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"থ্যাংক ইউ। যদিও মনের অবস্থা অতোটা ভালো নয়।"

"তুমি চাইলে আগের মতো আমি আবার তোমার মন ভালো করে দিতে পারি।" উইন ওর অসম্ভব সুন্দর হাসিটা হাসলো।

"থাক," ওয়েন্ডিও হাসলো।

"আমাকে বলবে না কি নিয়ে এতো ঝামেলা হচ্ছে?" উইন প্রশ্ন করলো।

"আগে তুমি বলো ফিলের ব্যাপারে কি জানতে পারলে।" ওয়েন্ডি কাজের কথায় চলে এলো।

উইন উঠে ওর ডেস্কে রাখা ইন্টারকমের বোতাম চাপলো। বললো "রিডলি ব্যারিকে ভেতরে আসতে বলো তো।"

একটু পরে টাই পরা এক বয়স্ক লোক রুমে এসে ঢুকলো।

"আহ্," উইন বললো। "রিডলি। আসার জন্যে ধন্যবাদ। ওয়েন্ডি টাইনস, পরিচিত হও, ইনি হচ্ছেন রিডলি ব্যারি, ব্যারি ব্রাদার্স ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা মালিকদের মধ্যে একজন, আর তোমার ফিল টার্নবুলের প্রাক্তন বস।"

লোকটা ওয়েন্ডির সাথে হাত মিলিয়ে খুব ভদ্রস্বরে বললো "আমরা যা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা যেনো এই রুমের বাইরে না যায়।"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো।

রিডলি বললো "উইন ফোন করার পর আমি ফিলের হিসাবের সবগুলো কাগজপত্র বের করে নিজে আবার চেক করেছি। এখন একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। ফিল টার্নবুল দুই মিলিয়ন ডলার চুরি করে নি।"

"তার মানে ও নির্দোষ?"

ব্যারির চোখ পাথরের মতো ঠাণ্ডা। "ফিল টার্নবুল চুরি করেছে তিন মিলিয়ন ডলার।"

ওয়েন্ডি প্রচন্ড হোঁচট খেলো। "কি?"

উইন ওর ডেস্ক থেকে একটা ফাইল তুলে নিয়ে ওয়েন্ডির হাতে ধরিয়ে দিলো। "নিজেই দেখো।"

ওয়েন্ডি ফাইলটা খুললো। ভেতরে অনেকগুলো ছবি। সেখানে দেখা যাচ্ছে ফিল কিছু একটা প্রিন্ট করছে, গভীর রাতে।

ব্যারি বললো "এখানে ফিল জাল চেকের প্রিন্ট আউট নিচ্ছে। অফিস থেকেই। ও ভেবেছিলো পরে সিকিউরিটি ক্যামেরার রেকর্ডিংগুলো নষ্ট করে ফেলবে, কিন্তু সে সময় ওকে দেয়া হয় নি।"

ওয়েন্ডি চুপচাপ ছবিগুলো দেখতে লাগলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আরও অনেক প্রমাণ আছে," ব্যারি তখনও বলে যাচ্ছে। "কিন্তু সবগুলো নিয়ে আসা ঝামেলা। তবে আপনি আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারেন, মিসেস টাইনস। ফিল একটা অনেক বড় চোর।"

"ও চোর হলে ওকে আপনারা পুলিশে দেন নি কেন?"

ব্যারি একবার উইনের দিকে তাকালো। উইন বললো : "যা বলবে বলতে পারো রিডলি, ওয়েন্ডি কাউকে কিছু জানাবে না।"

ব্যারি আবার ঘুরলো ওয়েন্ডির দিকে।

"ফিলকে পুলিশের কাছে দেয়া হয় নি কারণ সেটা করলে ব্যারি ব্রাদার্সের কাছে ক্লায়েন্টরা আর টাকা রাখতে চাইতো না। যাদের অ্যাকাউন্ট থেকে ফিল টাকা সরিয়েছে তারা পর্যন্ত জানে না কিছু হয়েছে। ওদেরকে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের নিজেদের পকেট থেকে টাকাটা দিয়ে দেবো।"

"এজন্যেই আমি কাউকে কিছু বলতে পারবো না?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

"বিংগো!" উইন আবার সুন্দর করে হেসে উঠলো।

"আরেকটা ব্যাপার আছে," ব্যারি বললো। "ফিল যখন প্রথম আমাদের এখানে চাকরি নিয়েছে ও বলেছিলো ও প্রিন্সটনের গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু পরে আমরা তদন্ত করে জানতে পেরেছি ওকে প্রিন্সটন থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। এটাও ওকে চাকরি থেকে বের করে দেয়ার একটা বড় কারণ ছিলো।"

ওয়েন্ডি কিছু বললো না। ও আবার ভ্রু কুঁচকে ছবিগুলো দেখছে। এই চক্রের শেষ কোথায়?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

ওয়েন্ডি উইনের অফিস থেকে বেরিয়ে আরও কয়েকবার ফিলকে ফোন করলো। ধরে না। ওর বৌ শেরিকে ফোন করলো। সেও ধরে না। ও ড্রাইভ করে স্টারবাকস পর্যন্ত এলো। ফিলের দল সেখানেও নেই।

আর কোনো উপায় না দেখে ও বাড়িতে ফিরে এলো। ওর খুব ক্লান্ত লাগছে।

বাড়ি একদম খালি। ওর মনে পড়লো পপস আর চার্লির আজকে কোথায় যেনো যাওয়ার কথা, কোনো সিনেমা দেখতে বোধহয়। ও একটা গ্লাস ভরে ওয়াইন নিলো। তারপর ড্রয়িংরুমের বড় সোফাটায় গা এলিয়ে দিলো।

"ওয়েন্ডি?"

গলাটা শুনে ও চমকালো না। ও বাসার দরজা আটকাতে ভুলে গেছে। সেই খোলা দরজায় একজন মানুষের ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

"তোমার রহস্য শুধু আমি না, অন্যরাও জানে, ফিল।"

ফিল আরেকটু এগিয়ে এলো ঘরের ভেতর। ওর মুখের হাসিটা দেখে মনে হচ্ছে ও মাতাল। "তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে কিছু করবো?"

"করেই তো ফেলেছো, তাই না?"

"হ্যা, তা ঠিক। কিন্তু আমি এজন্যে আসি নি।"

ওয়েন্ডি একবার ভাবলো মোবাইলটা ওর হাতের কাছে রাখা দরকার। হয়তো পুলিশের নম্বরটা ডায়াল করে রাখলে খারাপ হয় না।

"ভয় পেও না," ফিল বললো।

"তাহলে আমি আমার এক বন্ধুকে ফোন করি?"

"আমি যাওয়ার পরে কোরো, কেমন?" ফিল ওর বেল্টে গোঁজা একটা পিস্তল বের করে ওয়েন্ডির দিকে তাক্ করলো।

ওয়েন্ডি সাথে সাথে স্থির হয়ে গেলো। পিস্তল এমন একটা জিনিস, যেটা বের হলে সাথে সাথে সমস্ত মনোযোগ সেটার দিকে চলে যায়।

"আমাদের কথা বলা দরকার," ফিল বললো। "কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবো বুঝতে পারছি না।"

"ক্রিস্টার মুখে যে তুমি লাথি দিয়ে কাঁচ ঢুকিয়ে দিয়েছিলে," ওয়েন্ডি বললো। "সেখান থেকে শুরু করলো কেমন হয়?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিল হাসলো। সেই হাসিতে খুশির লেশমাত্র নেই। ও বাইরের দরজাটা লক করে ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়ালো। পিস্তলটা শিথিলভাবে ওর উরুর পাশে ঝুলছে।

"তোমরা সবাই স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট খেলতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছিলে?"

ফিল মাথা ঝাঁকালো।

"তাহলে দোষ শুধু নিজের ঘাড়ে নিলে কেন?"

ফিলকে দ্বিধান্বিত দেখালো। ওর হাতের পিস্তলটার কথা ওর একেবারেই খেয়াল নেই মনে হচ্ছে। ওয়েন্ডি একবার চিন্তা করলো, ও কি উঠে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করবে?

ফিলের কথায় ওর চমক ভাঙ্গলো।

"হ্যা। তখন নিজের ঘাড়ে দোষ নেয়াটাই সবচেয়ে ভালো রাস্তা মনে হয়েছিলো।"

"কেন?"

"ওদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সচ্ছল পরিবারের ছেলে ছিলাম। ওদের নাম বললে ওদের সবার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতো। ওরা সবাই আমার বন্ধু ছিলো। ওদের জন্য এটুকু করা তো আমার দায়িত্ব।"

"খুব ভালো কথা," ওয়েন্ডি বললো।

"তারপরে কি কি হয়েছে তুমি তো সবই শুনেছো বোধহয়," ফিল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমাকে প্রিন্সটন থেকে বের করে দিলো। আমার বাবা-মা গোপনে যোগাযোগ করলো ক্রিস্টার সাথে। ওকে টাকা দিয়ে চুপ করানোর ব্যবস্থা করলো–"

হঠাৎ চুপ করলো ফিল। ওয়েন্ডি জিজ্ঞেস করলো : "কি হয়েছে?"

"তুমি মনে করছো যে আমি পিস্তল হাতে করে তোমাকে গল্প শোনাচ্ছি, এতে আমার কোনো উপকার হবে? না, ওয়েন্ডি। যা করছি এগুলো তোমার উপকারের জন্যেই।"

এ কথাটা শুনে ওয়েন্ডি তাকালো ফিলের দিকে, ওর চেহারা, ওর চোখ লক্ষ্য করলো। সাথে সাথে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। ওয়েন্ডির ভয় চলে গেলো।

"কিভাবে?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি তো উত্তর চাও, তাই না?"

"হ্যা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি জানতে চাও আমি কেন টাকা সরিয়েছি?"

"বলো।"

ফিল লম্বা একটা দম নিয়ে শুরু করলো।

"আমার চাকরিটা এমন ছিলো, যেখানে ক্লায়েন্টই সব। ওদের যেভাবে হোক খুশি রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের ব্যবসায় প্রতিযোগিতা প্রচন্ড, ঝুঁকিও অনেক। মাঝে মাঝে ক্লায়েন্টদের টাকা নিয়েই ঝুঁকি নিতে হয়। ওদেরকে জানানোর দরকার পড়ে না, কারণ পরের কোনো লাভ থেকে আবার টাকা উঠে আসে। এভাবে একটু একটু করে নিতে নিতে জিনিসটা বড় হয়ে গিয়েছিলো আরকি।"

"কিন্তু আসল কথাটা হলো, তুমি তো তোমার ক্লায়েন্টদের টাকা চুরি করেছো, তাই না? করে নিজের পকেট ভারি করেছো?"

ফিল একটু চুপ করে থেকে তারপর বললো : "হ্যা।"

"আমার রিডলি ব্যারির সাথে দেখা হয়েছে আজকে। সে বললো তুমি নাকি ওদের মিথ্যা বলে চাকরি নিয়েছো। বলেছো যে তুমি প্রিন্সটন থেকে পাস করেছো।"

ফিল হাসলো। "হ্যা। ওই রাতটা কিছুতেই আমার পিছু ছাড়ে না। আমার জীবনের প্রত্যেকটা মোড়ে, প্রত্যেকটা রাস্তায় ওই একটা ঘটনা অন্ধকার ছায়া ফেলে রেখেছে। আমি কিছু করি নি, তাও দোষ নিয়েছি নিজের ঘাড়ে। সেটারই মাশুল দিচ্ছি এখনও পর্যন্ত।"

"তুমি কিছু করো নি মানে?"

"আমি কিছুই করি নি।"

"তুমি সেই রাতে ক্রিস্টার মুখে লাথি মারো নি?"

"সেজন্যে তো ওর চেহারা কাটে নি। ও তোমাকে অ্যাশট্রের কথা বলেছে?"

"হ্যা বলেছে। সেটাও তো তুমিই ছুঁড়েছো।"

"এ কথা কি ক্রিস্টা বলেছে তোমাকে?"

ওয়েন্ডি একটু ভেবে দেখলো। না, ক্রিস্টা বোধহয় এটা নির্দিষ্ট করে বলে নি ফিলই অ্যাশট্রেটা ছুঁড়েছে।

"আমি ছুঁড়ি নি অ্যাশট্রেটা। সেটা আরেকজন ছিলো," ফিল বললো।

"তুমি জানতে না কে?"

ফিল মাথা নাড়লো। "অন্ধকার ছিলো, আর পরে ওরা কেউ স্বীকার করে নি কে করেছে কাজটা। এজন্যেই বলছি আমি তেমন কিছু করি নি সে রাতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু তাও ওই রাতটা পিছু ছাড়ে নি আমার। আমি যখন চাকরিটা হারালাম, আমার বাবা-মা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছে, জানো? ওদের নাকি এমন ছেলে দরকার নেই। শেরিও আমাকে আগের মতো ভালোবাসে না এখন আর, বোঝাই যায়। আমার সবকিছু ধ্বংস হলো, ওই একটা রাতের জন্য। একটামাত্র রাত। আমার যাওয়ার আর কোনো জায়গা ছিলো না, তখন আমি কি করলাম জানো?"

ফিল থেমে একটা নিঃশ্বাস নিলো।

"আমি আমার পুরনো রুমমেট, পুরনো বন্ধুদের কাছে সাহায্য চাইলাম। ফার্লির কাছে, স্টিভের কাছে। ওদের কারও মুখে মিষ্টি কথার অভাব ছিলো না। 'দোস্ত, তুই যে আমাদের বাঁচিয়েছিস এজন্য সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। দোস্ত থ্যাংক ইউ। কিন্তু, দোস্ত, আমরা তো তোর জন্য কিছু করতে পারবো না!' " ফিলের গলায় তীব্র ঘৃণা আর বিদ্রুপ।

ওয়েন্ডি কিছু বললো না। ওর চোখ এখনও ফিলের হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে।

"তখন আমি বুঝতে পারলাম আমি কত বড় ভুল করেছি।" ফিল বলে যেতে লাগলো। "এসব অকৃতজ্ঞ হারামজাদাদের জন্য আমার নিজের জীবন বলি দেয়া ঠিক হয় নি। যদি পাঁচজনই এগিয়ে আসতাম, তাহলে সবাইকে তো আর ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দিতে পারতো না। ওরা সবাই পাস করে সুন্দর নিজেদের জীবন গুছিয়ে ফেললো, আর ফাঁদে পড়লাম আমি। ওদের বিপদে আমি এগিয়ে আসলেও, ওরা কেউ আমার বিপদে এগিয়ে এলো না।"

"তো," ওয়েন্ডি বললো, "তুমি ঠিক করলে ওদের শাস্তি দেয়া দরকার।"

"আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?" ফিল প্রশ্ন করলো।

ওয়েন্ডি এবার বুঝতে পারলো ফিল কোন জিনিসটায় সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে। ও ছিলো ওর বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পরিবারের ছেলে। কিন্তু সেই রাতের পর, ওর চাকরি চলে যাবার পর ও দেখেছে ওর বন্ধুরা এখন সফল। অতোটাই সফল, যতোটা ও আগে ছিলো। আর ও চলে গেছে ওর গরীব বন্ধুদের জায়গায়।

কিন্তু এটা না বলে ও বললো "ফ্লাই তো ভাইরাল মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। ইন্টারনেটে গুজব ছড়ানোর আইডিয়াটা কি ওই দিয়েছিলো?"

ফিল মাথা ঝাঁকালো।

"আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো," ওয়েন্ডিও আস্তে আস্তে মাথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝাঁকালো। "ফার্লি, স্টিভ, ড্যান, আমি–আমাদের সবার নামে ইন্টারনেটে গুজব ছেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তুমি টাকা চুরি করার পরও তোমার ব্যাপারে তেমন কিছু পেলাম না। কারণ তোমার ওই বন্ধুরাও জানে না তুমি আসলেই চুরি করেছো।"

"ঠিক।" এখন ফিলের মুখে যে হাসিটা সেটাতে সুক্ষ্ম গর্ব।

"তোমার প্ল্যানটা একটু বোঝাও তো আমাকে," ওয়েন্ডি চেষ্টা করছিলো ওকে কথা বলে ব্যস্ত রাখতে। কিন্তু এছাড়াও, ওর কৌতুহলও প্রচন্ড। "এই চায়না মেয়েটা কে?"

"এমনি একটা বেশ্যা। ওকে হায়ার করেছিলাম এটা বলে যে দু'টো চরিত্রে ওর অভিনয় করতে হবে। ও সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছিলো। আর স্টিভেরটা তো আরও সহজ। একটা মানুষের গাড়িতে ড্রাগ লুকিয়ে রাখা কি কোনো ব্যাপার?"

"তুমি তো আমাকেও ব্যবহার করেছো," ওয়েন্ডি আস্তে করে বললো।

"তোমার সাথে তো আমার ব্যক্তিগত কোনো ঝগড়া ছিলো না। তোমার শোটা একদিন টিভিতে দেখছিলাম, তখন হঠাৎ মনে হলো, কারও নাম খারাপ করার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?"

"কিভাবে করলে কাজটা?"

"প্ল্যানটা তো এমন জটিল কিছু ছিলো না, ওয়েন্ডি। আমি প্রথমে বাচ্চা মেয়ে সেজে তোমাকে ড্যানের নামে অভিযোগ করে ই-মেইল পাঠিয়েছি। তারপর ড্যান সেজে তোমার সাথে চ্যাট করেছি। আমি যখন ড্যানের সাথে দেখা করতে ওর বাসায় গিয়েছি, তখন বাচ্চাদের ছবিগুলো সেখানে লুকিয়ে এসেছি। এরপর তুমি যখন চ্যাট এর সময় 'ড্যান'কে বললে তুমি দেখা করতে চাও, আমি রাজি হয়ে গেলাম। ওদিক দিয়ে চায়নাকে বললাম আসল ড্যানকে ফোন করে যাতে সময়মতো ঠিক জায়গায় আসতে বলে। ড্যান নায়কের মতো চায়নাকে বাঁচাতে এসে পড়লো, আর তুমি তো ক্যামেরা নিয়ে রেডিই ছিলে..." ফিল কাঁধ ঝাঁকালো।

আমার এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে," ওয়েন্ডি বললো।

"দেখো, আমি দুঃখিত তুমি এসবের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছো। আর এর চেয়েও বেশি দুঃখিত আমি তোমার নামে ওই গুজবগুলো ছড়িয়েছি দেখে। এটা একটা ভুল চাল ছিলো। এজন্যেই এখানে এসেছি। আমি চাই এই ভুলটা শুধরে নিতে।"

আবারও ও এই কথাটা বললো। ও ওয়েন্ডির উপকারের জন্য এখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছে। ওয়েন্ডির ইচ্ছা করছিলো ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিতে।

"তাহলে তুমি এদের সবার জীবন নষ্ট করে দিয়েছো শুধু প্রতিশোধের জন্য?"

ফিলের মাথা নিচু হয়ে গেলো। ওর উত্তরটা অবাক করলো ওয়েন্ডিকে। "না।"

"তাহলে এতোগুলো নির্দোষ মানুষকে শেষ করে দিলে কেন?"

"নির্দোষ?" ফিল আবার মাথা তুললো। ওর চোখে বিন্দু বিন্দু ক্রোধ দানা বেঁধেছে। "ওরা কেউ নির্দোষ ছিলো না!"

"মানে?"

"এখনও বুঝতে পারছো না, ওয়েন্ডি?" ফিলের গলা আস্তে আস্তে চড়ছে। "ওরা সবাই দোষী ছিলো! ফার্লি আসলেই বেশ্যাদের কাছে যেতো। ও প্রতাপশালী পলিটিশিয়ান ছিলো দেখে কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারতো না। স্টিভ আসলেই বেআইনি ওষুধ বিক্রি করতো। আমি নির্দোষ কোনো মানুষের ক্ষতি করি নি। একদল শয়তানকে ধরিয়ে দিয়েছি।"

ফিল চুপ করে গেলো। নীরবতাটা অসহ্য লাগলো ওয়েন্ডির কাছে। যেনো ওর বুকের ওপর কিছু চেপে বসেছে। এই অনুভূতিটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই ও প্রশ্ন করলো "আর ড্যান? ড্যান কি আসলেই যৌন অপরাধী ছিলো?"

ফিল এর কাঁধ কেমন যেনো ঝুলে পড়লো। "আমি জানি না।"

"তুমি কি ঠাট্টা করছো আমার সাথে?"

"না। যখন আমি ওকে ফাঁদে ফেলেছি, তখনও আমি জানতাম ও যৌন অপরাধী নয়। এখন আর আমি অতোটা শিওর হতে পারছি না।"

"পরিষ্কার করে বলো। কি বলতে চাও?"

"ফার্লি আর স্টিভ আমাকে সাহায্য করতে মানা করে দেয়ার পর আমি ড্যানের কাছে গিয়েছিলাম। ড্যানের মধ্যে সবসময়ই একটা পরোপকার করার অভ্যাস ছিলো। আমি যখন ওকে আমার সমস্যার কথা বলছিলাম, ও মন দিয়ে শুনলো। বললো, সেই রাতের কষ্ট আমার এখনও ভোগ করতে হচ্ছে বলে ও দুঃখিত। তারপর ও আমাকে সত্যি কথাটা জানালো।"

ওয়েন্ডি আন্দাজ করতে পারছিলো কথাটা কি, তাও ওর বুক ধকধক করছিলো। ও জিজ্ঞেস করলো "কি?"

"সেই রাতটায়, ক্রিস্টা স্টকওয়েল যখন লাইট জ্বালাবার চেষ্টা করছিলো, তখন বাকি সবাই সিঁড়ি দিয়ে পালাচ্ছিলো। অন্ধকারে, বিছানার পাশে লুকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিলাম শুধু আমি আর ড্যান। আমার পাশে যে ড্যান আছে সেটা আমি তখনও জানতাম না। ও চাইলেই পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু ও চেয়েছিলো আমাকে বাঁচাতে। তাই ও সেই অ্যাশট্রেটা ছুঁড়ে মারে, ক্রিস্টার নজর অন্যদিকে নেবার জন্য।"

ওয়েন্ডি একটা আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো। "ড্যান বলার আগে তুমি কখনোই জানতে না এটা?"

"না, কেউ কখনও বলে নি আমাকে। আগে জিজ্ঞেস করলেও মিথ্যা কথা বলেছে। ড্যান আমাকে বললো ও এজন্যেই এতোদিন ক্রিস্টার সাথে দেখা করতে গিয়েছে। ও নিজে থেকেই ক্রিস্টার কাছে স্বীকার করেছে ও অ্যাশট্রেটা ছুঁড়েছিলো, আর মেয়েটা কতো ভালো, কতো ভালো, ও ড্যানকে ক্ষমা করে দিয়েছে।" ফিলের চোখ চকচক করছে। *অশ্রু?*

"এখন বলো, ড্যান যৌন অপরাধী নাকি না?" ওয়েন্ডি একটু নরম সুরেই প্রশ্নটা করলো।

"ওর ব্যাপারে এরকম কিছু আমার কখনও মনে হয় নি। কিন্তু হেইলি ম্যাকওয়েইড এর ব্যাপারটা..."

ওয়েন্ডির মনে হলো ওকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। "হেইলির ব্যাপারটা তোমার করা নয়?"

ফিল আস্তে আস্তে দুই দিকে মাথা নাড়লো। "আমি হেইলির ফোন কিভাবে ড্যানের রুমে রেখে আসবো, ওয়েন্ডি, আমি জানতামই না ড্যান কোন হোটেলে ছিলো।"

ঠিক, ওয়েন্ডি মনে মনে বললো। ওই সময়টায় ফিল কোথায় আছে কেউ জানতো না। ফিলের জানার কথাই নয়। আর ও হেইলির ফোনই বা পাবে কোথায়?

"এজন্যেই আমি বলছি আমি তোমার উপকারের জন্যে এখানে এসেছি, ওয়েন্ডি। তুমি এতোদিন এটা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলে তুমি একজন নির্দোষ মানুষের খুনের জন্যে দায়ি? আমি সেই দায় থেকে তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি। ড্যান আসলে দোষী ছিলো। ও হেইলি ম্যাকওয়েইডকে খুন করেছে।"

ওয়েন্ডি কিছু বললো।

ফিল বললো "আমার কথা শেষ। আমার জীবনও শেষ। দুর্ভাগ্য আর প্রতিশোধের নেশা আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। গুডবাই।"

ফিলের পিস্তল ধরা হাতটা উঠতে শুরু করলো। ওয়েন্ডির মন চিৎকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে বললো ওকে ফিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, যাতে ফিল ওর দিকে পিস্তল তাক করার আগেই ওর হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিতে পারে। কিন্তু ওর শরীর যেনো বরফে জমে গেছে। ও বসেই থাকলো।

পিস্তলধরা হাতটা উঠতেই থাকলো। পিস্তলের নলটা এসে ফিলের চোয়াল ছুঁলো। ওয়েন্ডি একটা আঙুলও নাড়াবার আগেই ফিল ট্রিগারটা টিপে দিলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

পাঁচ দিন পর।

ফিল আত্মহত্যা করার পরই ওয়েন্ডি পুলিশকে ফোন করেছিলো। পুলিশ আসার পর ওকে বেশ কিছুক্ষণ জেরা করে, ওয়েন্ডি ওদের সবই বলে ফিল ওকে যা বলেছে। পুলিশ পরে মিডিয়ার কাছে ফিলের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে। মিডিয়া খবরটা ছড়িয়ে দেয় সবার কাছে। মানুষ জানতে পারে ফার্লি, স্টিভ আর ওয়েন্ডিকে আসলে ফিলই ফাঁসিয়েছিলো।

কিন্তু ড্যানের রহস্যটা ভেদ হলো আরও পরে।

ওয়েন্ডি পপস আর চার্লির সাথে বসে নাস্তা খাচ্ছিলো। পপস বলছিলো সে আরও কিছুদিন থাকবে, অন্তত ওয়েন্ডি আরেকটা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত –এমন সময় ওয়েন্ডির মোবাইলটা জোরে বেজে উঠলো। ওয়াকার ফোন করেছে।

ওয়েন্ডি একটু অবাক হয়েই ফোনটা ধরলো। ফোনে ওয়াকার ওকে যা বললো তাতে ওর অবাক হবার মাত্রা অনেক, অনেক বেড়ে গেলো। ও খাবার টেবিল থেকে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো।

গাড়িটা নিয়ে চলে এলো পুলিশ স্টেশনে। ওয়াকার ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। সেখানে আধা ঘন্টার মতো ওরা কি নিয়ে যেনো কথা বললো।

তারপর ওয়েন্ডি গাড়িটা নিয়ে এলো ম্যারিয়টে, জেনা হুইলারের হোটেলরুমে।

জেনা ওকে দেখে বেশ অবাক হলো। ওর পরিবার নতুন বাসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সবাই বড় বড় সুটকেসে জামা-কাপড় ভরছে। ওয়েন্ডি জেনাকে বললো ওদের একা কথা বলা দরকার, বলে ওকে করিডরে নিয়ে এলো। তারপর রুমের দরজাটা চাপিয়ে দিলো।

ওয়েন্ডি সরাসরি কাজের কথায় নেমে এলো। "জেনা, আমি সব জেনে গেছি।"

জেনা চোখ পিটপিট করলো। "মানে?"

"জেনা, আমি জানি হেইলি ম্যাকওয়েইড তোমার বাসায় মারা গেছে। আমি শুধু জানতে চাই কিভাবে।"

জেনাকে যেনো কেউ একটা ঘুসি মারলো। ও কষ্ট করে উচ্চারণ করলো "এসব কি বলছো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমার কার্বি স্ট্যানেটকে মনে আছে? হেইলির বয়ফ্রেন্ড ছিলো যেই ছেলেটা? ও পুলিশের কাছে নতুন স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সেখানে ও বলেছে হেইলি হারিয়ে যাওয়ার আগের রাতে তোমার বাসায় ছিলো। তোমার বাসায় নাকি মদ খাবার পার্টি হচ্ছিলো সে রাতে?"

জেনার শরীর কাঁপছে। তাও ও চেষ্টা করলো অস্বীকার করার "আমি জানি না তুমি কিসের কথা বলছো।"

ওয়েন্ডি বললো "জেনা, সত্যি কথা বলো। নাহলে আমি পুলিশকে জানাতে বাধ্য হবো তুমি আর তোমার পরিবার কোথায় আছো।"

জেনার চোখে তাও দ্বিধা খেলা করছে। "তুমি কি আমার কথা রেকর্ড করছো?"

"না, জেনা," ওয়েন্ডি বললো। "তুমি চাইলে আমাকে চেক করে দেখতে পারো। আমি কোনো রেকর্ডার আনি নি।"

"থাক," জেনা বললো। ও রীতিমতো ফোঁপাচ্ছে এখন। "হ্যা, সেদিন রাতে হেইলি আমার বাসায় ছিলো। আমান্ডা, আমার মেয়ে, স্কুলে কখনওই অতোটা জনপ্রিয় ছিলো না। ও প্রায়ই এসে কাঁদতো আমার কাছে, যে ওর কোনো বন্ধু নেই, কেউ ওর সাথে গল্প করতে চায় না। তাই সেদিন আমরা ঠিক করলাম এমন কিছু একটা করবো যাতে ওর ক্লাসমেটরা ওকে আরও পছন্দ করে। আমরা এক কেস বিয়ার আর কয়েক বোতল মদ রেখে দিলাম নিচতলায়, যাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লে আমান্ডা আর ওর বন্ধুরা খেতে পারে।"

ওয়েন্ডি মাথা ঝাঁকালো।

জেনা বলে যেতে লাগলো "সেদিন নাকি হেইলির সাথে ওর বয়ফ্রেন্ডের ঝগড়া হয়েছিলো। এজন্যেই হেইলি আসলেও কার্বি আসে নি। রাগ করে হেইলি অনেক বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলো। বাচ্চা মেয়ে তো সহ্য করতে পারে নি। একসময় ও অজ্ঞান হয়ে যায়। আমান্ডা ওকে নিজের রুমে নিয়ে শুইয়ে দেয়। ওর বাকি সব বন্ধুরা চলে যাওয়ার পরও যখন হেইলির জ্ঞান ফিরলো না, আমান্ডা ভয় পেয়ে গেলো। ও ডেকে উঠালো আমাকে আর নোয়েলকে। নোয়েল যেয়ে দেখলো ও মারা গেছে।"

জেনার আবার ফোঁপানিতে কথা আটকে গেলো। ওয়েন্ডি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো ওর স্বাভাবিক হবার জন্যে।

একটু পরে জেনা আবার শুরু করলো। "নোয়েলই বললো ওকে দূরে কোথাও নিয়ে কবর দিতে। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে আমাদের কারনে ও মারা গেছে, আমাদের পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ড্যানের হোটেলরুমে ফোন রেখে আসার আইডিয়াটা কি ও মারা যাবার পর পেয়েছো?"

জেনা দূর্বলভাবে মাথা ঝাঁকালো। "ড্যান কাউকে বলতে চাইতো না ও কোথায় থাকছে। কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে ফোন করতো। ওর তো আপন বলতে আর কেউ ছিলো না। যখন আমরা শুনতে পেলাম যে ও মারা গেছে, মনে হলো ওর পুরনো হোটেলরুমে ফোনটা ফেলে আসি। ওকে তো মানুষ এমনিতেই যৌন অপরাধী মনে করে...এখন ওকে খুনি মনে করলে দোষ কি?"

জেনা আর কথা বলতে পারলো না।

ওয়েন্ডির চেহারায় কষ্ট ফুটে উঠলো।

জেনা জিজ্ঞেস করলো : "তোমার কিছু বলার নেই?"

ওয়েন্ডি ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো। "হ্যা। একটা কথা বলার আছে। তোমান সাথে আমি একটা ছোট্ট ছলনা করেছি, জেনা। আমি আসলেই এতক্ষণ তোমার কথা রেকর্ড করছিলাম। আমার কাছে আলাদা রেকর্ডার না থাকলেও, আমার মোবাইলেই রেকর্ড করা যায়।"

জেনা চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইলো ওয়েন্ডির দিকে। ও বুঝতে পেরেছে ও হেরে গেছে, আর বাধা দিয়ে লাভ নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উপসংহার

কিন্তু এ সবকিছুর চেয়ে বড় একটা ধাক্কা ওয়েন্ডির জন্য তখনও অপেক্ষা করছিলো।

জেনা আর নোয়েল গ্রেফতার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। ওয়েন্ডি একটা নিউজ চ্যানেলের অফিসে মাত্র ইন্টারভিউ দিয়ে বের হচ্ছিলো, এমন সময় দেখলো ওর গাড়ির পাশে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

ওয়েন্ডি অবাক হলো। এড গ্রেসনকে ও আশা করছিলো না।

এড ওকে দেখে পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে কার যেনো নম্বর ডায়াল করলো। তারপর ফোনটা এগিয়ে দিলো ওয়েন্ডির দিকে।

"তোমার সাথে একজন কথা বলতে চায়।"

ওয়েন্ডি অবাক হয়েই ফোনটা হাতে নিলো। ও কিছুই বুঝতে পারছে না।

ও ফোনটা কানে ঠেকিয়ে বললো : "হ্যালো?"

"কেমন আছো, ওয়েন্ডি?"

গলাটা শুনে ওয়েন্ডির মনে হলো ওর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে।

"ড্যান?"

"হ্যা।"

"তু-তুমি বেঁচে আছো?"

"তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ফোন করলাম।"

"কোথায় তুমি? আমি নিজের চোখে তোমাকে গুলি খেতে দেখেছি–"

"না, সেটা দেখো নি।" ড্যান মার্সারের গলা শান্ত, কৌতুকপূর্ণ। ওয়েন্ডি নিজের গাড়ির গায়ে হেলান দিলো। ওর পা কাঁপছে।

"একটু সময় দাও আমাকে ওয়েন্ডি, সব বলছি," ড্যান বললো।

"হুম্‌ম্‌।" ওয়েন্ডি বললো। ওর মুখ থেকে এখনও শব্দ বের হতে চাচ্ছে না।

ড্যান বললো, "তুমি তো জানো আমার শেষদিকে কেমন অবস্থা হয়েছিলো? আমাকে মানুষ থাকতে দিতো না কোথাও, তাড়া করে বেড়াতো, মারতো। তো আমি বাধ্য হয়ে ঠিক করলাম, এই অত্যাচার বন্ধ করার একটাই উপায় আছে। আমাকে মারা যেতে হবে।"

"কিভাবে করলে তুমি সেটা?" জিজ্ঞেস করলো ওয়েন্ডি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড্যান জবাব দিলো, "এডের সাহায্য ছাড়া আসলে জিনিসটা সম্ভব হোতো না। ওর ছেলে এজে আমাকে চিনতো, ওর এক বন্ধু আমার বাস্কেটবল টিমে খেলতো। এজে এসে আমাকে প্রথম জানিয়েছিলো যে ওর নগ্ন ছবি তুলেছে ওর আংকেল। আমি সেটা এডকে জানাই। এরপর থেকেই এড আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যখন মনে হলো আমাকে মরতে হবে, এডের চেয়ে ভালো আর কোনো খুনি আমার মাথায় এলো না।"

"তুমি আর এড বন্ধু ছিলে?" ওয়েন্ডির গলায় অবিশ্বাস।

"হ্যা। বেশ ভালো বন্ধু। আমরা ঠিক করেছিলাম শুধু আমার মরলে তো হবে না, আমি মারা গেছি এটা জানাতে হবে দুনিয়াকে। তাই তোমাকে সেদিন ফোন করে আসতে বললাম। কোনো খবর ছড়াতে হলে রিপোর্টারের চেয়ে ভালো আর কে আছে?"

"কিন্তু...আমি তোমাকে গুলি খেতে দেখেছি..." ওয়েন্ডির হিসাব এখনও মিলছে না।

"সেদিন এড পিস্তলে একটা আসল গুলি ভরে নিয়ে এসেছিলো, যেটা আমার পাশে কার্পেটে করেছে। বাকি যে গুলিগুলো ছিলো সব ফাঁকা কার্তুজ। তোমাকেও যখন গুলি করছিলো সেসব ফাঁকা ছিলো। শুধু শব্দই হয়েছে, বুলেট ছোঁড়া হয় নি।"

"আর এডের গাড়িতে যে তোমার রক্ত পাওয়া গেছে?"

"ওটা এডেরই আইডিয়া ছিলো। ও বললো আমাকে আঙুল কেটে একটু রক্ত আর আমার ট্রেইলারের কার্পেটের সুতো ওর গাড়িতে ফেলে রাখতে, তাহলে পুলিশ মনে করবে ও আমার লাশ নিয়ে গেছে। আর প্ল্যানটা কাজও করেছে, তাই না? যেমন তোমার গাড়িতে ও বাগ লাগিয়েছিলো এটা দেখাবার জন্যে যে ও জানে না আমি কোথায়।"

"ড্যান, তুমি এখন কোথায়?" ওয়েন্ডি প্রশ্ন করলো।

"আমি নিউ ইয়র্ক শহরে চলে এসেছি। এখানে আমাকে তেমন কেউ চেনে না, আর আমি দাড়ি-টাড়ি রেখে চেহারা বেশ পালটে ফেলেছি। ভালোই আছি, চিন্তা কোরো না। প্রথমে বললাম না তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ফোন করেছি?"

"হ্যা, বলেছো।"

"ওয়েন্ডি, নিজেকে কখনও এটার জন্য দোষ দিও না যে তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছো। তুমিও আমার মতোই ফাঁদে পড়েছিলে, ফিল তোমাকেও গুটির মতো চেলেছে। কিন্তু তারপরও তুমি আমার জন্যে লড়াই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছো। সেটার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।"

ওয়েন্ডির দুই গাল বেয়ে পানি পড়ছে। ও কোনো জবাব দিতে পারলো না।

"ভালো থাকো। পরে কথা হবে।"

এড গ্রেসন এসে একটা হাত রাখলো ওয়েন্ডির কাঁধে। ওয়েন্ডি ওর হাতটা ধরলো।

ওয়েন্ডির মন অনেক কিছুর ব্যাপারে ভুল বললেও ড্যান মার্সারের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিলো।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG